তরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞাপূরণ

(অত্যাশ্চর্য্য ঘটনামূলক উপন্যাস)

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

১ম সংস্করণ সন ১৩৩৭ কার্ত্তিক।

পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস।
আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অন্যান্য পুস্তকালয়।

প্রিন্টার—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস।
সৎ-সাহিত্য-মন্দির
৪ দীননাথ মিত্র লেন,
বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

বঙ্গের বীরকুমার ও সমরসঙ্গিনী নামক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনামূলক উপন্যাসের পরবর্ত্তী ঘটনাপূর্ণ রণরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞাপালন নামক দুইখানি উপন্যাস একসঙ্গে বাহির হইল। এই চারিখানি পুস্তকে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়া বঙ্গের যুবরাজের অদ্ভুত লীলা সমাপ্ত হইল। পুস্তক দুইখানি নানা কারণে অনেক বিলম্বে প্রকাশিত হইল; সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি-মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বীণাপানি বুক সোসাইটির কর্ম্মকর্ত্তা সোল এজেণ্ট হইয়া ধারাবাহিকভাবে এই সিরিজের পুস্তক বাহির করিবার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা আর্থিক সমস্যায় পতিত হইয়া তিনি সে দায়ীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখকমহাশয়ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ প্রায় এক বৎসর কাল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে অন্যের উপর ভরসা না করিয়া আমরা লেখকের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনামূলক অন্যান্য পুস্তক তৎপরতার সহিত বাহির করিতে চেষ্টা করিব। লেখকের "যমুনা বাঈ" নামক বিখ্যাত উপন্যাস অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

প্রকাশক

ক

দসু

নিব

বিশ

গ্রন্থকারের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস।

১।	সোনার প্রতিমা	... ...	১৸৹
২।	যুগল মিলন	... ...	২৲
৩।	দিদিমণি	... ...	২॥৹
৪।	বন্দী	... ...	১।৹
৫।	পূজার তত্ত্ব	... ...	১।৹
৬।	মানের পাহাড়	... ...	১।৹
৭।	বঙ্গের বীরকুমার	... ...	৸৹
৮।	সমর-সঙ্গিনী	... ...	৸৹

রণরঙ্গিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গদেশের রাজার একমাত্র পুত্র বিজয়সিংহ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। রাজকুমারের প্রিয় অনুচর মল্লশ্রেষ্ঠ রঘুবীর কুমারকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইতে দেখিয়া একদিন তামাসাছলে বলিল, কুমার! আপনি সমস্ত বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন, কেবল একটী বিদ্যায় অপণ্ডিত রহিয়া গেলেন। চন্দ্রকে ষোলকলায় পূর্ণ দেখিতে ইচ্ছা করে। কুমার বিস্মিতভাবে বলিলেন, আমার কোন্ বিদ্যার অভাব আছে? রঘুবীর হাসিয়া বলিল, মোহিনী বিদ্যা—চলিত কথায় লোকে যাহাকে চুরী বিদ্যা বলে। রঘুবীর কৌতুক বশতঃ এ কথা বলিলেও কুমার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, চুরী বিদ্যা শিখিতে হইবে—চন্দ্রকে ষোল কলায় পূর্ণ করিতে হইবে। রঘুবীর স্বয়ং এককালে দেশ-বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার ছিল—তাহাকেই গুরু মনোনীত করিয়া কুমার তাহার নিকটে চুরী বিদ্যার বহুবিধ কৌশল শিক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় বঙ্গগগনে দীপ্তিমান হইলেন।

কুমার এ যাবৎ অবিবাহিত ছিলেন। তিনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাকে বিবাহিত করিবার জন্য আগ্রহ

প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কুমার মনোমত পাত্রা না মিলিলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া আপত্তি জানাইলেন। সহসা একদিন বঙ্গদেশে সমুদ্রকূলে প্রতিষ্ঠিত মহাকালের মন্দিরে সপ্তদ্বীপাধিপতি বিক্রমসিংহের পরমাসুন্দরী কন্যা সুবর্ণলতাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সেই সুন্দরী-শিরোমণিকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পিতা মাতাকে জানাইলেন। সপ্তদ্বীপের রাজা বিক্রমসিংহ জাতি গৌরবে বঙ্গাধিপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যখন বঙ্গাধিপতি দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন, তখন সূর্য্যবংশীয় মদগর্ব্বী সপ্তদ্বীপাধিপতি চন্দ্রবংশীয় বঙ্গভূপতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। সপ্তদ্বীপের রাজা প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি হীনবল বংশ-মর্য্যাদা শূন্য বঙ্গের রাজার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অবজ্ঞাভরে কটূক্তি প্রদান করিলেন এবং বঙ্গের রাজকুমারকে হীনতস্কর বলিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিলেন। ক্রোধে অভিমানে যুবরাজ বিজয়সিংহের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়া সপ্তদ্বীপের দাম্ভিক রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন, তিনি তস্কর সাজিয়া একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বলে সপ্তদ্বীপরাজ্যে উপস্থিত হইবেন—একাকী বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন, তাহার পর সুকৌশলে রাজকন্যা সুবর্ণলতাকে হরণ করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। যেমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তেমনিভাবে নিঃরস্ত্র নিঃসম্বলে ছদ্মবেশে তিনি সপ্তদ্বীপে যাত্রা করিলেন। বিশ্বস্ত অনুচর রঘুবীর তাঁহার সঙ্গী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, কাহারও সহায়তার প্রয়োজন নাই। হয়, প্রতিজ্ঞা পালন

করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইব, না হয়, জীবনপাত করিব।. এই বলিয়া তিনি দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপ্তদ্বীপে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বহুস্থানে চুরী ডাকাইতি করিয়া যুবরাজ সপ্তদ্বীপবাসীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন—রাজা বিক্রমসিংহ শত চেষ্টা করিয়াও যুবরাজের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সক্ষম হইলেন না। বঙ্গের যুবরাজ সপ্তদ্বীপের যাবতীয় ধনবান জমিদারের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন—প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে রাজার প্রচুর ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলেন। এ সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্ব প্রকাশিত "বঙ্গের বীরকুমার" নামক পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারের অত্যাচারে সপ্তদ্বীপবাসীর অন্তরে মহাত্রাস উপস্থিত হইল—সকলে কুমারকে দৈববলসম্পন্ন অথবা পিশাচ-সিদ্ধ মনে করিল। আতঙ্কে দেশবাসীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—তাহারা দলে দলে দেশত্যাগ করিতে লাগিল—অনেক জনপদ জনশূন্য হইল—বিশাল রাজ্য শ্মশানে পরিনত হইতে চলিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রাজা তস্করবাজ বিজয়সিংহকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ঠিক সেই সময়ে একজন মহাবীরের কথা রাজার স্মরণপথে উদিত হইল। রাজা বিক্রমসিংহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, পরাক্রমশালী জয়সিংহ। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম সুধালতা। রাজা বিক্রমসিংহের একমাত্র পুত্র অমরসিংহ সুধালতার প্রণয়ে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু মদগর্ব্বী

রাজা বিত্তভোগী কর্ম্মচারীর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। তখন কুমার অমরসিংহ সেনাপতি পুত্র সমরসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে সুধালতাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল—রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে সপরিবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং কুমার অমরসিংহকে সুরক্ষিত রাজোদ্যানে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন।

আজ এই মহাবিপদের দিনে রাজার মনে পড়িল, সেই বিশ্বস্ত বিচক্ষণ প্রবীণ কর্ম্মচারীর কথা। সকলের বিশ্বাস হইল, সেনাপতি জয়সিংহ রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে তিনি কৌশলে তস্করকে বন্দী করিতে সক্ষম হইতেন। রাজা অনতিবিলম্বে সেনাপতি পরিবারের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহ কন্যা সুধালতার সহিত সেই রাজ্যের এক গভীর অরণ্যে ছদ্মবেশে চারিবৎসর কাল অতিকষ্টে যাপান করিতেছিলেন। সেনাপতির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিয়া অনুনয়-বিনয়ে তুষ্ট করিয়া তস্করকে বন্দী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি অপূর্ব্ব কৌশল জাল বিস্তার করিলেন—সে সমস্ত কথা "সমর-সঙ্গিনী" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তস্করকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন না, বরং তাহার নিকট বারম্বার লাঞ্ছিত ও হতমান হইলেন।

এই সমস্ত ঘটনার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ত্তমান গ্রন্থে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তদ্বীপরাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্ত বা তমলুক সমুদ্রকূলে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে সাগরতটে সুবিখ্যাত রাজোদ্যান। সেই রাজোদ্যানে বৃহৎ অট্টালিকায় কুমার অমরসিংহ রাজাদেশে নজরবন্দী হইয়া বাস করিতেছেন। অমরসিংহ সুন্দরপুরুষ সুপণ্ডিত ও উদার হৃদয় রাজকুমার। তাঁহার বয়ক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না।

রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে নির্ম্মল স্বাদুবারিপূর্ণ সুবিশাল দীঘিকা। সেই দীঘিকার কূলে বহুমূল্য প্রস্তর-বিনির্ম্মিত বেদীর উপর কুমার অমরসিংহ বসিয়া আছেন—তাঁহার পার্শ্বে আর একজন যুবাপুরুষ। যুবকের পোষাক-পরিচ্ছদ পশ্চিমদেশীয় হিন্দুস্থানীর মত। তিনি বিদেশী যুবক—কুমার অমরসিংহের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। পাশাপাশি বসিয়া উভয়ে নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন।

কুমার অমরসিংহ বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজ! আপনি আমার পিতৃশত্রু—দেশের শত্রু, তবুও আমার বন্ধু। কি জন্য জানেন? আমি আপনার অসাধারণ গুণের পক্ষপাতী।

বিদেশী যুবক অন্য কেহ নহেন—ছদ্মবেশী বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, যুবরাজ! আমি দেশ বিখ্যাত তস্কর—আপনার পিতৃরাজ্য লুণ্ঠনকারী। তস্করের কোন্ গুণে আপনি মুগ্ধ হলেন ?

অমরসিংহ বলিলেন, আপনার গুণের সীমা নাই। আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। একাকা নিরস্ত্র নিঃসম্বলে আপনি সপ্তদ্বীপ রাজ্যে প্রবেশ করে' সমগ্র দেশবাসীকে পদানত করতে সক্ষম হয়েছেন। সপ্তদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ সেনাপতি জয়সিংহ সম্প্রতি আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছেন, কিন্তু তিনিও বারম্বার পরাজিত হ'য়ে হতমান হয়েছেন। তাহা ভিন্ন, লোকের মুখে আমি সর্ব্বদা সব সংবাদ অবগত হই—সকলের মুখেই আপনার প্রশংসার বাণী শুনতে পাই। কি অদ্ভুত লোক আপনি! আপনি শত্রুভাবে রাজ্যে প্রবেশ করেছেন—দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করছেন, অথচ সেই দেশবাসীর মুখে আপনার প্রশংসার বাণী! আপনি কি যাদুকর ?

বিজয়সিংহ হাসিয়া বলিলেন, সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত আখ্যা আমি পেয়েছি সত্য কিন্তু যাদুবিদ্যা যে কেমন কস্মিনকালেও আমি শিক্ষালাভ করি নাই।

অমরসিংহ বলিলেন, তবে শত্রু মিত্র সবার মুখে আপনার সুখ্যাতি কেন ?

বঙ্গের যুবরাজ বলিলেন, তার একমাত্র কারণ নিঃস্বার্থ ভাবে আমার এ তস্কর বৃত্তি। সর্ব্বলোকেই অবগত আছে, ভোগ সুখের অভিলাষী হ'য়ে আমি এ রাজ্যে পদার্পণ করি নাই, মদগর্বী মহারাজ

বিক্রমসিংহের দাম্ভিকতা চূর্ণ করবার জন্যই আমার এ যুদ্ধাভিযান। আমার বিশ্বাস, মহারাজ বিক্রমসিংহের অত্যন্ত দাম্ভিকতা ও অবিচার লোকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে—সেইজন্য হৃতসর্ব্বস্ব হয়েও তারা রাজার পরাজয় ও অক্ষমতায় সন্তোষ লাভ করে।

কুমার অমরসিংহ বলিলেন, শুদ্ধ তাই নয়, লোকে জানে সাধারণ চোর-দস্যুর ন্যায় আপনার হৃদয় নীচতায় পূর্ণ নয়—অনেক সময় তারা আপনার হৃদয়ের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছে—নীচ তস্কর-বৃত্তি গ্রহণ করলেও লোকে আপনার সদ্‌গুণে সন্তুষ্ট হয়েছে, সেইজন্যইত আমি পিতৃশত্রুকে পরম মিত্রজ্ঞানে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়েছি। কুমার! আপনি আমার ভগিনীকে ভালবাসেন—শুনেছি, আমার ভগিনী স্বর্ণলতাও আপনাকে অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করে। এ ভালবাসার মিলন আমি প্রার্থনা করি।

বিজয়সিংহ বলিলেন, আমিও জানি, আপনি সেনাপতি-তনয়া সুধালতাকে ভালবাসেন—তাঁর জন্যই আপনি আজ রাজার একমাত্র পুত্র হয়েও রাজোদ্যানে নজরবন্দী। সম্ভবতঃ সেনাপতি-তনয়াও প্রতিদানে আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন।

সেনাপতি-তনয়ার নাম শ্রবণ করিয়া কুমার হর্ষভরে বলিলেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুধালতা আজ কোথায় আছে জানিনা কিন্তু আমার বিশ্বাস যেখানেই থা'ক, সে আমাকে কখনও ভুলতে পারবে না। সে আমার—নিশ্চয় আমার। বিবাহিত না হলেও জীবনে মরণে সেই আমার একমাত্র সহধর্ম্মিনী।

বিস্মিতভাবে বিজয়সিংহ বলিলেন, তার উপর আপনার এত বিশ্বাস?

কুমার বলিলেন, সে বিশ্বাস আছে বলেইত আমি এতকাল জীবন

ধারণ কর্‌তে সক্ষম হয়েছি—পিতার শত অত্যাচার অম্লানবদনে মাথায় পেতে নিয়েছি।

"এ ভালবাসার মিলন হবে না?"

"পিতা জীবিত থাক্‌তে সে আশা দুরাশা মাত্র।"

"এমন হ'তে পারে, সঙ্গোপনে আপনাদের মিলন হ'ল—আপনারা গোপনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেন?"

কুমার অমরসিংহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, একবার নয়, দুইবার চেষ্টা করেছি—দুইবারই অকৃতকার্য্য হয়েছি। ভালবাসায় আমি এত মোহান্ধ হয়েছি যে বারবার পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু বোধ হয় এ সংসারে আমাদের মিলন ভগবানের অভিপ্রেত নয়, তাই আমার বাসনা পূর্ণ হয়নি। না হ'ক, কিন্তু জন্মান্তরে যখন আমাদের মিলন হ'বে, তখন পিতার শক্তি নাই, আমাদের সে মিলনে বাধা প্রদান করেন। কুমার! আমি সেই মিলনের প্রতীক্ষায় শান্ত হ'য়ে বসে আছি। বলিতে বলিতে কুমারের দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বঙ্গের যুবরাজ নিজে প্রণয়ী—তিনি প্রণয়ীর হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন—সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল—তাঁহার চক্ষু হইতেও অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পকাল পরে কুমার বিজয়সিংহ বলিলেন, এ ভালবাসার মিলন চাই।

অমরসিংহ বলিলেন, উপায় নাই।

গম্ভীরভাবে বিজয়সিংহ বলিলেন, যদি থাকে!

অমরসিংহ যুবরাজের মুখের দিকে কেবলমাত্র বিস্মিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বিজয়সিংহ বলিলেন, কুমার! এই উদ্যান বাটীতে আজই আপনাদের শুভ বিবাহ হ'বে—অতি সঙ্গোপনে। আপনি সম্মত আছেন?

ব্যগ্রভাবে যুবরাজের হাত ধরিয়া কুমার বলিলেন, আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

যুবরাজ বলিলেন, আমি কৌশলে উদ্যানরক্ষক রামপালকে হস্তগত করেছি— শুভ বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করেছি—সুধালতাও ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত আছে।

সুধালতার নাম শ্রবণ করিয়া কুমার অমরসিংহের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল—বিষন্ন মুখমণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিল। অমনি তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, সুধালতা এইখানে উপস্থিত! কই সুধা?

অবিলম্বে যুবরাজের হিন্দুস্থানী বেশধারী বালক ভৃত্য সেইখানে আনীত হইল। বালক মস্তকের পাগড়ী অঙ্গের পোষাক উন্মোচন করিয়া আবেগভরে কুমারের দিকে অগ্রসর হইল।

কটাক্ষমধ্যে প্রণয়ীদ্বয় পরস্পরকে চিনিয়া ফেলিল। সহসা কুমার বিজয়সিংহ অদৃশ্য হইলেন—অমনি প্রণয়ীযুগল আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন—মহাহর্ষভরে কুমার সুখালতার মুখে শত চুম্বন প্রদান করিলেন।

উপযুক্ত অবসর পরিত্যাগ করা অনুচিত মনে করিয়া বঙ্গের যুবরাজ কৌশলে সেই দিবস সন্ধ্যাকালে গোধূলিলগ্নে প্রণয়ীযুগলকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। রাজা জানিলেন না—সেনাপতি জানিলেন না, রাজ্যের অন্য কেহই জানিতে পারিল না। রাজপুত্রের বিবাহ হইল কিন্তু কোন প্রকার উৎসব হইল না—বাজি পুড়িল না—বাজনা বাজিল না। নির্জনে নীরবে নিঃশব্দে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রচুর উৎকোচ প্রদানে রাজার কুল-পুরোহিত-পুত্র বশীভূত হইয়াছিলেন। সেনাপতি জয়সিংহের একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমারের পরম হিতৈষী ছিলেন—তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। স্ত্রী আচারের জন্য বঙ্গের যুবরাজ সঙ্গোপনে গিরিজায়া, কমলা ও আরও কয়েকজন বিশ্বস্ত মহিলাকে রাজোদ্যানে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শাঁক বাজিল না—উলুধ্বনি হইল না—কোন প্রকারে অতি সঙ্গোপনে বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল—অতি সাবধানে সুকৌশলে যুবরাজ বিজয়সিংহ এইভাবে মহারাজ বিক্রমসিংহের কুল-গৌরব চূর্ণ করিলেন।

নব দম্পতির নিকট বিদায় গ্রহণ কালে যুবরাজ বিজয়সিংহ বলিলেন, ভগবানের কৃপায় আপনাদের সুখের সম্মিলন সম্পন্ন হইয়া গেল, এখন আমি সানন্দে বিদায় গ্রহণ করছি। কিন্তু যুবরাজ! এইবার

সেনাপতি জয়সিংহের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হ'বে। এ যুদ্ধের পরিনাম যে কি হ'বে, ভগবানই জানেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করে' আনন্দে কালযাপন করুন। যদি আমার আশা পূর্ণ না হয়, যদি ভীষণ সংগ্রামে আমাকে প্রাণ দিতে হয়, তবুও আমার সান্ত্বনা থাকবে, প্রণয়ীযুগলকে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ করে' আমার নিজের প্রাণ বলিদান করেছি।

আবেগভরে কুমার অমরসিংহ বঙ্গের যুবরাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, বন্ধুবর! আপনি আমাদের যেভাবে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন, আমার বড় সাধ, একদিন আপনাকেও এইভাবে আমার প্রাণসমা ভগিনী সুবর্ণলতার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ দেখবো। পিতার কোপে পতিত হ'য়ে আজ আমি নিজে শক্তিশূন্য—বন্দীভাবে হীন জীবন যাপন করছি। যদি আমার বিন্দুমাত্র শক্তি থাকতো, এ কৃতজ্ঞতার ঋণ হৃষ্টমনে পরিশোধ করতাম। আপনি হতাশ হ'বেন না—ভগবান আপনার সহায় হ'বেন। আমার বিশ্বাস, শত চেষ্টা করেও মহারাজ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না।

যুবরাজ বলিলেন, সে বিশ্বাস আমারও আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাকে আর এক খেলা খেলতে হ'বে।

বিস্ময়ভরে অমরসিংহ বলিলেন, কি খেলা?

বিজয়সিংহ বলিলেন, আপনার মুখেই শুনেছি, শত্রু হ'লেও নাকি সপ্তদ্বীপবাসী আমার গুণমুগ্ধ হয়েছে—আমাকে তারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হ'বে, তাতে সমগ্র দেশবাসী আমার উপর শ্রদ্ধা হারাবে—সেনাপতি জয়সিংহ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে আমার

প্রাণ সংহারের চেষ্টা করবেন—মহারাজ বিক্রমসিংহ সিংহগর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিত করবেন।

স্তম্ভিতভাবে অমরসিংহ বলিলেন, এ খেলা উপস্থিত করবার প্রয়োজন?

বিজয়সিংহ বলিলেন, আমার নিজের শক্তি এবার নিজে পরীক্ষা করবো—সুপ্তসিংহকে লগুড়াঘাতে উত্তেজিত করে' তার সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করবো। কুমার! সত্য কথা বলছি, প্রধান সেনাপতি মশায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান আছেন সত্য কিন্তু কি জানি কেন, তাঁর বড় শিথিল ভাব লক্ষ্য করছি। এরূপযুদ্ধে বিন্দুমাত্র আমোদ নাই—তৃপ্তি নাই। আমি চাই, তাঁর যত শক্তি আছে, আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেন, আমি অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করবো।

মাথা নীচু করিয়া অমরসিংহ বলিলেন, আপনার হৃদয় অনেকটা গর্ব্বভাব-পূর্ণ দেখ্ছি।

বিজয়সিংহ বলিলেন, অস্বীকার করছিনা। কুমার! সপ্তদ্বীপবাসীর শক্তি পরীক্ষাই আমার ইচ্ছা—দেশ লুণ্ঠন আমার বাসনা নয়। শত্রুকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে' আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হই কি না, এবার আমি তাই পরীক্ষা করবো। বলিয়াই যুবরাজ রাজোদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রীভবন তাম্রলিপ্ত সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে সপ্তদ্বীপ রাজ্যের এক নিভৃত অংশে অবস্থিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন পরমসুন্দর যুবাপুরুষ অশ্বারোহনে রাজপ্রসাদতুল্য প্রকাণ্ড মন্ত্রীভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইল। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্বাররক্ষীর নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিল, সে বৃদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহের পুত্র সমরসিংহ—মন্ত্রী-জামাতা, সেনাপতি পরিবারের উপর নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া প্রথমেই শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়াছে। দ্বাররক্ষী অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত যুবককে অভ্যার্থনা করিল।

মন্ত্রীমহাশয় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না—রাজবাটীতে প্রয়োজনীয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে মন্ত্রীপত্নীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। পুরবাসী সকলে জামাতার প্রত্যাগমন-সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। বহুদিনের পর জামাতা দেশে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীভবনে সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইল। জামাতার সমাদরের জন্য বহু প্রকারের খাদ্য পানীয়, সংগ্রহের আয়োজন

হইতে লাগিল—চারিদিকে লোকজন ছুটাছুটী করিতে লাগিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে সে পল্লী-অঞ্চলে একটা হৈ চৈ ব্যাপার উপস্থিত হইল।

মন্ত্রীমহাশয় সেনাপতি জয়সিংহের পুত্র সমরসিংহের হস্তে আপনার একমাত্র সন্ততি পরমাসুন্দরী শৈলজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সমর সিংহ রূপবান সচ্চরিত্র বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন যুবক—শৈলজা বিদুষী রূপবতী গুণবতী বালিকা। উপযুক্ত সম্মিলন হইয়াছিল কিন্তু যে দিবস শৈলজার সহিত সমরসিংহের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর দিবস সেনাপতি পরিবার মহারাজের ক্রোধে পতিত হইয়া সপরিবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। মন্ত্রীমহাশয়ের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল—এত আনন্দের দিনে মন্ত্রীমহাশয়ের গৃহে শোকের ঝড় প্রবাহিত হইল।

যে সময় বিবাহ হইয়াছিল, তখন শৈলজার বয়ক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। বুদ্ধিমতী বালিকা স্বামীর এ প্রকার বিপদপাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। স্বামীর বিদায় কালে সে কাঁদিয়া আকুল হইল। সমরসিংহ নবপরিণীতা ভার্য্যাকে সোহাগে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, শৈল! দুঃখ করো না। এ সংসার মানবের পরীক্ষাক্ষেত্র। ভগবান মানুষকে মধ্যে মধ্যে বিপদ-জালে জড়ীভূত করে' তার হৃদয়ের শক্তি পরীক্ষা করেন। যে ভগবান আজ আমাদের বিপদপাতের কর্ত্তা, কল্য আবার সেই ভগবানই আমাদের বিপদ-মুক্ত করবেন। আজ আমাদের জীবনে মহাসুখের দিন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা গুরু শোকভরে পরস্পরের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করছি। আবার কবে যে আমাদের সাক্ষাৎ হ'বে, ভগবান জানেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শৈলজা বলিল, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। যখন আমাকে গ্রহণ করেছেন, তখন আমিও আপনাদের পরিবারভুক্ত

সুতরাং রাজদণ্ডে দণ্ডিত। আপনি আমাকে সঙ্গে গ্রহণ করুন। আপনার যেমন অদৃষ্ট, আমিও আপনার সঙ্গে সেই অদৃষ্ট ভোগ করবো।

সমরসিংহ রোরুদ্যমানা পত্নীকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, শৈল, বর্ত্তমানে আমাকে মহাবিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'বে। বৃদ্ধ পিতা বালিকা ভগিনী গৃহ হ'তে বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁরা কোন্ দিকে কোথায় পলায়ন করেছেন, গোপনে অনুসন্ধান করতে হ'বে। অদ্য সূর্য্যাস্তের মধ্যে সপ্তদ্বীপ রাজ্য ত্যাগ না করলে মহারাজের আদেশে আমার শিরচ্ছেদ হ'বে সুতরাং এ অবস্থায় তুমি আমার সঙ্গিনী হ'লে আমার বিপদের ভরা গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াবে।

সমরসিংহ বালিকাকে প্রবোধদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে পরস্পরের অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া সমরসিংহ বলিলেন, শৈল, এই অঙ্গুরীয় আমাদের মহাসুখের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উভয়ের নিকট বর্ত্তমান র'ল। যদি চিরদিনের মত আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে মরণ কাল পর্য্যন্ত এ স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে' রাখবো। তুমিও আমার স্মৃতি রক্ষা করো—এ জন্মে না হয় জন্মান্তরে আবার আমাদের মিলন হ'বে।

শৈলজা সতী সাধ্বী—সে পতি-বিচ্ছেদের পর মুহূর্ত্তেই বিলাস-বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া উদাসিনী সন্ন্যাসিনী সাজিল—তাহার পিতা মাতা সে দৃশ্য দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। শৈলজাকে সুখী করিবার জন্য তাঁহারা কত বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান করিলেন—কত বিলাসের দ্রব্য আনিয়া দিলেন কিন্তু শৈলজা সে সমস্ত তুচ্ছ করিয়া পতির মঙ্গল কামনায় অহর্নিশি মঙ্গলময় মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। মহারাজ বর্ত্তমানে বৃদ্ধ সেনাপতিকে সপরিবারে রাজদণ্ড হইতে মুক্তি

প্রদান করিয়াছেন। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিদেশবাসী স্বামী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, শৈলজা স্বামীর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। চারি বৎসরের পর আজ পুনরায় তাহাদের মিলন হইবে। অমনি শৈলজা পরম উল্লাসে ছুটিয়া গিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় শিবের মস্তকে গঙ্গাজল ও বিল্বদল প্রদান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রীপত্নীর আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে জামাতা পরম সমাদরে অন্তঃপুরে আনীত হইলেন। মন্ত্রীভবনস্থ যাবতীয় লোক জামাতার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইল। মন্ত্রীপত্নী পরম সুন্দর জামাতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মন্ত্রীমহাশয়ের বৃদ্ধা জননী ও ভ্রাতুষ্কন্যাগণ এবং প্রতিবেশী অনেক রমণী আসিয়া জামাতার সহিত রহস্যালাপ আরম্ভ করিল। জামাতা বিনয়-নম্র ব্যবহারে সুমিষ্ট বচনে সকলকে পরিতুষ্ট করিল।

অবিলম্বে রাজবাটীতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট জামাতার আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল। শাশুড়ী জামাতাকে বিশেষ যত্ন করিলেন। চব্য-চুষ্য লেহ্য-পেয় বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য পানীয় জামাতার জন্য থরে থরে সজ্জিত হইল। শ্যালিকাগণ অবিলম্বে জামাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া জলযোগের জন্য আহারের স্থানে লইয়া আসিল ও জামাতা আসনে উপবেশন করিতে আদিষ্ট হইল। এই সময় পৌরস্ত্রীগণ জামাতা দেখিবার জন্য চারিদিকে উঁকি দিতে আরম্ভ করিল। বিবাহের রাত্রি ভালরূপে জামাতা দেখিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে

ঘটে নাই—যাহারা দেখিয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তাহারাও প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল। অদ্য জামাতার রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইল—সকলেই এক বাক্যে জামাতার প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীপত্নীর আনন্দ-বর্দ্ধন করিল।

মন্ত্রীমহাশয়ের বৃদ্ধা জননী জামাতার পার্শ্বে বসিয়া, 'এটা খাও, ওটা খাও— না খাও ত আমার মাথা খাও।' ইত্যাদি বাক্যে জামাতাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিলেন। একজন অল্পবয়স্কা শ্যালিকা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া জামাতার কর্ণমর্দ্দন করিয়া বলিল, কেমন আছ ভাই?

জামাতা শ্যালিকার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। অমনি সেই সুন্দরী বালিকা হাস্যসহকারে বলিল, শুভ দৃষ্টি করছ নাকি? কিন্তু ভাই সে গুড়ে বালি—আমি বে-হাত হয়েছি। শ্যালিকার রহস্যালাপে সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

জামাতার জলযোগ শেষ হইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত বালিকা এই সময়ে একটী তাম্বূল লইয়া জামাতার হস্তে দিতে গেল। জামাতা হস্ত প্রসারণ করিলেন। অমনি বালিকা বলিল, ছিঃ! আমি পর পুরুষকে হাতে হাতে পান দিই না। এই বলিয়াই বালিকা স্বীয় বদন-বিবরে তাম্বূলটী নিক্ষেপ করিয়া হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করিল—জামাতা বড়ই অপদস্থ হইলেন। এই প্রকারে সেই বালিকা শ্যালিকা নানা প্রকার উপদ্রবে জামাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

নিরুপায় হইয়া জামাতা সেই শ্যালিকাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই বালিকার পার্শ্বে বসিয়া

একটী মার্জ্জার জামাতার উচ্ছিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া লেজ নাড়িতে-ছিল। জামাতা সকলের অলক্ষ্যে অতি সঙ্গোপনে শ্যালিকার অঞ্চলটী লইয়া বিড়ালের উত্থিত লাঙ্গুলাগ্রভাগে বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন—অমনি বিড়ালটী লেজ লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল—শ্যালিকাও চমকিত হইয়া অঞ্চল ধরিয়া টান দিল—বেশ একটা লাফালাফির ব্যাপার উপস্থিত হইল। তখন জামাতা সহাস্যবদনে বলিল, ঠাকুর-ঝি! সাবধান—তোমার অঞ্চলের ধন পালায় বুঝি।

অনেক টানাটানির পর অঞ্চলের ধন খুলিয়া গেল, বিড়ালটী দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। শ্যালিকার দল এমন কি বহির্ভাগে শ্বাশুড়ীরা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না—বালিকা শ্যালিকাটী তখন লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অন্য একটী শ্যালিকা বলিল, তুমি ভাই! মৃন্ময়ীকে বড় অপদস্থ করেছ—ও আর লজ্জায় এখানে আসবে না।

জামাতা বলিলেন, তা হ'লে আমরই ঠকা হ'ল দেখ্‌ছি।

শ্যালিকা বলিল, কেন?

জামাতা বলিলেন, তোমরা দলে যত বেশী থাক, আমার ততই লাভ।

অপর একজন শ্যালিকা বলিল, সে কেবল নাক মলা কাণ মলা পর্য্যন্ত।

"তাও কি কম লাভ? তোমাদের পদ্মহস্তের নাক মলা কান মলাতেও আরাম আছে।"

"বটে!" বলিয়াই চারিদিক হইতে শ্যালিকাগণ জামাতার আরাম বিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী নাতিনীদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন, ছিঃ! করিস কি তোরা? এতগুলো শালি যদি নাত্‌জামায়ের কান ধরে' টানাটানি করিস, তা হ'লে কান দুটী কি থাকবে? তা হ'বে না—আমি কিন্তু নাত্‌জামায়ের পক্ষে আছি। বলিয়াই বৃদ্ধা ঠাকুরাণী জামাতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কক্ষান্তরে গমন করিলেন। শ্যালিকাগণ যখন তাঁহাদের পশ্চাৎধাবন করিতে উদ্যত হইল, তখন বৃদ্ধা বেগতিক দেখিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। গতি রুদ্ধ হইল দেখিয়া শ্যালিকাগণের মধ্যে কেহ বলিল, ও বুড়ি! তোমার সঙ্গে জামায়ের নীকে নাকি? কেহ বলিল, আজ বুঝি তোমার সঙ্গেই ফুলশয্যা হ'বে?

বৃদ্ধা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। অগত্যা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া শ্যালিকাগণ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বামী দেশত্যাগ করিয়াছেন—শৈলজাসুন্দরী সুদীর্ঘ চারিবৎসর কাল বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, আজ তাহার সুপ্রভাত—স্বামীর সঙ্গে মিলন হইবে। এতকালের পর আজ তাহাদের শুভ-বিবাহের ফুলশয্যা।

মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া শৈলজা ধীরপদে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সামাদানে আলো জ্বলিতেছিল। শৈলজা দেখিল, রজতপালঙ্কের উপর স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন। কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া উজ্জ্বল আলোকে স্বামীর মুখখানি দেখিয়া শৈলজা চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। শৈলজা আবার একবার ভাল করিয়া মুখখানি দেখিয়া লইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এই কি তাহার হৃদয়ের সেই আরাধ্য দেবতা?

অনেক দিনের পরে দেখা হইতেছে বটে—মুখখানা তাহার স্বামীর মুখের মতই বটে কিন্তু—। শৈলজা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না—তাহার আবেগভরা হৃদয় সহসা কিজন্য যেন অবসন্ন হইল। তাহার চরণ-গতি রুদ্ধ হইল—বিরাগভরে সে দশহাত পশ্চাতে সরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শৈলজা মনে মনে ভাবিল, ভুল হইল না ত! অনেক দিনের পরে দেখা—দুঃখে কষ্টে দিন কাটিয়াছে—কাজেই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সুন্দরী ধীরপদে আবার অগ্রসর হইয়া একেবারে পালঙ্কের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। শৈলজা ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাইল—তাহার দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল—মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। শৈলজা তীক্ষ্মস্বরে বলিয়া উঠিল, কে আপনি?

সেই তীব্র কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া জামাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল—শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অবিচলিত কণ্ঠে জামাতা বলিল, আমি কে, তুমি চেন না?

শৈলজার বিরক্তিমাখা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, না।

জামাতা হাসিয়া বলিল, আশ্চর্য্য কথা! বাড়ী শুদ্ধ সকলেই আমাকে জামাতা বলে' চিনেছে—তুমি চিন্‌তে পারছ না?

শৈলজা বলিল, বিশ্ব শুদ্ধ সকলকে প্রতারণায় মুগ্ধ করতে পারলেও আমাকে পারবেন না। আমি নিশ্চয় বলছি, আপনি আমার স্বামী নন্—ছদ্মবেশী প্রতারক।

জামাতা বলিল, অবাক করলে দেখছি। এই আংটী চিন্‌তে পার কি? জামাতা কর প্রসারিত করিয়া শৈলজাকে স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত

অঙ্গুরীয় দেখাইল। শৈলজা অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া চমকিত হইল। নির্ব্বাসন-দিনে বিদায় কালে সে নিজের যে অঙ্গুরীয় তাহার স্বামীকে প্রদান করিয়াছিল, যথার্থই ত উহা সেই অঙ্গুরীয়! শৈলজা মাথা নীচু করিয়া চিন্তা করিল, যথার্থই কি এই ব্যক্তি আমার স্বামী? শৈলজার হৃদয় ফাটিয়া উত্তর বাহির হইল, না—না—না।

জামাতার মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলজা বলিল, হয়ত আপনি কোন প্রকারে আমার স্বামীর নিকট হ'তে এ অঙ্গুরীয় অপহরণ ক'রে' আমাকে প্রতারণা কর্‌ছেন। সত্য প্রকাশ করুন, আপনি কে। মনে রাখ্‌বেন, সতীর হৃদয় প্রতারিত হ'তে পারে না।

জামাতা দেখিল, বাস্তবিক তাহার সম্মুখে একখানি সুপবিত্রা দেবী প্রতিমা। সতীকে সম্ভ্রমের সহিত সম্বোধন করিয়া জামাতা বলিল, দেবি! আমি সামান্য মানব—মানব হ'য়ে দেবীকে প্রতারণা কর্‌বার শক্তি আমার নাই।

তীব্রকণ্ঠে শৈলজা বলিল, তবে এ প্রতারণা কেন?

জামাতা বলিল, ছদ্মবেশে মন্ত্রীভবনের সকল লোককেই মুগ্ধ কর্‌তে সক্ষম হয়েছি সত্য কিন্তু আপনার কাছে যে পরাজয় হ'বে তা আমি পূর্ব্বেই অবগত ছিলাম। এতক্ষণ যে আমি নিদ্রিতের ভাণ করে' পড়েছিলাম সে শুদ্ধ আপনাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য।

গম্ভীরভাবে মুখ নত করিয়া শৈলজা বলিল, আপনি যেই হন্, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। জামাতা সেজে পরের বনিতার কক্ষে প্রবেশ কর্‌বার স্পর্দ্ধা রেখেছেন, কে বলুনত আপনি?

জামাতা বলিল, অপরাধী সত্য কিন্তু এ স্পর্দ্ধা রাখ্‌বার শক্তি

বর্ত্তমানে আমার আছে—আপনার কাছে আমার বিন্দুমাত্র ছলনা নাই।

শৈলজা দেখিল, যুবকের আকৃতি যেমন সুন্দর—কথাবার্ত্তা তেমনই মধুর—মুখখানি পবিত্রতা পূর্ণ। তাহার দৃষ্টি আনত—মূর্ত্তি প্রশান্ত।

শৈলজা বিস্মিতভাবে বলিল, আপনার এ স্পর্দ্ধার হেতু?

জামাতা বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া বলিল, হেতু এই পত্রখানি। বলিয়া জামাতা শৈলজার হস্তে পত্র প্রদান করিল। শৈলজা পত্র পাঠ করিলঃ—

প্রিয়তমা শৈলজা!

এই পত্রবাহক আমার অভেদাত্মা বন্ধু—সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে বিশ্বাস করিও—ইনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। নির্জ্জনে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না—সর্ব্বপ্রকারে ইহাকে সহায়তা করিবে—ইহার মুখেই আমার কুশলবার্ত্তা প্রাপ্ত হইবে। তোমার বিশ্বাস বর্দ্ধনের জন্যই ইহার হস্তে তোমার প্রদত্ত প্রনয়-অঙ্গুরীয় অর্পণ করিলাম।

সমরসিংহ।

স্বামীর হস্তাক্ষর শৈলজার বিশেষ পরিচিত ছিল। সে বুঝিতে পারিল, সেই পত্রখানি যথার্থই তাহার স্বামী কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং সেই ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ নাই। শৈলজা বলিল, আপনি কে আত্ম-পরিচয় প্রদান করুন!

জামাতা বলিল, আমার প্রথম পরিচয় আপনি আমার সহোদরা ভগিনীতুল্য—আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে করবেন। শৈলজা

সমস্ত সঙ্কোচ, সন্দেহ ও আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া সষ্টাঙ্গে জামাতাকে প্রণাম করিল, তাহার পর পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিয়া বলিল, আপনার দ্বিতীয় পরিচয় শুন্‌তে আগ্রহ হচ্ছে।

জামাতা সহাস্যবদনে বলিল, সে পরিচয় কথঞ্চিৎ ভয়াবহ।

বিস্মিতভাবে জামাতার মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলজা বলিল, কেন?

"আমি বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ।"

ভীত ও চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শৈলজা বলিল, সেই দেশ বিখ্যাত তস্কর?

"তস্কর হ'লেও আমি আপনার ভাই সুতরাং আমাকে ভয় কর্‌বার কারণ আপনার নাই। আপনি বসুন।

শৈলজা পুনরায় আসনে বসিল—স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। শৈলজা বলিল, যুবরাজ! এত সৌন্দর্য্য এমন দেবোপম চরিত্রের ভিতরে এ হীন তস্করের প্রবৃত্তি কেন স্থান পেয়েছে? প্রকাশ করুন, কি উদ্দেশে আজ এখানে এই ছদ্মবেশে আপানার শুভাগমন হয়েছে?

যুবরাজ বলিলেন, প্রথম উদ্দেশ্য, আমি আপনার স্বামীর বার্ত্তাবহ।

শৈলজা বলিল, বার্ত্তাবহের এমন ভণ্ডামির প্রয়োজন ছিল না।

"ভণ্ডামি ব্যতীত আপনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাতের উপায় কি ছিল?"

"নির্জ্জনে সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আপনার পক্ষে মঙ্গলময় নহে।"

চমকিতভাবে যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলজা বলিল, কেন ?

"কাল প্রভাতে যখন প্রকাশ হ'বে আপনি পর পুরুষের সহিত রাত্রিবাস করেছেন, তখন—"

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে শৈলজা বলিল, তখন আমি জগতের সম্মুখে স্বামীর এই পত্রিকা খুলে দেখাবো।

যুবরাজ বলিলেন, তাতে জগত বুঝবে, আপনার স্বামী দেশের শত্রু তস্করের পৃষ্টপোষক ও সাহায্যকারী। তখন আপনার স্বামীর—শ্বশুরের, এমন কি, আপনার নিজের পর্য্যন্ত যথেষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে।

শৈলজা কোন উত্তর করিল না—হতাশভাবে যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যুবরাজ পুনরায় বলিলেন, শৈলজা! তুমি আমার ভগিনী—তোমার এমন বিহ্বলভাব দেখে যথার্থই আমার হৃদয়ে বড় ব্যথা উপস্থিত হয়েছে। তুমি কলঙ্কের ভয় করছ ?

শৈলজা বলিল, না। জগত আমার কলঙ্ক ঘোষণা করলেও আমি নিজে জানি, আমি নিষ্পাপ। তা ছাড়া, আমার আরও সান্ত্বনা আছে, আমার স্বামীর আদেশ আমি নতমস্তকে পালন করছি, তাতে তাঁর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হ'ব না। তিনি আদেশ করেছেন, সর্ব্বান্তকরণে আপনাকে সহয়তা করতে হ'বে। বলুন! আমার কি সাহায্যের প্রয়োজন ?

"যে টুকু প্রয়োজন তা সিদ্ধ হ'য়ে গেছে—এতবড় একটা অপবাদ তুমি নতমস্তকে মাথায় পেতে নিতে স্বীকৃত হয়েছ।

তুমি স্বীকৃত হয়েছ বটে কিন্তু আমার অন্তরে বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে।

"কেন ?"

"নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তোমার মত দেবীর চরিত্রে কলঙ্কের প্রলেপ দিতে হ'বে। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমার অন্তরে এ প্রবৃত্তি স্থান পেয়েছিল। আমার অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করবো।"

বিস্ময়ভরে যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলজা বলিল, কি বল্‌ছেন আপনি! আপনার উদ্দেশ্য কি—কেনই বা আপনার এ আত্মগ্লানি ?

যুবরাজ বলিলেন, অসাধ্য সাধনে ব্রতী হ'য়ে আমি সপ্তদ্বীপ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি—অত্যাচারে এত বড় রাজ্য ধ্বংস প্রায় করে' তুলেছি, সম্ভবতঃ এ সংবাদ তুমি পূর্ব্বেই অবগত আছ। বর্ত্তমানে তোমার শ্বশুর বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে' কিন্তু কি জন্য জানিনা, সেনাপতি মশায় যুদ্ধ ব্যাপারে কতকটা শৈথিল্যভাব প্রকাশ করছেন—সেজন্য তিনি যুদ্ধে বারম্বার পরাজিতও হয়েছেন। আমার ইচ্ছা, লগুড়াঘাতে ভীষণ শার্দ্দূলকে উত্তেজিত করে' তার সঙ্গে ক্রীড়া করা।

শৈলজা বলিল, বুঝেছি আপনার উদ্দেশ্য। আমার অপমানের কথা শ্রবণ করলে বৃদ্ধ সেনাপতি মশায় উত্তেজিত হ'বেন—মায়া তা বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন। বেশত—আপনি মহাবীর—পরাক্রমে তাকে পরাজয় করতে সক্ষম হ'বেন। তাতে আপনার আত্মগ্লানির কারণ কি আছে ?

যথেষ্ট কারণ আছে। খেয়ালের বশে কালসর্পকে উত্তেজিত কর্‌তে গিয়ে তোমার মত দেবীর চরিত্র কলঙ্কের বিষে জর্জ্জরিত হ'বে, এমন হীনতা আমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। আমাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্‌তে হ'বে।

ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীভবনে আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। দাস দাসী পৌরজনবর্গ চারিদিকে ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মন্ত্রীকন্যা শৈলজা কক্ষত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অল্পকাল পরে শৈলজা দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভীতভাবে বলিল, কুমার! শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন।

বিস্মিতভাবে শৈলজার মুখের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ বলিলেন, কেন?

শৈলজা বলিল, জামাতার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে আমার পিতা এই মধ্যরাত্রিতে রাজবাটী হ'তে চলে এসেছেন। পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ মানসে বৃদ্ধ সেনাপতি মশায়ও সঙ্গে এসেছেন। বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় রাজ-কার্য্যের জন্য তাঁরা অবিলম্বে আবার রাজবাটীতে চলে' যাবেন।

"ভালই ত!"

"ভাল নয় কুমার! আনন্দের সংবাদে উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁরা এসেছেন। এখনই তাঁরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা র্‌বেন।"

কুমার অবিচলিত ভাবে বলিলেন, সাক্ষাৎ কর্‌বো।

বিস্ময়ভরে শৈলজা বলিল, বলেন কি! আপনি আমার স্বামীর ছদ্মবেশ ধারণ করে' এসে মন্ত্রীভবনের সকলকেই প্রতারিত কর্‌তে ক্ষম হলেও আমাকে প্রতারিত কর্‌তে পারেন নাই।

যুবরাজ বলিলেন, তার কারণ, তুমি সতী শিরোমণি। ছদ্মবেশ ধারণে আমার যতই পটুতা থাকুক না কেন, সতীকে প্রতারিত কর্‌বার শক্তি আমার নাই।

শৈলজা বলিল, তা যদি না থাকে, পুত্র বৎসল পিতাকে আপনি ছদ্মবেশে পরাজিত কর্‌বেন, কোন্ শক্তি বলে?

যুবরাজ বলিলেন, না, সে শক্তি আমার নাই শৈলজা! আমি বিশেষরূপ অবগত ছিলাম, কোন গুরুতর রাজ-কার্য্য বশতঃ আজ রাত্রিতে প্রধান মন্ত্রীমশায় রাজবাটী ত্যাগ ক'রে' স্বীয় আবাসে আস্‌তে পার্‌বেন না। সেই জন্য আমি মন্ত্রী জামাতা সেজে অন্য মন্ত্রীভবনে উপস্থিত হ'তে সাহসী হয়েছিলাম। কিন্তু জামাতার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে মন্ত্রীমহাশয় এত আহ্লাদিত হয়েছেন যে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা কর্‌তে পারেন নি—বৃদ্ধ সেনাপতিকে সঙ্গে করে' এই রাত্রিকালেই উপস্থিত হয়েছেন। ভালই হয়েছে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্‌বো। এখনই মন্ত্রী-সমক্ষে উপস্থিত হ'য়ে ধরা দিব। বলিয়াই যুবরাজ শয্যাত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

ভীতভাবে কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া বাধা প্রদান পূর্ব্বক শৈলজা বলিল, করেন কি যুবরাজ! বৃদ্ধ সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হলেই আপনার প্রতারণা ধরা পড়বে—সর্ব্বনাশ হ'বে—ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি আপনার প্রাণ বিনাশ কর্‌বেন।

যুবরাজ বলিলেন, হাত ছাড় শৈলজা! প্রাণ বিনাশই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

স্বরে শৈলজা বলিল, কিসের পাপ আপনার? যদি

ভ্রাতার সহিত ভগিনী কোন কারণে ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জনে একত্র বাস করে' তাতে কি তাদের পাপ হয় ?

"হয় না বটে কিন্তু সমাজে তোমার কলঙ্ক হ'বে।"

"লোকাপবাদের ভয় কি যুবরাজ ?"

"ভয় আছে বই কি ! লোকাপবাদের ভয়েই রামচন্দ্র নিরপরাধ জেনেও সীতাদেবীকে ত্যাগ করেছিলেন।"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার রামচন্দ্র তেমন পাগলামি করবেন বলে বিশ্বাস নাই। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।

শৈলজার মুখের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ বলিলেন, তা হ'লে তুমি লোকাপবাদের ভয় কর না ?

দৃঢ়স্বরে শৈলজা বলিল, না। আমি নিজে জানি, আমি নিষ্পাপ—আমার স্বামীও জানবেন, আমি নিষ্পাপ। সংসারে আর কাকে আমার ভয় ?

"তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'লাম।" বলিয়াই যুবরাজ শয্যায় শয়ন করিলেন। অমনি শৈলজা ব্যগ্রভাবে বলিল, করেন কি ! আবার শয্যায় শয়ন করছেন যে ?"

ধীরভাবে যুবরাজ বলিলেন, বড় নিদ্রা আসছে।

শৈলজা বলিল, কি আশ্চর্য্য ! এই কি আপনার নিদ্রার সময় ? এখনই আপনার ডাক পড়বে—মন্ত্রী ও সেনাপতি মশায় এই রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করে' চলে যাবেন। তার আগে, আপনি অন্তঃপুরের পথে পলায়ন করুন—আমি গোপনে আপনাকে পথ দেখায়ে দেব।

যুবরাজ বলিলেন, ব্যস্ত হচ্ছ কেন শৈলজা ! তোমার স্বামী সম্বন্ধে তোমার কাছে অনেক কথা আছে।

নেপথ্যে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া শৈলজা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল, আমার স্বামী জীবিত আছেন—কুশলে আছেন, এই সংবাদই যথেষ্ট। এখন আমি আর কোন কথা শুন্‌তে চাইনা। কুমার! শীঘ্র উঠুন। অই বুঝি পিতা ও শ্বশুর মশায় আমাদের কক্ষের দিকেই আস্‌ছেন। বলিয়াই শৈলজা কুমারের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বিরক্তভাবে যুবরাজ বলিলেন, শৈলজা! তুমি এত ভীতা?

শৈলজা বলিল, আপনার সাহস যে দেখ্‌ছি, অপরিসীম। এখনই সেনাপতি মশায় কক্ষদ্বারে উপস্থিত হ'বেন—ধৃত হ'লে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। অথচ আপনি অবিচলিতভাবে শয্যার উপর শয়ন করে' আছেন? অই শুনুন—অই শুনুন সন্নিকটে পদশব্দ হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! আপনি এখনও স্থির আছেন—হাস্‌ছেন? কুমার! এত বুকের বল আপনার?

হাসিমুখে শয্যাত্যগ করিয়া উঠিয়া যুবরাজ বলিলেন, শৈলজা! এতটা বুকের বল আছে বলেই একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বলে সপ্তদ্বীপ রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে এত বড় রাজ্যটাকে ধ্বংস কর্‌তে সক্ষম হয়েছি। বৃদ্ধ সেনাপতি মশায় বর্ত্তমানে আমার বিপক্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দণ্ডায়মান হয়েছেন। ইচ্ছা ছিল, এইখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো—আমার স্বরূপ প্রকাশ হ'লে আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করে' উঠে যখন তিনি আমাকে আক্রমণ কর্‌বেন, তখন বীরের ন্যায় তাঁর সে আক্রমণ ব্যর্থ করে' কি প্রকারে আত্মরক্ষা কর্‌তে হয়; তোমাকে চোখের উপর দেখায়ে যাব। কিন্তু সেটা তুমি হ'তে দিলে না।

শৈলজা ব্যগ্রভাবে বলিল, না—আমার চোখের উপর সে দৃশ্য ঘটতে দিব না। কুমার! আমার স্বামী আমাকে পত্র দ্বারা জানায়েছেন, আপনি তাঁর অভেদাত্মা বন্ধু—সর্ব্বকার্য্যে আপনাকে সহায়তা কর্‌তে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ নতমস্তকে পালন কর্‌বো। বর্ত্তমানে আপনি আমার কক্ষে অতিথি। অতিথির জীবন সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব অবস্থায় রক্ষণীয়। আপনি এখনই প্রস্থান করুন। আমি অন্তঃপুরের দ্বার খুলে রেখে এসেছি—সেই পথে প্রস্থান করুন, কোন বিঘ্ন উপস্থিত হ'বে না।

যুবরাজ বলিলেন, বেশ! তোমার অনুরোধই রক্ষা কর্‌বো। কিন্তু তুমিও আমার আর একটী অনুরোধ রক্ষা করো। আমি যে সমরসিংহের পরিচিত বন্ধু—বন্ধুর অনুরোধেই যে গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' গেলাম, একথা কারো কাছে প্রকাশ করোনা—প্রতারককে প্রতারক বলেই জগতের কাছে পরিচয় দিয়ো। এখন তবে আসি।

শৈলজা ভূতলে মস্তক রক্ষা করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিল—কুমার শৈলজার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুমার প্রস্থান করিলে শৈলজা শয্যার উপর উঠিয়া শয়ন করিয়া কপট নিদ্রার ভাণ করিল। ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীমহাশয়ের বৃদ্ধা জননী ও শৈলজার ভগিনীগণ সেই কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধা প্রথমে নাত্‌জামায়ের নাম ধরিয়া ডাকিলেন কিন্তু সাড়া পাইলেন না। ভগিনীরা শৈলজাকে ডাকিল—উত্তর পাইল না। রুদ্ধদ্বার মনে করিয়া যেই তাহারা দ্বারে আঘাত করিল, অমনি দ্বার খুলিয়া গেল। কুমারের পলায়নের পরে বুদ্ধিমতী শৈলজা দ্বাররুদ্ধ করে নাই।

এভাবে দ্বার খুলিয়া গেল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। প্রথমে সকলে কক্ষে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিল। আবার তাহারা শৈলজার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল কিন্তু শৈলজা যেন গভীর নিদ্রায় অচেতন। কক্ষে সামাদানে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। যখন জামাতা বা শৈলজার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন বৃদ্ধা মন্ত্রী-জননী লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীগণও প্রবেশ করিল। সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল, শৈলজা একাকী শয্যার উপর নিদ্রিত রহিয়াছে।

মন্ত্রী-জননী তখন শৈলজার সন্নিকটে গিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নাড়া দিলেন। ঘুমভঙ্গের ভাণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া শৈলজা বিরক্তভাবে বলিল, কি জ্বালাতন! তোমরা এখানে কেন?

বৃদ্ধা বলিলেন, বাবা এসেছেন—তোর শ্বশুর মশায় এসেছেন। জামাতার সঙ্গে এখনই সাক্ষাৎ কর্‌বেন। জামাতা কোথায়?

রুষ্টভাবে শৈলজা বলিল, কোথায় তা কে জানে?

সকলেই চমকিত হইল। এই দ্বিপ্রহর রাত্রিতে কক্ষত্যাগ করিয়া জামাতা কোথায় প্রস্থান করিলেন? সকলে অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইল। ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীমহাশয় বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে জননীকে দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন, মা! জামাতা কোথায়? এখনই আমাদের রাজবাটীতে ফিরে যেতে হ'বে—প্রয়োজন গুরুতর।

মন্ত্রী-জননী কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিস্ময়ভরে মন্ত্রী বলিলেন, চুপ করে' আছ কেন মা?

ক্ষীণকণ্ঠে জননী বলিলেন, জামাতা ঘরে নাই।

"বল কি! কোথায় গেলেন?"

কেহই সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। অনতিবিলম্বে চারিদিকে জামাতার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে দ্বাররক্ষী আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল, কে এক ব্যক্তি অশ্বশালা হইতে অশ্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। অশ্বরক্ষকেরা তাহাকে ধৃত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছে। পলাতক নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, সে বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ। সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও সেনাপতির মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—মন্ত্রীপত্নী লজ্জায় ক্রোধে ক্ষোভে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া মন্ত্রীমহাশয়ের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল—আমাদের মান গেল—ধর্ম্ম গেল—উন্নত মস্তক অবনত হ'ল।

বৃদ্ধ সেনাপতি মহাশয় এতক্ষণ নতমস্তকে চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন, এটা বঙ্গের যুবরাজের কাজ?

অধীরভাবে মন্ত্রী বলিলেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়। সেই সয়তানের কাজ।

সেনাপতি বলিলেন, বঙ্গের রাজকুমার রাজ্যধ্বংসকারী তস্কর হ'লেও তার চরিত্র এত নীচ—এত ঘৃণিত, বিশ্বাস হয় না।

মন্ত্রী বলিলেন, নতুবা অপর কার সাধ্য হ'বে, আমার বাটীতে জামাতা সেজে উপস্থিত হ'য়ে আমার মানসম্ভ্রমের মস্তকে পদাঘাত করে' চলে যাবে? সে সুন্দর যুবাপুরুষ। যেমন পরিচয় পেলাম, তার সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে বঙ্গের যুবরাজের মিল হচ্ছে। তা ছাড়া, তারা নিজের কানেই শুনেছে, হতভাগা তস্কর নিজের পরিচয় দিয়েছে, সে বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ।

আহত কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, যদি তাই সত্য হয়, যদি সেই দুরাত্মাই আমাদের এ সর্ব্বনাশের মূল হয়, তবে আমি ঈশ্বরকে শপথ করে' প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে আমার কুললক্ষ্মীকে এ প্রকারে অপমান করেছে, তার রক্ত দর্শন করে' হৃদয়ের জ্বালা

নির্ব্বাপিত কর্‌বো। যদি সতীর এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌তে না পারি, তা হ'লে যেন অনন্তকাল আমাকে নরকে বাস কর্‌তে হয়।

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাক্যে সেনাপতির সেই গম্ভীর সুন্দর পবিত্র মুখখানি অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল—যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রজ্জলিত ভীষণ অনল-রাশি দুই চক্ষু হইতে উষ্ণপ্রস্রবনের ন্যায় তীব্রবেগে নির্গত হইতে লাগিল। তখন মন্ত্রীমহাশয় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গৃহিনি! ক্রন্দন করো না। আমরা এখনই রাজবাটীতে প্রস্থান কর্‌বো। যতদিন আমাদের হৃদয়ের এ প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত না হ'বে, ততদিন আমরা এ অন্তঃপুরে আর প্রবেশ কর্‌বো না—শৈলজার বিষন্ন মুখখানিও আর চোখে দেখ্‌বো না।

এই বলিয়া মন্ত্রী ও সেনাপতি ত্বরিতপদে গৃহত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অবিলম্বে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল—রাজা চমকিত হইলেন। তিনি স্তম্ভিতভাবে বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! বঙ্গের রাজপুত্র এত নীচ—এমন কাপুরুষ!

প্রজ্জলিত হুতাশনের ন্যায় সেনাপতি মহাশয় ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, সে নরাধম আমার কুললক্ষ্মীকে অপমান করেছে—তার প্রতিশোধ চাই—তার রক্ত-দর্শন চাই।

রাজা বিক্রমসিংহ বৃদ্ধ সেনাপতিকে পূর্ব্বে কখনও কোন কারণে এত উত্তেজিত দর্শন করেন নাই। রাজা বলিলেন, সেনাপতি মশায়! এত অধীর হবেন না। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, বঙ্গের যুবরাজ এমন ঘৃণিত জঘন্য কাজ করেছে।

সেনাপতি বলিলেন, কেন?

রাজা বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজের তস্কর-বৃত্তি ভয়াবহ হ'লেও তার প্রকৃতি কখনও কঠোর নয়। আমি স্বচক্ষে সে সুন্দর যুবককে দর্শন করেছি—এ যাবৎ তার কীর্ত্তিকলাপ চোখে দেখে আসছি। কিন্তু কখনও কি কেহ তার চরিত্রে অপবিত্রতার ছায়াপাত দেখ্‌তে পেয়েছে?

মন্ত্রী বলিলেন, বারম্বার জয়লাভ করে' সে নরাধমের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়েছে—মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাই সে এমন ঘৃণিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছে।

রাজা বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজ যে এমন কার্য্য করেছে, আপানারা কি তার প্রমাণ পেয়েছেন?

মন্ত্রী বলিলেন, নতুবা অন্য কার বুকে এত সাহস আছে যে আমার সুরক্ষিত প্রাসাদে জামাতা সেজে প্রবেশ করবে?

রাজা বলিলেন, জগতে আরও অনেক তস্কর আছে—হীন-চরিত্র লোকের অভাব নাই। সুযোগ পেয়ে হয়ত অপর কেহ এ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হয়েছিল?

মন্ত্রী বলিলেন, অশ্বরক্ষকেরা যখন তাকে অনুসরণ করেছিল, তখন সে নিজের মুখেই প্রকাশ করেছে, সে বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ।

রাজা বলিলেন, অইখানেই ত সন্দেহটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তস্করের কি এত প্রয়োজন হয়েছিল যে অনুসরণকারী অশ্বরক্ষকদের কাছে আত্মপরিচয় প্রদান করে' পলায়ন করবে?

সেনাপতি ক্রোধভরে বলিলেন, দুরাত্মার অহঙ্কার বেড়ে গেছে—উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাই স্পর্দ্ধাভরে আত্মপরিচয় প্রদান করে' আমাদের উপহাস করে' চ'লে গেছে। মহারাজ আর আমি যুক্তি-তর্ক শুনতে চাই না—চাই, সে নরাধমের বুকের রক্ত।

রাজা বলিলেন, সেনাপতি! আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান। যদি বঙ্গের যুবরাজকেই আপনারা সন্দেহ করে' থাকেন, যে কোন প্রকারে তাকে শাস্তি প্রদান করুন। আমি কোন অপত্তি করবো না।

সেনাপতি বলিলেন, তাই করবো—এবার মায়া মামতা পরিশূন্য

হ'য়ে সে নরাধমের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হ'ব। এবার যদি সে আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, বিচার বিবেচনা পরিত্যাগ করে' তার প্রাণ বিনাশ করবো। যদি তাকে খুঁজে না পাই, সপ্তদ্বীপের প্রবল সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করে' অবিলম্বে বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হ'ব—দারুণ প্রতিহিংসার আগুনে বঙ্গরাজ্য ধ্বংস করে ফেলবো। মহারাজ! আমার কুললক্ষ্মীর অপমানে আজ আমি আত্মহারা।

এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধ সেনাপতি উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। অচিরে সপ্তদ্বীপ রাজ্যে হাহাকারের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সেনাপতি আদেশ প্রচার করিলেন, যেখানে যত সন্ন্যাসী আছে, বিদেশী আছে, ছদ্মবেশী আছে, অবিলম্বে বন্দী করে' কারাগারে প্রেরণ কর।

সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত সহর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। কত বিদেশী বণিক, কত প্রবাসী, কত সন্ন্যাসী নগরের নানাস্থানে বাস করে। সেনাপতির আদেশে প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি বন্দী হইতে লাগিল—বিশাল কারাগার সকল ভরিয়া গেল—ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইল—সহর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

বন্দীগণ অত্যাচার-পীড়িত হইতে লাগিল। একে একে তাহাদের সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সেনাপতি উত্তমরূপে তাহাদের পরীক্ষা করিয়া নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এভাবে অবিরত উৎপীড়িত হইয়া বিদেশী বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া নিজের দেশে পলায়ন করিতে লাগিল।

কত সাধু সন্ন্যাসী কারারুদ্ধ হইল—কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অবিরত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিল—হাহাকারে সংসার ভরিয়া গেল। কিন্তু তবুও অত্যাচারের বিরাম নাই। সেনাপতির বুকে প্রবল প্রতিহিংসা—বঙ্গের যুবরাজের রক্ত-দর্শন চাই।

সেনাপতি আত্মাহারা হইলেন। বঙ্গের যুবরাজের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। কুমার অদূরে অলক্ষিতে থাকিয়া বৃদ্ধ সেনাপতির কার্য্য দর্শন করিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আর কেন—যথেষ্ট হইয়াছে—বিশাল সপ্তদ্বীপ রাজ্য ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছে। এইবার প্রতিজ্ঞা পালন পূর্ব্বক দেশে প্রস্থান করিব। বৎসর পূর্ণ হইবার অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

তমলুক সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটী দ্বিতল অট্টালিকায় সেনাপতি জয়সিংহ সপরিবারে বাস করেন। সেনাপতি মহাশয় বহুদিন হইতে বিপত্নীক। একমাত্র কন্যা সুধালতা ভিন্ন সে বাটীতে তাঁহার অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নাই। সেনাপতি রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই রাজবাটীতে কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ কখন বাটীতে পদার্পণ করেন, তাহাও অল্প সময়ের নিমিত্ত। সুতরাং কন্যা সুধালতাই সেই বৃহৎ অট্টালিকায় একমাত্র কর্ত্রী। কতিপয় বিশ্বস্ত দাস দাসী দ্বারবান কর্ম্মচারী লইয়া সুধালতা সে অট্টালিকায় বাস করে।

এক দিবস অপরাহ্ণে সেনাপতি মহাশয় সহকারী সেনাপতি সূর্য্য সিংহের সহিত আপন আবাসে বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একজন জটাজুটধারী কমণ্ডলুপানি সন্ন্যাসী সেইখানে উপস্থিত হইয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, জয় হ'ক সেনাপতি মশায়!

চমকিত হইয়া উভয়েই সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিস্ময়ভরে. সূর্য্যসিংহ বলিলেন, কে তুমি সন্ন্যাসী!

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী—এই আমার পরিচয়। সন্ন্যাসী লোকের অন্য কি পরিচয় আছে?

সূর্য্যসিংহ বলিলেন, সেনাপতি মশায় আদেশে সপ্তদ্বীপের সমস্ত সন্ন্যাসী আজ কারাবাসী। তুমি কি অদ্ভুত সন্ন্যাসী! স্বেচ্ছায় সিংহের গহ্বরে ঢুকে বসেছ?

"সব সন্ন্যাসী যদি বন্দী হ'য়ে থাকে, আমি কেন বাঁকি থাকি। সেইজন্যই ত ধরা দিতে এসেছি।"

"তোমার বুকের পাটা ত কম নয়?"

"যে উদাসীন সন্ন্যাসী, তার আবার কাকে ভয়? ইচ্ছা হয়, বন্দী কর্‌তে পারেন।"

সেনাপতি জয়সিংহ এতক্ষণ কোন কথাই বলিতেছিলেন না—তিনি তীব্র দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে বলিলেন, সেনাপতি মশায়! এত অল্পকালের মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলেন—চিন্‌তে পার্‌ছেন না?

সেনাপতি সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, আপনি এখানে? আসুন—আসুন। আমার পরম সৌভাগ্য, আবার আপনার সাক্ষাৎলাভ হ'ল।

"সেনাপতি মশায়! লোকমুখে অবগত হ'লাম আপনি সপরিবারে রাজদণ্ড হ'তে মুক্তিলাভ করে পুনরায় রাজধানীতে আগমন করেছেন। তাই একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি। কিন্তু রাজধানীতে এসেই শুন্‌লাম বড় বিপদের কথা। আপনি নাকি মনস্থ করেছেন, ধরার বুক থেকে সন্ন্যাসীর বংশ একেবারে নির্ম্মূল করে' ফেল্‌বেন?"

নতমস্তকে সেনাপতি বলিলেন, না—না—আপনার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসীর কোন ভয় নাই। আমার পরম সৌভাগ্য আবার আপনার দর্শন পেলাম। গভীর অরণ্য মধ্যে একদিন আপনি অনাহারে মৃতপ্রায় রোগ-শয্যায় শায়িত এ বৃদ্ধ সেনাপতিকে খাদ্য পাণীয় ও ঔষধ প্রদানে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করেছেন—আপনার ঋণ জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারবো না। আসুন, আজ আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

এই বলিয়া সেনাপতি পরম সমাদরে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর, সূর্য্যসিংহকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন, সূর্য্যসিংহ! কিছুক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাব। সেখানে সুধালতার হস্তে সাধুপুরুষের সেবার ভার অর্পণ করে' আমি এখনই ফিরে আসছি। অনেক দিনের পরে আজ সাধুকে দর্শন করে' সুধা বড় আনন্দ লাভ করবে।

সেনাপতি মহাশয় সাধুকে অবিলম্বে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সুধা সন্ন্যাসীকে পিতার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্তরে চমকিত হইলেও মুখে যথেষ্ট হর্ষভাব প্রকাশ করিল। একটী দিব্য সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সন্ন্যাসীকে আশ্রয় প্রদান করা হইল। সাধু ভূতলে বাঘছাল বিস্তারিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সুধা তাঁহাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সাধু তাহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেনাপতি মহাশয় সুধাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, সুধা! এই মহাপুরুষের ঋণ আমরা কোন কালেই পরিশোধ করতে পারবো না। তুমি যত্ন সহকারে ঠাকুরের পরিচর্য্যা কর। বিশেষ রাজকার্য্য বশতঃ

আমাকে এখনই রাজবাটীতে যেতে হ'বে। অল্পকাল পরেই আমি ফিরে আস্‌ছি। বহুদিনের পর আজ আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করে' পরিতৃপ্ত হ'ব।

এই বলিয়া সেনাপতি মহাশয় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। তিনি সূর্য্যসিংহের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সহসা সেনাপতির দুইচক্ষু হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সূর্য্যসিংহ স্তম্ভিতভাবে সেনাপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অমনি বৃদ্ধ সেনাপতির মুখে পৈশাচিক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, সূর্য্যসিংহ! স্ব-ইচ্ছায় দুর্দ্দান্ত শার্দ্দুল পিঞ্জর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে— এইবার তস্করকে বন্দী কর্‌বো—এইবার নরাধম বঙ্গের রাজপুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌বো।

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে সূর্য্যসিংহ বলিল, কোথায় সে অদ্ভুত তস্কর?

উত্তেজিত কণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, এইখানে—আমার গৃহে—ভণ্ড সন্ন্যাসীর বেশে।

"এই সাধু পুরুষটী কি সেই তস্কর?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়! আমি বহুদিন হ'তে অনুমান করেছি, সেই অরণ্যবাসী সাধুটীই দুরন্ত তস্কর। সূর্য্যসিংহ! তুমি এখন এইখানে অপেক্ষা কর—সতর্কভাবে তস্করকে পাহারা দাও—সাবধান্, সেই সুচতুর সাধুপুরুষটী কোন প্রকারে সন্দিগ্ধ হ'য়ে তোমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে' যেন পলায়ন না করে। আমি এখনই রাজবাটীতে গমন কর্‌বো—সেখান হইতে বহু সৈন্য আনায়ন পূর্ব্বক দুরাত্মাকে এমনভাবে বেড়াজালে ঘিরে ফেল্‌বো, যেন কোন দিকে পলায়নের

পথ না থাকে। তস্করের সঙ্গে এই আমার শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যদি জয়ী হ'তে না পারি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, চিরদিনের মত অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে' তার পদতলে মাথা নীচু করবো। আর যদি আমি জয়ী হ'তে পারি, তার বক্ষের উষ্ণ শোণিত পান করে' আমার কুললক্ষ্মীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

সূর্য্যসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বলিল, সেনাপতি মশায়! পরম শত্রু হলেও সন্ন্যাসী আপনার আশ্রিত। আশ্রিতের প্রাণ বিনাশ করলে অধর্ম্ম হ'বে—আপনার কলঙ্কে দেশ ভরে' যাবে।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সেনাপতি বলিলেন, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছি—বুকে বিন্দুমাত্র মায়া মমতা নাই—কলঙ্কের ভয় রাখিনা। সূর্য্যসিংহ! আমার আদেশ পালন কর—সাবধানে থেকো।

উন্মাদের ন্যায় বৃদ্ধ সেনাপতি অশ্বারোহণে রাজবাটী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেনাপতি মহাশয় অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলে সুধালতা সহাস্যবদনে বলিল, কুমার! এ আবার কি খেলা আরম্ভ করেছেন—এ বেশে এখানে কেন এসেছেন?

সন্ন্যাসী বেশী কুমার বিজয়সিংহ বলিলেন, সুধা! তোমার পিতা আমাকে বন্দী কর্‌বার জন্য উন্মাদ হয়েছেন—তিনি নিতান্ত ধৈর্য্যহীন হয়েছেন।

"তা হ'লে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রীভবনে জামাতা সেজে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে।"

"কিন্তু সেনাপতি মশায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে' বসেছেন,—'যে আমার কুললক্ষ্মীকে অপমান করেছে, যদি তার রক্তদর্শন না করি, অনন্ত নরকে আমার স্থান হ'বে।' পিতৃস্থানীয় সেনাপতি মশায়কে নরক হ'তে রক্ষা কর্‌তে হ'বে।"

চমকিতভাবে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া সুধা বলিল, কি করে'?

"আমি রাজদ্বারে আত্ম-সমর্পণ কর্‌বো।"

"বলেন কি রাজকুমার? আপনাকে বন্দী করতে পারলে সেই নিষ্ঠুর সপ্তদ্বীপাধিপতি নৃশংসভাবে হত্যা করবে। তা কিছুতেই হ'বে না।"

"তা হ'লে সেনাপতি মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় কি?"

"আপনি প্রতারণায় তাঁকে মুগ্ধ করেছেন মাত্র। শৈলজাসুন্দরীর মান-ধর্ম্ম আপনি নষ্ট করেন নাই, সুতরাং পিতার প্রতিজ্ঞা বৃথা।"

"তুমি আমি এ কথা বিশ্বাস করবো সত্য কিন্তু জগত বিশ্বাস করবে না।"

"জগতের মনস্তুষ্টির জন্য আপনি অকারণে এ অমূল্য জীবন দান করবেন? জগতের কথায় একজনের ধর্ম্ম নষ্ট হ'তে পারে না। জগত মানুষের ধর্ম্মের কর্ত্তা নয়—ধর্ম্মের কর্ত্তা পরমেশ্বর।"

যুবরাজ বলিলেন, সমস্তই সত্য বটে কিন্তু রাজকুমারী সুবর্ণলতা আমাকে ঘৃণা করবেন।

সুধা বলিল, সে ভার আমার উপরে। আমি গোপনে তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলবো—আবশ্যক হ'লে স্বয়ং শৈলজাসুন্দরীকেও সাক্ষী মানবো।

যুবরাজ দুঃখভরে বলিলেন, কিন্তু সুধা! বড় দুঃখের বিষয় শৈলজার পবিত্র চরিত্রে চিরকাল একটা কলঙ্ক থাকবে। হায়! হায়! না বুঝে সামান্য স্বার্থ সাধনের জন্য আমি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কাজ করেছি—আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

সুধা বলিল, কুমার! কেন আপনি এত ধৈর্য্যহীন হচ্ছেন? যে দিন সত্য কথা প্রকাশ হ'বে—আপনার উদ্দেশ্য লোকে বুঝতে পারবে, সে দিন কেউ অবিশ্বাস করবে না। আপনি অধীর হ'বেন না।

শৈলজা সতী-শিরোমণি—পতির সন্তোষ সাধনের জন্য সেই-অসামান্য বুদ্ধিমতী সতী স্ব-ইচ্ছায় এ কলঙ্কের ভরা মাথায় পেতে নিয়েছেন। তবে কি জন্য আপনার এ আত্মগ্লানি?

যুবরাজ আবেগভরে বলিলেন, সত্য—সত্য সুধা! শৈলজা মানবী নহেন—দেবী। স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্য—আমার অভীষ্টপুরণে সহায়তা কর্‌বার জন্য সেই মহিমাময়ী দেবী লোকাপবাদ তুচ্ছ করে' কলঙ্কের ভরা মস্তকে ধারণ করে' জগতে সতীত্বের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন, স্বর্গে সুরকন্যারাও তা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছেন। সুধা! এতদিনের পর আমার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়েছে। এককালে আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা কর্‌তাম—বিলাসের দাসী, স্বার্থপর এবং সকল সুখের অন্তরায় মনে কর্‌তাম। কিন্তু সপ্তদ্বীপে আগমন করে' যখন তোমাকে দেখেছি, শৈলজাকে দেখেছি, আরও অনেক সাধ্বী রমণীর সংস্পর্শে এসেছি, তখন আমার সে ভ্রম দূর হয়েছে। এখন বোধ হচ্ছে, স্ত্রীজাতি সংসার-সুখের একমাত্র কেন্দ্র—পবিত্রতার আশ্রয়—শান্তির অমিয়ধারা। পুরুষের সৌভাগ্যাকাশ যতই পরিষ্কার হ'ক না কেন, তাতে রমণীর মুখচন্দ্রের পবিত্র হাস্য-জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত না হ'লে কোন শোভাই ধারণ করে না। রমণীর পবিত্রতা, কমনীয়তা, প্রীতি, প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা ত্রিদিব-দুর্লভ পদার্থ। সুধা! এ দুঃখ-জ্বালাময়—ঈর্ষা হিংসাময়—নরকের অন্ধকার পূর্ণ সংসারে বাস্তবিকই তোমরা পবিত্র স্বর্গীয় আলোক—পুরুষের সকল সুখের কেন্দ্র।

সুধা বলিল, কুমার! পুরুষ দেবতা—বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান মান ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি। সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দেবতার চরণ-রেণু

মস্তকে ধারণ করে' রমণী জগতে পবিত্রতা লাভ করে—তাই রমণী পুরুষের নির্ম্মল ভাগ্যগগনে চাঁদের আলো ঢেলে দিতে সক্ষম হয়—তাই রমণী পুরুষের চরণ সেবা করে' কৃতার্থ হয়। কুমার! এখন আপনি অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় করুন, সর্ব্বগুণ সম্পন্না রাজকুমারী স্বর্ণলতা যাতে আপনার পরিণীতা ভার্য্যা হ'ন, তার চেষ্টা করুন।

সন্ন্যাসী আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, যদি তাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে এখন আমি আসি।

সুধা বিস্ময়ভরে বলিল, সে কি! আপনি অতিথি। পিতা আমার হস্তে আপনার পরিচর্য্যার ভার দিয়ে রাজবাটীতে গেছেন—এখনই ফিরে আস্‌বেন।

যুবরাজ হাস্য সহকারে বলিলেন, তিনি যখন ফিরে আস্‌বেন, তখন দেখ্‌তে পাবে, তোমার পিতা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং তাঁর পশ্চাতে সশস্ত্র বহু সৈন্য অবস্থিত।

অত্যন্ত বিস্মিতভাবে সুধা বলিল, কেন?

"অতিথি সৎকারের জন্য।"

"কি বল্‌ছেন আপনি?"

যুবরাজ বলিলেন, মিথ্যা কথা বল্‌ছি না। সুধা! তোমার পিতা আমার ছদ্মবেশে প্রতারিত হ'ন নি। তিনি আমার আগমন লক্ষ্য করেছেন এবং রাজবাটী গমনের ছল করে' সৈন্য সংগ্রহ কর্‌তে গেছেন. আমাকে বন্দী কর্‌বার জন্য। সম্ভবতঃ সহকারী সেনাপতি সূর্য্যসিংহ বহির্দ্বার রক্ষা কর্‌ছেন। যদি আমাকে আত্মরক্ষা কর্‌তে হয়, তবে এখনই পলায়ন কর্‌তে হ'বে।

উত্তেজিত কণ্ঠে সুধা বলিল, পিতা আশ্রিতের অনিষ্ট সাধন কর্‌বেন?

যে ব্যক্তি একদিন অসময়ে আমাদের অন্ন বস্ত্র দানে জীবন রক্ষা করেছেন—যাঁর কৃপায় আজ আমরা রাজদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করে' পরমসুখে কালাতিপাত করছি—যিনি একদিন কৃপা করে' পিতাকে জীবন-ভিক্ষা দান করেছিলেন, পরম-জ্ঞানী উন্নত-হৃদয় আমার পিতা সেই উপকারী বন্ধুর জীবন নাশ করবেন? অসম্ভব—ভুল আপনার।

কুমার বলিলেন, ভুল নয় সুধা! সত্য কথা।

সুধা বলিল, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন—আমি সত্য বা মিথ্যা এখনই তদন্ত করে' আসছি।

সুধা দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিল। অল্পকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুধালতা ভীত ও বিষন্নভাবে বলিল, সত্য অনুমান করেছেন আপনি। বহু সৈন্যের নায়ক হ'য়ে সূর্য্যসিংহ বহির্দ্বার রক্ষা করছেন। যুবরাজ বলিলেন, তা হ'লে অন্তঃপুরের পথ দেখায়ে দাও, প্রস্থান করি।

সুধালতা গম্ভীরভাবে বলিল, না—আপনাকে যেতে দিব না।

"আমার উপর অত্যাচার হ'বে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুধালতা বলিল, আপনাকে পশ্চাতে রক্ষা করে' এইখানে আমি বীরবালার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকবো। আমি দেখবো, আমাকে অতিক্রম করে' আমার দেব-হৃদয় পিতা কি করে' আপনার উপর নৃশংস আচরণ করেন।

স্নেহভরে সুধার হস্ত ধারণ করিয়া যুবরাজ বলিলেন, সুধা! পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় দিয়োনা—তাতে পাপ হ'বে।

উত্তেজিতস্বরে সুধা বলিল, আমার পিতা মিত্রদ্রোহিতার পরিচয়

দিচ্ছেন—শরণাগত অতিথির উপর অত্যাচার করে’ কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাতে তাঁর পাপ হ’বে না ?

যুবরাজ বলিলেন, তুমি যদি তোমার পিতার বিরোধী হ’য়ে দাঁড়াও, তা হ’লে আত্মগোপন থাকবে না। তাতে তোমার অমঙ্গল হ’বে—তোমার পিতার অমঙ্গল হ’বে—রাজকুমার অমরসিংহ বিপন্ন হ’বেন এবং আমারও অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় ঘটবে। সুধা! শান্ত হও। তোমার পিতা অচিরে নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পারবেন—তখন আপন ব্যবহারের জন্য পরিতাপ ভোগ করবেন। এখনও সময় আছে—আমাকে পথ দেখাও।

অগত্যা সুধালতা কুমারকে অন্তঃপুর হইতে প্রস্থানের গুপ্তদ্বার দেখাইয়া দিল। বঙ্গের যুবরাজ দ্রুতপদে সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অল্পকাল পরে অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেনাপতি জয়সিংহ যে প্রকোষ্ঠে সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি ডাকিলেন, সুধা! সুধা!

সুধা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, কি বাবা!

"সাধু কোথায়?"

"কেন বাবা?"

অত্যন্ত বিচলিতভাবে সেনাপতি বলিলেন, শীঘ্র বল সে সাধু কোথায় গেল। সে নরাধম ভণ্ড সন্ন্যাসী—চোর।

"বলেন কি বাবা! সাধু পুরুষ, চোর? যিনি একদিন গভীর অরণ্যের মধ্যে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন—যিনি কৃপাপরবশ হ'য়ে নিত্য আমাদের আহার্য্য প্রদান করতেন—সেই পরম-জ্ঞানী সাধু পুরুষ চোর? অসম্ভব কথা!"

"অসম্ভব নয়—নিতান্ত সত্য কথা। সুধা! তুমি সেই শঠ প্রতারক ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত কাপুরুষকে ভালরূপ চিনতে পার নাই।

সে দুরাত্মা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—আমাদের কুললক্ষ্মীকে অপমান করেছে। আমি তার রক্তদর্শন কর্‌বো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। বল, বিলম্ব করোনা—সে দুরাত্মা কোথায় গেল?

কাতরকণ্ঠে সুধা বলিল, বাবা! যদি যথার্থই সন্ন্যাসী কপট হ'ন—যদি যথার্থই তিনি অধার্ম্মিক হ'ন, তবুও তিনি আমাদের আশ্রিত। আশ্রিত শরণাগত ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করা কি পরম ধার্ম্মিক বিশাল সপ্তদ্বীপ রাজ্যের প্রধান সেনাপতির কার্য্য? বাবা! হিংস্র বন্য পশুরাও আশ্রিতের অনিষ্ট সাধন করে না, তার প্রমাণ আমরা নিজের চক্ষে দেখে এসেছি। তারপর, সেই সন্ন্যাসী আমাদের উপকারী বন্ধু। আমাদের কি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত নয়?

বাধা দিয়া সেনাপতি বলিলেন, সুধা! কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দূর হ'য়ে যা'ক—আমি প্রতিহিংসানলে জর্জ্জরিত। যে আমার কুললক্ষ্মীর অবমাননা করেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নাই—ধর্ম্মের বিচার নাই—মায়া মমতা কিছুই নাই। আমি অদম্য—উন্মাদ। শীঘ্র বল, সে পাপাত্মা কোথায়।

অমনি সুধালতা দুইবাহু দ্বারা সেনাপতির চরণ যুগল বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, বাবা! দেবতার চরিত্রে কলঙ্ক হ'বে—ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে, সপ্তদ্বীপের প্রধান সেনাপতি কাপুরুষ—আশ্রিত শরণাগতের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। বাবা! আমার কথা রাখুন—ক্ষান্ত হ'ন—সন্ন্যাসীর কোন অনিষ্ট কর্‌বেন না।

অত্যন্ত বিচলিতভাবে সেনাপতি বলিলেন, কোন অনুরোধ শুন্‌বো না। সুধা! পা ছাড়—এখনও বল, সে অধার্ম্মিক কোথায়?

সুধা পিতার চরণদ্বয় আরও অধিকতর দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া বলিল, বাবা! যদি আমার উপর আপনার বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকে, যদি আমার সেবা-শুশ্রূষায় আপনি আমার উপর অণুমাত্র সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে আমি আপনার কাছে সন্ন্যাসীর জীবন ভিক্ষা কর্‌ছি, এ মাতৃহীনা তনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে এ ভিক্ষা দান করুন, অথবা, এইখানে আমাকে পদদলিত করে' পাপীর শাস্তি বিধানে অগ্রসর হ'ন।

সেনাপতি ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, সুধা! বুঝেছি, তুমি সেই কপট সন্ন্যাসীর মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে জন্মদাতা পিতার আদেশ অমান্য করতে সাহসী হয়েছ। শোন সুধা! তুমি ত সামান্যা তনয়া মাত্র—যদি স্বয়ং ইষ্টদেবতা আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে এ অনুরোধ করেন, আমি তাতেও কর্ণপাত কর্‌বো না। আমার শেষ আদেশ শোন—আমার চরণ ত্যাগ করে' শীঘ্র বল, সে সন্ন্যাসী কোথায় গেছে?

সুধালতা আর অনুরোধ করিল না—সে পিতার চরণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিচলিত ভাবে বলিল, সন্ন্যাসী পলায়ন করেছে।

সেনাপতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, পলায়ন করেছে! সে ভণ্ড শঠ শিরোমণি কি প্রকারে পলায়ন কর্‌লে? আমি পূর্ব্বেই দ্বারদেশে সহস্র প্রহরী নিযুক্ত রেখেছিলাম—সহকারী সেনাপতি সূর্য্যসিংহ স্বয়ং সশস্ত্রভাবে রাজপথে অপেক্ষা কর্‌ছেন, তবে কি প্রকারে সে চোর বাটীর বাহিরে গেল?

"অন্তঃপুরের পথে গুপ্তদ্বার দিয়ে পলায়ন করেছে।"

"কে তাকে গুপ্তপথের সন্ধান বলে' দিলে?"

"আমি দিয়েছি।"

ক্রোধভরে সেনাপতি বলিলেন, তুমি দিয়েছ—তুমি এ সর্ব্বনাশ করেছ?

সুধা বলিল, হঁ্যা আমি করেছি। সন্ন্যাসী স্বয়ং আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলেন, আমি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেছি—আমিই তাঁকে গুপ্তপথে বাটীর বার করে' দিয়েছি।

সেনাপতি বলিলেন, সর্ব্বনাশি! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার?

সুধালতা উত্তেজিত স্বরে বলিল, উন্মত্ত পাগল পিতার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আজ আমার এ স্পর্দ্ধার প্রয়োজন হয়েছে।

"তুমি আমার ধর্ম্মরক্ষা করবে?"

"নিশ্চয় করবো। আপনি জন্মদাতা পিতা—সম্ভ্রমের পাত্র হলেও আজ বাতুলের মত কার্য্য করছেন। আমি আপনাকে বাধা দিব—আপনাকে এইখানে বন্দী করে' রাখবো।" বলিয়াই বীরবালা কটাক্ষমধ্যে কক্ষত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশ হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ সেনাপতি ক্রোধ-কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, অভাগিনি! তোমার মতিচ্ছন্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। তুমি আমাকে এই কক্ষমধ্যে বন্দী করে' রাখবে? এখনও এ বৃদ্ধের শরীরে অযুত হস্তীর বল আছে, হতভাগিনী তার পরীক্ষা গ্রহণ কর। বলিয়াই সেনাপতি সে কক্ষের সুদৃঢ় দ্বারে ভীষণ পদাঘাত করিলেন। অমনি মড় মড় শব্দ করিয়া কক্ষদ্বার ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যেই মাত্র সেনাপতি কক্ষত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সুতীক্ষ্ণ তরবারী হস্তে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে সুধালতা পিতার সম্মুখীন হইয়া বলিল, মহাবীর আপনি—আনয়াসে কক্ষদ্বার ভগ্ন করেছেন সত্য কিন্তু এখনও আমি আপনাকে বাধা প্রদান কর্‌বো। আমি ক্ষত্রিয় তনয়া—অস্ত্র চালনায় অনভিজ্ঞ নই, আপনিই আমার শিক্ষাগুরু। এককালে খেলাছলে আমাকে যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজ তার পরীক্ষা হ'বে। আপনি পদাঘাতে কক্ষদ্বার ভগ্ন করেছেন—এইবার অস্ত্রাঘাতে বক্ষদ্বার চূর্ণ করুন, তার পর, শত্রু দমনে অগ্রসর হ'বেন।

স্তম্ভিতভাবে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া সেনাপতি বলিলেন, দুর্বিনীতা বালিকা! এত সাহস তোর—তুই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে' আমার গতিরোধ কর্‌তে সাহসী হয়েছিস্?

সুধা বলিল, হঁ্যা—আপনার ব্যবহারে আজ আমাকে পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে পাপ সঞ্চয় কর্‌তে হচ্ছে। অবশ্য, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। বীরকেশরী আপনি—আপনার অস্ত্রাঘাতে আমাকে প্রাণ ত্যাগ কর্‌তে হ'বে

জানি। কিন্তু তবুও আমি আপনার গতিরোধ করবো। আমার এ ভরসা আছে, অন্ততঃ দুদণ্ড কাল আপনার পথরুদ্ধ হ'বে—ততক্ষণে আশ্রিত সন্ন্যাসী আত্মরক্ষার পথ করে' নিতে পারবে। বলিয়াই অসি উন্নত করিয়া বীরবালা পিতার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

এ প্রকার পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় পাইয়া সেনাপতির হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। অমনি তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, হতভাগিনি! যে মুহূর্ত্তে তোর অন্তরে এ পাপ সঙ্কল্প স্থান পেয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে তোর মরণ উচিত ছিল। মায়া মমতা হৃদয় হ'তে দূরীভূত করেছি। মর্ তবে দুর্ভাগিনী! বলিয়াই সেনাপতি সবলে অসি নিক্ষেপ করিলেন—সুধালতা অনায়াসে সে আক্রমণ ব্যর্থ করিল। সেনাপতি দ্বিতীয়বার অস্ত্র চালনা করিলেন—তাহাও নিষ্ফল হইল। এইবার বীরকেশরী ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—সেই শব্দে সে প্রকাণ্ড অট্টালিকা কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু বীরবালা সুধালতা অচল—অটল।

সেনাপতি অসি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, অভাগিনি! ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর্—এবার আমার আঘাত অব্যর্থ। বলিয়াই যেইমাত্র সেনাপতি অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ ছুটিয়া আসিয়া সেনাপতির হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেনাপতি মশায়! একে রমণী, তারপর, প্রিয়তমা কন্যা। তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করছেন?

সেনাপতি বিস্ময়স্বরে বলিলেন, আপনি—কুমার অমরসিংহ এখানে উপস্থিত!

কুমার বলিলেন, হ্যাঁ—নজরবন্দী আমি—গুপ্তভাবে উদ্যান ত্যাগ করে' এখানে উপস্থিত হয়েছি। কেন এসেছি, সে পরিচয় দিবার

অবসর আমার নাই। আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন। অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেনাপতি রাজপুত্রকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর, রাজকুমার সুধালতার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, সুধা! জানি তুমি বীরবালা কিন্তু তোমার এ প্রকার ঔদ্ধত্য-দর্শনে মর্ম্মাহত হ'লাম। এখনই পিতার কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর। সুধালতা অশ্রুসিক্ত নয়নে সেনাপতির পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল।

রাজকুমার সেনাপতিকে বলিলেন, সুধার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন। এখন আপনার পথ পরিষ্কার। শত্রু-দলনে প্রস্থান করুন।

সেনাপতি ক্রোধভরে বলিলেন, রাজকুমার! আর বিলম্ব কর্‌বার অবসর নাই। অই অভাগিনী—পিতৃদ্রোহী কলসর্পিনী। যদি আজ আমি সেই দুরাত্মা সন্ন্যাসীকে বন্দী কর্‌তে সক্ষম হই, তা হ'লে কন্যার এ অপরাধ ক্ষমা কর্‌বো। কিন্তু যদি আমাকে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হয়, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, গৃহে প্রবেশ করে' প্রথমে অই কন্যার শিরচ্ছেদ করে' তবে জল স্পর্শ কর্‌বো। বলিয়াই সেনাপতি মহাশয় তীরবেগে প্রস্থান করিলেন।

সেনাপতি প্রস্থান করিলে সুধালতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষে বসনাঞ্চল অর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কুমার! স্বামিন্! পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে অপরাধ করেছি সত্য কিন্তু বঙ্গের যুবরাজ যদি বন্দী হ'ন—সর্ব্বনাশ হ'বে। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সহস্র সহস্র সৈন্য তাঁকে বন্দী কর্‌বার জন্য আমাদের অট্টালিকার চার পার্শ্বে সমবেত হয়েছে। কে সেই মহাপুরুষকে রক্ষা কর্‌বে?

কুমার অমরসিংহ স্নেহভরে সুধালতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, সুধা! ভীত হচ্ছ কেন? বঙ্গের যুবরাজকে বন্দী করে, এমন

বীরপুরুষ সপ্তদ্বীপে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে কি না সন্দেহ।

সুধা বলিল, পিতা আমার প্রবল পরাক্রমশালী—বিশেষতঃ আজ তিনি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য। আমার বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই কুমারকে বন্দী কর্‌তে সক্ষম। পিতাকে প্রাণপণে বাধা দিবার জন্যই আজ আমি এ পাপের অভিনয় করেছি। কিন্তু এখনও কুমার বহুদূর যেতে পারেন নাই। সঙ্গে অশ্ব নাই—অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই। এই অগণিত সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যভাগে পতিত হ'য়ে তিনি কি প্রকারে আত্মরক্ষা কর্‌বেন?

সুধালতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজকুমার বলিলেন, সুধা! তুমি কুমারের শক্তি আজও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার নাই। সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ বঙ্গের বীরকুমার আজ সংসারে অজেয়। তাঁর পরাক্রম কত—তিনি কি প্রকারে আত্মরক্ষা করেন, তুমি চক্ষে দেখ্‌তে চাও? এস আমার সঙ্গে। এই বৃহৎ অট্টালিকার শিখরে আরোহণ করে' আমরা কুমারের বীরত্ব চক্ষে দর্শন করে' উল্লাসে তাঁর জয়ধ্বনি কর্‌বো। বলিয়াই সুধালতার হাত ধরিয়া অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী বেশধারী কুমার বিজয়সিংহ গুপ্তপথে সেনাপতির আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন কিন্তু বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখে অগণিত রাজসৈন্য অস্ত্রে সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাজপথে দণ্ডায়মান। সকলের সম্মুখে অশ্বারোহণে সহকারী সেনাপতি সূর্য্যসিংহ। কুমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, সে দিকেও অগণিত সৈন্য। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না—স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সহকারী সেনাপতি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কে তুমি সন্ন্যাসী—সত্য বল।

"আমি সন্ন্যাসী—অন্য পরিচয় নাই।"

"মিথ্যা কথা—তুমি ভণ্ড জুয়াচোর।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, যদি আমি ভণ্ড জুয়াচোর হই, তুমি আমার কি অনিষ্ট করবে?

"তোমাকে বন্দী করবো।"

যুবরাজ বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, সহকারী সেনাপতির দেহটা খুব হৃষ্ট পুষ্ট আছে, দেখ্‌ছি। বুদ্ধিটা কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে নাই বল্‌লেও চলে—তার পরিচয় পূর্ব্বে যথেষ্ট পেয়েছি।

সূর্য্যসিংহ ক্রোধভরে বলিলেন, এবার আর নিস্তার নাই।

যুবরাজ বলিলেন, আমার না তোমার?

"বাচালতা ত্যাগ কর সন্ন্যাসি! আজ তোমাকে নিশ্চয় বন্দী কর্‌বো।

"তা যদি পার, জগতের কাছে 'বাহবা' পাবে—সমস্ত সপ্তদ্বীপবাসী খুসী হ'য়ে তোমাকেই রাজ সিংহাসনে বসাবে। সূর্য্যসিংহ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত—তোমাদের মত সহস্র সহস্র বীরপুরুষের মধ্যভাগে এই দেখ আমি নিরস্ত্র নিঃসহায় একাকী দণ্ডায়মান। তোমাদের শক্তি কত আছে, আজ আমার শেষ পরীক্ষা।

সূর্য্যসিংহ বলিলেন, বেশ! এখনই আমাদের শক্তির পরিচয় পাবে। সূর্য্যসিংহ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, বন্দী কর এই কপট সন্ন্যাসীকে।

অমনি চারিদিক হইতে সৈন্যগণ যুবরাজের দিকে অগ্রসর হইল। তখন যুবরাজ গর্ব্বভরে বলিলেন, সেনাপতি! তোমাদের সাধ্য কি? এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এমন কোন বীরপুরুষ আজও জন্মগ্রহণ করে' নি, যে আমাকে এইখানে এইভাবে বন্দী কর্‌বে।

কটাক্ষমধ্যে যুবরাজ একলম্ফে সেনাপতি যে বলবান অশ্বের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই অশ্বের উপর সেনাপতির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল—যুবরাজ মৃদুহাস্য করিলেন। সে দিন পৌষমাসের শুক্ল পঞ্চমী রজনী। সমস্ত জগত

শুভ্র চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত। সে স্পষ্ট চন্দ্রালোকে যুবরাজ দেখিলেন, সৈন্যগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সেনাপতি সূর্য্যসিংহ পশ্চাতে ফিরিয়া যুবরাজকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেন। অমনি যুবরাজ বাম বাহু দ্বারা সেনাপতিকে সবলে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণহস্তে অশ্বরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক অশ্বকে পলায়ন করিবার জন্য পদদ্বয়ের দ্বারা আঘাত করিলেন। অশ্ব সুশিক্ষিত ছিল—ঈঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া সে বেগবান অশ্ব তীরবেগে সম্মুখ পথে ধাবিত হইল।

বর্ণনা করিতে অধিক সময় লাগিল কিন্তু যুবরাজ কটাক্ষমধ্যে এ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। যুবরাজের বক্ষে সেনাপতি অচল। সৈন্যগণ চারিদিক হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিল। যুবরাজ এমন কৌশলে সেনাপতির পশ্চাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, যে সেনাপতির হৃষ্ট পুষ্ট বৃহৎ কলেবর তখন তাঁহার পক্ষে একখানি বর্ম্মের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। সৈন্যগণও; অস্ত্র চালনায় অশক্ত হইল, কেননা তাহাদের অস্ত্রাঘাতে সেনানতির প্রাণ বিনষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। সম্মুখে অসংখ্য সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল কিন্তু তাহারা বেগবান অশ্বকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইল না। কেহ সভয়ে পথ পরিত্যাগ করিল। যাহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হইল, তাহারা অশ্বপদদলিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

এই সময়ে প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ সেখানে উপস্থিত হইলেন—তিনি স্বচক্ষে পরাক্রমশালী সূর্য্যসিংহের দুর্গতি দর্শন করিলেন। তখন কালবিলম্ব না করিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত সেইদিকে ধাবিত হইলেন। জয়সিংহ বলিলেন, সৈন্যগণ!

ভীত হয়োনা—দ্রুত অগ্রসর হও। আজ দুরাত্মার নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নাই! রঙ্গলাল, রত্নসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীগণ সৈন্য-সামন্ত লইয়া চারিদিকে অবস্থিতি কর্‌ছে—সপ্তদ্বীপাধিপতির লক্ষ সৈন্য আজ তস্করকে বন্দী কর্‌বার জন্য সজ্জিত হয়েছে—সহরের বহির্ভাগে গ্রামে প্রান্তরে অরন্যভূমির পার্শ্বেও বহু সৈন্য রক্ষিত হয়েছে। আমাদের এত চেষ্টা এত সতর্কতা সত্বেও আজ যদি সেই অদ্ভুত তস্কর সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন কর্‌তে সক্ষম হয়, তা হ'লে জান্‌বো, বঙ্গের যুবরাজ নিতান্ত অসাধারণ ব্যক্তি—পৈশাচিক বলে বলীয়ান। তা হ'লে জান্‌বো, এ রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় নাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি উন্মত্তের ন্যায় অনুসরণ করিলেন—সৈন্যগণও বীর বিক্রমে পৃথিবী কম্পিত করিয়া ধাবিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতির বিশাল অট্টালিকার উপরে সমুচ্চস্থানে কুমার অমরসিংহ দণ্ডায়মান—তাঁহার পার্শ্বে বনিতা সুধালতা। উভয়ে একাগ্রদৃষ্টিতে বঙ্গের যুবরাজের অদ্ভুত লীলা সন্দর্শন করিতেছিলেন। বঙ্গের যুবরাজের কৌশলে উদ্যান-বাটীতে সঙ্গোপনে বিবাহ হইবার পরে নবীন দম্পতি নির্জ্জনে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। উদ্যান-রক্ষক রামপাল উভয়ের এ প্রকার সম্মিলনে যথাসাধ্য সহায়তা করিত। রাজকুমার নজরবন্দী হইলেও রামপাল নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এ সুযোগ প্রদান করিত—সে প্রভু-পুত্রকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত।

রাজকার্য্যের খাতিরে সেনাপতি জয়সিংহকে অধিক সময় রাজবাটীতে উপস্থিত থাকিতে হইত—দাস দাসী লইয়া সুধালতা একাকী পিতৃভবনে কালাতিপাত করিত। সেইজন্য সন্ধ্যার পরে সুযোগমত রাজকুমার

গুপ্তভাবে সেনাপতি-নিবাসে উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমা বনিতার সহিত রাত্রি যাপন করিতেন—রাত্রিশেষে উদ্যান-বাটীতে প্রস্থান করিতেন।

সে দিন যে মুহূর্ত্তে সেনাপতির সহিত সুধালতার বিবাদ হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় কুমার অমরসিংহ গুপ্তভাবে সেনাপতি-নিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যদি ক্ষণকাল পরে উপস্থিত হইতেন, তাহা-হইলে দেখিতে পাইতেন, নিষ্ঠুর পিতার অস্ত্রাঘাতে তনয়ার প্রাণশূন্য দেহ ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে। অমরসিংহ গুপ্তভাবে সেনাপতি নিবাসে উপস্থিত হইয়াই পিতা-পুত্রীর বিবাদ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। আর তিনি নীরবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না—সহসা মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিলেন।

কুমার অমরসিংহ বুঝিলেন, তাঁহাদের বিবাহ-রহস্য আর গোপন থাকিবে না—তাঁহার দাম্ভিক পিতার নিকট হইতে আবার কোন কঠোরতর শাস্তি গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সুধালতাকে পার্শ্বে লইয়া কুমার প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গের যুবরাজের অসাধারণ বীরত্ব দর্শন করিতে করিতে মুগ্ধভাবে বলিলেন, সুধা! স্বচক্ষে যুবরাজের বীরত্ব দর্শন কর। অই দেখ, বীরকেশরী একলম্ফে সূর্য্যসিংহের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করেছেন—অই দেখ, তিনি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করছেন—অই দেখ সপ্তদ্বীপের সৈন্য বিদলিত করে' সূর্য্যসিংহকে বাহুবেষ্টনে হতবল করে' সিংহবিক্রমে ব্যূহভেদ করছেন—অই দেখ বৃদ্ধ সেনাপতি সসৈন্যে দ্রুতবেগে তাঁদের অনুসরণ করছেন—অই দেখ নিমিষে তাঁরা বহুদূরে অন্তর্হিত হয়েছেন—আর কাকেও

চোখে দেখা যাচ্ছে না। সুধা! আর ভয় নাই—এতক্ষণে কুমার নিরাপদ হ'তে পেরেছেন।

সুধালতা হর্ষভরে বলিল, বঙ্গের যুবরাজের বীরত্ব অদ্ভুত! অত বড় বীরপুরুষ সূর্য্যসিংহকে তিনি যেন একটা অচল জড়পিণ্ডের মত বক্ষস্থলে চেপে রেখেছেন। কি সুকৌশলে তিনি বিপক্ষগণের হস্ত হ'তে আত্মরক্ষা করে' চলেছেন! কিন্তু এখনও বিপদের ভয় আছে। বহু সৈন্য সহ পিতা তাঁদের পশ্চাতে চলেছেন। কুমার যত সহজে সূর্য্যসিংহকে পদানত করেছেন, তত সহজে পিতাকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌বেন না।

অমরসিংহ বলিলেন, আমার বিশ্বাস, শত চেষ্টা করেও বৃদ্ধ সেনাপতি মশায় বঙ্গের যুবরাজের কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেন না।

সুধালতা হর্ষভরে বলিল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন পিতার পরাজয় ঘটে—বঙ্গের যুবরাজ যেন অক্ষত অবস্থায় আত্মরক্ষা কর্‌তে পারেন।

অমরসিংহ স্নেহভরে সুধালতাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, তা হ'লে তোমার পরিনাম কি হ'বে ভেবেছ কি?

কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া সুধালতা বলিল, আমার ভয় কি?

"তোমার পিতা প্রতিজ্ঞা করে' গেছেন, যদি আজ তিনি বঙ্গের যুবরাজকে বন্দী কর্‌তে না পারেন, গৃহে ফিরে এসে তোমার প্রাণ সংহার কর্‌বেন।

সুধালতা মস্তক নত করিয়া বলিল, আমার পিতৃদ্রোহিতার শাস্তি

--না হয়, আমি গ্রহণ কর্‌বো, তবুও আমি বঙ্গের যুবরাজের কল্যাণ কামনা কর্‌তে প্রস্তুত। আমি সামান্যা নারী, আমার অভাবে জগতে কারো ক্ষতি বৃদ্ধি হ'বে না। কিন্তু অত বড় বীরপুরুষ ভারতের গৌরব—সমগ্র মানব জাতির গৌরবের স্থল।

কুমার অমরসিংহ বলিলেন, তোমার অভাবে জগতে আর কারো ক্ষতি বৃদ্ধি না হ'ক, আমার মত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী চিরদিনের মত দরিয়ায় ভেসে যাবে। তবে এ ভরসা আমার আছে, আমরা সঙ্গোপনে যে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, অতি সহজে কেউ সে বন্ধন ছিন্ন কর্‌তে পার্‌বে না। সুধা! আর আমাদের আত্মগোপন চল্‌বে না।

সুধা বিষন্নভাবে বলিল, রহস্য প্রকাশ হ'য়ে গেলে আবার আমাদের কঠোর শাস্তি নিতে হ'বে।

অমরসিংহ বলিলেন, কিন্তু এবার যে শাস্তি নেব, দুইজনে একসঙ্গে একত্রে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার পিতা কিছুতেই বঙ্গের যুবরাজকে বন্দী কর্‌তে পার্‌বেন না। তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় তোমাকে শাস্তি দিতে আস্‌বেন। তার পরিনাম কি হ'বে জান? বৃদ্ধ সেনাপতির বিরুদ্ধে আমাকেই অস্ত্রধারণ কর্‌তে হ'বে। কেননা, তুমি আমার পত্নী—তোমার সমস্ত দায়ীত্ব এখন আমার উপরে। তা হ'লে, আত্মপ্রকাশের আর বিলম্ব নাই—বুঝ্‌তে পেরেছ?

সুধা বলিল, বুঝ্‌তে পেরেছি। আরও বুঝেছি, এ রাজ্যে অনর্থের উপর আরও অনর্থ উপস্থিত হ'বে—চারিদিকে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে' উঠ্‌বে—এত বড় সপ্তদ্বীপ রাজ্য, বোধহয়, অতল জলধি-জলে ডুবে যাবে।

রাজ্যের ভবিষ্যত ভাবিয়া সুধালতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কুমার অমরসিংহ বলিলেন, সুধা! ভবিতব্য কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। রাজ্যের ভাগ্যে যা আছে, হ'বে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের অন্য চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়েছে।

সুধা বলিল, কি?

"আমাদের গোপন বিবাহ-রহস্য প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।"

"কেন?"

"আজ যদি বঙ্গের যুবরাজ বন্দী না হ'ন, তোমার পিতা ক্রোধান্ধ হ'য়ে তোমার উপর অত্যাচার করতে ছুটে আসবেন। তোমার রক্ষার দায়ীত্ব বর্ত্তমানে যখন আমার উপরে তখন তোমাকে এখানে ত্যাগ করে' আমিত উদ্যান-বাটীতে চলে যেতে পারবো না? অথচ আমরা উভয়ে যদি এখানে একত্র থাকি, তোমার পিতা পুনরায় রাজ-রোষে পতিত হ'বেন—নিরীহ চির-হিতৈষী রামপালও বিপন্ন হ'বে। এখন উপায় কি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুধালতা বলিল, আমার ভাগ্যে যা আছে ঘটবে. আপনি উদ্যান-বাটীতে প্রস্থান করুন!

কুমার বলিলেন, তা হ'তে পারে না সুধা। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। তোমাকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে আমি কি করে' কাপুরুষের মত প্রস্থান করবো? সুধা! আজ তুমি শুদ্ধ সেনাপতিতনয়া নও, সপ্তদ্বীপ রাজ্যের রাজবধূ। তোমার উপর যদি বিন্দুমাত্র অত্যাচার ঘটে, রাজবংশের কলঙ্ক হ'বে। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চল।

"কোথায়?"

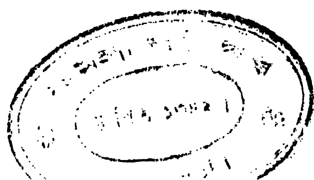
"তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী—বিপদে সম্পদে চিরসঙ্গিনী। আমার যেখানে স্থান, আজ হ'তে তোমার স্থানও সেইখানে।"

"তা হ'লেইত বিবাহ-রহস্য প্রকাশ হ'য়ে যাবে ?"

"বর্ত্তমানে তাই আমার কর্ত্তব্য।"

"রামপালের উপায় ?"

"সমস্ত অপরাধ নিজের মাথায় পেতে নেব—রামপালের উপায় আমি করবো। চল, এই মূহুর্ত্তে আমরা সেনাপতির আশ্রয় ত্যাগ করবো। রাত্রিকালে উভয়ে উদ্যান-বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যুবরাজ তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহকারী সেনাপতি যুবরাজের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যুবরাজ বাজিকরের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে জানু পাতিয়া বসিয়া বাম হস্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া এমন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিংহের নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যুবরাজ বলিলেন, সূর্য্যসিংহ! আমার শরীরের শক্তির পরিচয় পেয়েছ কি? ইচ্ছা কর্‌লে আমি তোমাকে দুইহস্তে জড়পিণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধে তুলে দূরে নিক্ষেপ কর্‌তে পা'র কিন্তু তাতে তোমার জীবন-নাশের সম্ভাবনা আছে। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আমি কারো জীবননাশ কর্‌বো না। সূর্য্যসিংহ! তোমাদের প্রধান সেনাপতি নিতান্ত কাপুরুষ। পরম শত্রু হলেও আশ্রিতের অনিষ্ট সাধন কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লে নরকগামী হ'তে হয়। শোন সেনাপতি! যদি আত্মরক্ষা কর্‌বার বিন্দুমাত্র শক্তি আমার না থাক্‌তো, তা হ'লে কি স্বেচ্ছায় জাগ্রত সিংহের গহ্বরে প্রবেশ কর্‌তে সাহসী হতাম?

সূর্য্যসিংহ তখন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। অতিকষ্টে সহকারী সেনাপতি বলিলেন, যুবরাজ! যদি বীর বলে' এ সংসারে কেহ খ্যাতি লাভ করবার যোগ্য হয়, সে আপনি? আমার মত একজন খ্যাতনামা শক্তিশালী ব্যক্তিকে যিনি এমন ভাবে আয়ত্ব করে' রাখতে পারেন, তাঁর ন্যায় বীরপুরুষ এ সংসারে দ্বিতীয় আছে বলে' আমার বিশ্বাস নাই। কুমার! এতদিনের পর আজ আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি, সপ্তদ্বীপাধিপতির অহঙ্কার বৃথা—প্রধান সেনাপতির চেষ্টা বৃথা—আপনার অভীষ্ট নিশ্চয় পূর্ণ হ'বে। কুমার! আপনার বিদ্যা অশেষ—বুদ্ধি অতুলনীয়—শক্তি অপরিমিত—চরিত্র মহৎ। কিন্তু যুবরাজ! পূর্ণ শশধরের চরিত্রে এমন কলঙ্কপাত হ'ল কেন?

যুবরাজ বলিলেন, কলঙ্কই শশধরের অলঙ্কার। দূর হ'তে লোকে পূর্ণচন্দ্রের গাত্রে কলঙ্ক দেখতে পায় সত্য কিন্তু যে নিকটে যেতে পারে, সে দেখতে পায়, ওটা কলঙ্ক নয়—পবিত্রতার অলঙ্কার। সেনাপতি! মনে রেখো, আমি বিন্দুমাত্র কামনা বা লালসার বশীভূত হ'য়ে সপ্তদ্বীপ রাজ্যে প্রবেশ করি নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্যমত্ত দাম্ভিক ভূপতির দর্প চূর্ণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

অবসন্ন শরীরে সূর্য্যসিংহ বলিলেন, কুমার! সব বুঝতে পেরেছি কিন্তু আপনার অপরিমিত শক্তিতে আমি বড় দুর্ব্বল হয়েছি—মাথা ঘুরছে—সংজ্ঞা লোপ হ'য়ে যাচ্ছে। বলিতে না বলিতে শক্তিশালী সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে অচেতন হইয়া প'ড়লেন।

ইতিমধ্যে সেই বলশালী বেগবান অশ্ব নগর-সীমা অতিক্রম করিয়া প্রান্তর পার হইয়া এক ক্ষুদ্র বনভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হইল। রাজ সৈন্য তখনও পশ্চাতে বহুদূরে রহিয়াছে। যুবরাজ অনতিবিলম্বে অশ্ব-

রশ্মি আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্বের গতি মন্থর করিয়া সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্টে শায়িত করিলেন। তাহার পর, তাঁহার দেহ রজ্জুদ্বারা হাওদার সহিত উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক অশ্ব চালনা করিয়া ধীরে ধীরে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুবরাজের আগমনের পূর্ব্বে রঙ্গলাল ও রত্নসিংহ বহু সৈন্যসহ সেই বনভূমি বেষ্টন করিয়া গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। যেইমাত্র যুবরাজ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, শীকার জালে পড়িয়াছে দেখিয়া সৈন্যগণ মহানন্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—সকলে সতর্কভাবে বনভূমি রক্ষা করিতে লাগিল। রত্নসিংহের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। বঙ্গের যুবরাজ তাহার পরম শত্রু—অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায়। রত্নসিংহ কল্পনা করিল, আজ যুবরাজ নিশ্চয় বন্দী হইবে—সে কমলাকে পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া বিখ্যাত সদাগর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইবে। তাহার উল্লাসের আর সীমা নাই—সে ছুটিয়া গিয়া রঙ্গলালকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল।

অনতিবিলম্বে প্রধান সেনাপতি বহুসৈন্যসহ সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি রত্নসিংহ ও রঙ্গলালের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া হর্ষভরে বলিলেন, আর পলায়নের পথ নাই—এইবার সয়তান নিশ্চয় বন্দী হ'বে—শৃগাল কুকুরে তার রক্ত মাংস ছিঁড়ে খাবে। রত্নসিংহ! রঙ্গলাল! তোমাদের পুরস্কার অতুলনীয়।

সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং সমস্ত সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। সেই বনভূমি বৃত্তাকার ব্যূহ-বেষ্টনে চারিদিক হইতে পরিবেষ্টিত হইল—তথা হইতে একটী মূষিকেরও পলায়নের পথ রহিল না।

তখন রাত্রিকাল—বনভূমি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেনাপতির আদেশে

অবিলম্বে সহস্র দেউটী জ্বলিয়া উঠিল—বনভূমি দিনমান প্রায় হইল—সৈন্যগণের ঘোর আস্ফালনে বন্য জীব জন্তু সকল সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি সৈন্যগণকে বলিলেন, সকলে সাবধান! আমরা এ বনভূমি বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করেছি। এখন সকলে একপদ একপদ করে' ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হও এবং তন্ন তন্ন করে' বনভূমি অন্বেষণ কর। ধীবর জাল ফেলে যেমন ভাবে চুনা পুঁটি পর্য্যন্ত মধ্যস্থলে টেনে আনে, তোমরাও সেইরূপ ভাবে অগ্রসর হ'য়ে বন-মধ্যস্থলে গিয়ে উপনীত হও। বৃক্ষশাখায় কোঠর মধ্যে পর্য্যন্ত ভালরূপ অনুসন্ধান করিবে—ভূতলে গহ্বর দৃষ্ট হইলে তার মধ্যেও সন্ধান করিবে—যেন তোমাদের অসাবধনতায় সে তস্কর পলায়ন কর্‌তে সক্ষম হয় না। আজ যদি তোমরা সকলে সমবেত যত্নে সেই তস্কররাজকে বন্দী কর্‌তে সক্ষম হও, রাজ ভাণ্ডার তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হ'বে—সকলে প্রচুর ধন-সম্পত্তি পুরস্কার পাবে।"

বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। সেনানীগণ ব্যূহ চালনা করিলেন—সৈন্যগণ ধীরপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সৈন্যবাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হইল। সহসা সকলে দেখিল, অদূরে বৃহৎ বৃক্ষতলদেশে একটী সুসজ্জিত অশ্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অমনি চারিদিক হইতে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল এবং সকলে উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইল। অশ্বের নিকটে উপনীত হইয়া সৈন্যগণ দেখিল, সহকারী সেনাপতি সূর্য্যসিংহ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় অশ্বপৃষ্টে আবদ্ধ রহিয়াছেন—কিন্তু তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে। সেনাপতি মহাশয়ের আদেশে কয়েকজন সৈনিকের উপর সূর্য্যসিংহের সেবার ভার অর্পিত হইল। তাহারা অশ্বটীকে চালাইয়া বনের বাহিরে প্রস্থান করিল।

সন্ন্যাসী কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। সেনাপতি চিন্তিত হইলেন—সৈন্যগণের অন্তরে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সেনাপতি সৈন্যগণকে ভরসা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা চিন্তিত হয়োনা—সে তস্করের পাখা নাই যে উড়ে পালাবে, নিশ্চয় সে এই বনের মধ্যে কোথায় লুকায়ে আছে। সহকারী সেনাপতির-পোষাক পরিচ্ছদ অপহৃত হয়েছে দেখ্‌ছি। সে হয়ত

"সেনাপতির পোষাক পরে' আমাদের সৈন্যদলে ঢুকে বসেছে—তোমরা সকলে আপন আপন সৈন্যদলে অনুসন্ধান কর।

এই অনুসন্ধান ব্যাপারে একটা বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল—সৈন্যদলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা দায় হইল। সহসা সেনাপতি মহাশয়ের নয়নগোচর হইল, একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তলদেশে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অমনি সেনাপতি মহাশয় আদেশ করিলেন, সৈন্যগণ! নিরস্ত্র হও—আর অনুসন্ধানের আবশ্যক নাই। আমি তস্করের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েছি। অই দেখ, আম্রবৃক্ষের তলদেশে সে পাপাত্মা সন্ন্যাসীবেশে দাঁড়ায়ে আছে।

সেনাপতির মুখের কথা মুখে থাকিতেই রত্নসিংহ সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিল। তাহার পর, অন্যান্য সকলে তাহার দিকে ধাবিত হইল। সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ সেনাপতি মহাশয় অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, ভণ্ড সন্ন্যাসি! যদি পলায়নের চেষ্টা কর, এই তরবারীর আঘাতে তোমাকে ভূতলশায়ী কর্‌বো।

সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিল না—শুদ্ধ নীরবে হাস্য করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রকৃতি! অবিলম্বে সকলে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বঙ্গের যুবরাজ নবীন যুবাপুরুষ কিন্তু সন্ন্যাসীকে কতকটা বয়োবৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, তোমরা চমকিত হয়োনা—নরাধম তস্কর বহুরূপী, মূহুর্ত্তমধ্যে রূপ-পরিবর্ত্তন, বেশ-পরিবর্ত্তন, কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে। তস্করের প্রতারণায় কেউ মুগ্ধ হয়োনা। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এই সেই রাজ্যের সর্ব্বনাশকারী বঙ্গের রাজকুমার। বন্দী কর পাপাত্মাকে।

বঙ্গের যুবরাজের উপর রত্নসিংহের যথেষ্ট ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল। সেই সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। আজ তাহার হৃদয়ে কত আনন্দ। যুবরাজ তাহার অভীষ্ট সাধনে প্রধান অন্তরায়। সেই প্রবল শত্রুকে বন্দী করিতে সক্ষম হইয়াছে জানিয়া রত্নসিংহের অন্তর উল্লাসে ভরিয়া গেল। সন্ন্যাসীর হস্তধারণ করিয়া সে একজন সৈনিককে শৃঙ্খল আনিতে আদেশ করিল। লৌহ শৃঙ্খল আনীত হইলে রত্নসিংহ বন্দীর দুই হস্ত একত্রিত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। বন্দী নীরব—নিশ্চল। সে শুদ্ধ দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

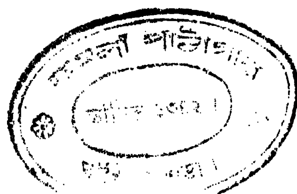
রত্নসিংহ বীরপুরুষ কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বন্দীর দুই হস্ত একত্রিত করিয়া শৃঙ্খল পরাইতে সক্ষম হইল না। ঈঙ্গিতে সে দুইজন বলশালী সৈনিকের সহায়তা প্রার্থনা করিল। দুইজন তিনজন চারি পাঁচজন সৈনিকেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বন্দীর দুইবাহু একত্রিত করিতে সক্ষম হইল না। বন্দীর শরীর যেন বজ্রের ন্যায় দৃঢ়—তাহার গায়ে অমানুষিক শক্তি। সকলে অবাক হইয়া এ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। বন্দী তখন মাথা নীচু করিয়া মৃদুহাস্য করিতেছিল।

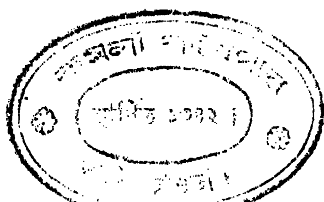
বহুলোক একত্রিত হইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া বন্দীর কর-প্রকোষ্ঠে শৃঙ্খল পরাইতে সক্ষম হইল বটে কিন্তু পরক্ষণেই বন্দী বল প্রয়োগ করিল—অমনি সে লৌহের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। বন্দী হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া পুনরায় বাহু বিস্তার করিল—রত্নসিংহ লাফাইয়া উঠিল—সৈন্যগণ সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ সেনাপতি এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া বন্দীর শক্তি পরীক্ষা করিতে-

ছিলেন। কিন্তু যেইমাত্র সৈন্যগণ সভয়ে পশ্চাৎপদ হইল, অমনি তিনি একলম্ফে অগ্রসর হইয়া সবলে দুই হস্তে বন্দীর দুইবাহু ধারণ করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, বন্দীর বাহুযুগল যেন তুলার ন্যায় অতি কোমল—অল্প আয়াসেই তিনি দুইহস্ত একত্রিত করিলেন। কি বিচিত্র ব্যাপার! মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় গেল সে বজ্র-কঠিন অঙ্গ-গৌরব—কোথায় গেল সে মত্ত মাতঙ্গের অপরিসীম শক্তি! একটা বালকের ন্যায় কোমল তাহার অঙ্গ—গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি-সামর্থের পরিচয় তিনি প্রাপ্ত হইলেন না।

যাহা হউক, অবিলম্বে সন্ন্যাসী বন্দী হইল—তাহার হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। সৈন্যগণ তখন নির্ভয়ে জয় জয় নাদে বসুধা কম্পিত করিয়া তুলিল। সন্ন্যাসীকে একটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া—অশ্বশরীরের সহিত তাহাকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া সৈন্যবাহিনী হর্ষ-কোলাহল করিতে করিতে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল। এতদিনের পর রাজার শত্রু—দেশের শত্রু বন্দী হইল। প্রধান সেনাপতির জয়ধ্বনিতে দেশ ভরিয়া গেল।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রত্নসিংহের আজ উল্লাসের সীমা নাই। কোন ধনাঢ্য সদাগরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইবার কল্পনা করিয়াছিল—অন্তরায় হইয়াছিলেন, বঙ্গের যুবরাজ। তিনিই জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া কমলার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন। কৃষক কন্যা কমলা—দুরাত্মার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল—বিবাহের পূর্ব্বেই সে অভাগিনী গর্ভবতী হইয়াছিল। অবলা রমণীর মান-ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই মহানুভব বঙ্গের যুবরাজ রত্নসিংহকে পদানত করিয়া কমলার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কাজেই সদাগর কন্যার সহিত বিবাহের আশা আর তাহার রহিল না। ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পাপাত্মা এতই উন্মত্ত হইয়াছিল যে সে পরে কল্পনা করিয়াছিল, কমলাকে কুলটা অপরাধ দিয়া কুলের বাহির করিয়া দিবে অথবা কৌশলে তাহার প্রাণ সংহার করিতেও ত্রুটি করিবে না কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, বঙ্গের যুবরাজের মধ্যস্থতায়। সে যখন যে মুহূর্ত্তে কমলার

উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে যুবরাজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যুবরাজের ভয়ে তাহাই রত্নসিংহ এ যাবৎ কমলাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু মনে মনে তাহার সঙ্কল্প ছিল, যদি কোন দিন কোন প্রকারে সেই দেশ বিখ্যাত তস্কর বন্দী হয়, সে কমলার উপর অত্যাচারের একশেষ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিবে—তাহার পর, তাহাকে পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া সদাগর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ধনবানের তালিকায় নাম লেখাইতে সক্ষম হইবে।

আজ রত্নসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে—বঙ্গের যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন। রত্নসিংহ স্বয়ং রক্ষীগণের সহিত কারাগারে গমন করিয়াছে—স্বয়ং বন্দীকে রাজ-কারাগারের এক অন্ধকারময় কক্ষে আবদ্ধ করিয়াছে—স্বয়ং স্বহস্তে কক্ষদ্বার সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিয়াছে—কক্ষের সম্মুখে সহস্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়া অতি সতর্কভাবে পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছে। যখন সে বুঝিয়াছে, কোন প্রকারেই বন্দীর আর পলায়নের পথ নাই, তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সয়তানের হাস্তে দিগন্ত কম্পিত করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে দ্রুত অশ্বচালনা করিয়াছে, আর মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছে, আজ আর কমলার নিস্তার নাই—দেখি, কে তাহাকে রক্ষা করে।

বঙ্গের যুবরাজ বন্দী হইয়াছে, এ সংবাদ কমলা পূর্ব্বেই পাইয়াছে—তাহার অন্তরেও যথেষ্ট আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার পিশাচ স্বামীকে ভালরূপ চিনিতে পারিয়াছে, মনে মনে সে আজ মরণের আশঙ্কাও করিয়াছে। কিন্তু নিজের মৃত্যুভয়ে সে যতটা ভীত বা চিন্তিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ভয় বা চিন্তা তাহার হৃদয়ে

স্থান পাইয়াছে, বঙ্গের রাজকুমারের জন্ত। কমলা কল্পনাও করিতে পারে নাই, এত শীঘ্র এমন সহজে কেহ সেই মহাপুরুষকে বন্দী করিতে সক্ষম হইবে। দেশের শত্রু হইলেও বঙ্গের যুবরাজকে সে দেবতার মত পূজা করিত—তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়াছিল। তিনি বিপদে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার নরাধম স্বামীকে খ পদায় হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন, তাহার কল্যাণ কামনায় তাহার অর্থলোভী স্বামীর মনস্তুষ্টি-মানসে তিনি সঙ্গোপনে তাহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন। দুরাত্মা রত্নসিংহ যখনই তাহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্তর্যামী দেবতার ন্যায় তিনি তখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই দেবতা আজ বন্দী হইয়াছেন—কাল রাজ-দরবারে তাঁহার ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হইবে ভাবিতে ভাবিতে কমলার চক্ষে জল আসিল—সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাতে দানবীয় হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল—কমলার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দন্তবিকাশ করিয়া রত্নসিংহ বলিল, কমলা! তোমাকে সুসংবাদ দিতে ছুটে এসেছি, দেশের শত্রু বন্দী হয়েছে—সমগ্র সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হয়েছে। ও কি! তুমি মাথা নীচু করে' কাঁদ্‌ছো কেন? ছিঃ! ছিঃ! আনন্দ কর—আনন্দ কর।

রত্নসিংহের ব্যঙ্গোক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বাকি রহিল না—কমলা লজ্জায় ঘৃণায় আরও মাথা নীচু করিল। কমলার সন্নিকটে গিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া রত্নসিংহ বলিল, কি হে! নাগর বন্দী হয়েছে শুনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছ যে দেখ্‌ছি! আজ তোমাকে কে রক্ষা করবে?

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করিয়া কমলা বলিল, মাথার উপর আছেন ভগবান।

বিদ্রূপের হাস্য করিয়া রত্নসিংহ বলিল, ভগবানের উপর এতটা ভরসা রেখেছ? বেশ—বেশ! তোমার এক ভগবান ত আজ রাজার সুরক্ষিত কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে। আর কোন ভগবানের সঙ্গে যদি গুপ্ত পীরিত থাকে, তাকেই আজ স্মরণ কর—ছুটে আস্‌বে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার কোন ভগবানের বাবার সাধ্য নাই, আজ তোমাকে রক্ষা করে।

রত্নসিংহের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কমলা বলিল, তুমি কি করতে চাও?

"তোমাকে খুন করবো।"

"একটা অসহায় স্ত্রীলোককে খুন করা তোমার মত বীরপুরুষের পক্ষে অতি সামান্য কথা। তার জন্য এত আস্ফালন কেন?"

"আস্ফালনটা কর্‌ছি, গায়ের জ্বালায়। সেই তস্করটার সহায়তা পেয়ে তোমার বুকটা বড় উঁচু হয়েছিল—আমার সঙ্গে উঁচুগলায় কথা বল্‌তে সাহস করেছিলে। কিন্তু আজ?"

ক্রোধ কর্কশকণ্ঠে কমলা বলিল, আজ গলাটা আরও উঁচু করে' বল্‌বো, তোমার মত নরাধম, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ নীচ সংসারে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। পরম শত্রু হলেও যে রাজকুমার তোমার অশেষ উপকার করেছেন, সুদখোর মহাজনের কঠিন ঋণদায় থেকে তোমাকে মুক্তিদান করেছেন, সেই মহাপুরুষ আজ বন্দী হয়েছেন শুনে তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়েছ?

"আজ ত আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, কাল আবার সেই মহাপুরুষের

তাজা রক্তে স্নান করে গায়ের জ্বালা জুড়াবো। কমলা! আর আমার কোন ভয় নাই। তুমি প্রস্তুত হও।"

সয়তানের মুখের দিকে তাকাইয়া কমলা বলিল, আমি কোন কালেই অপ্রস্তুত নই—তোমার যা সাধ্য কর্‌তে পার।

"এখনও তোমার এতখানি বুকের পাটা কেন বলত ?"

"বুকের পাটা না থাক্‌লে কি তোমার মত সয়তানের সঙ্গে ঘরকন্না কর্‌তে পারি ?"

"আজই ঘরকন্না ঘুচে যাবে। তোমার বুকে ছুরী বসায়ে বঙ্গোপসাগরের অতলজলে নিক্ষেপ কর্‌বো।"

মুখ তুলিয়া কমলা বলিল, পার্‌বে ?

"নিশ্চয় পার্‌বো। এ সংসারে আর আমি কাকেও ভয় করি না!"

"ভগবানকে ?"

"ভগবানকে বিশ্বাসই করি না।"

"আমার উদরে তোমার সন্তান আছে।"

"সন্তানের উপরেও মমতা নাই।"

"তা হ'লে যথার্থই তুমি সয়তানের অবতার।"

"তাই আমি।"

কমলা তর্জ্জনী উত্তোলন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া বলিল, সয়তান! সাধ্য কি তোমার তুমি আমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ কর।

"আমার সাধ্য কি আছে দেখ্‌বে ?" বলিয়াই রত্নসিংহ কোটাদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, কমলা! কোথায় আছে তোমার ভগবান—কোথায় আছে বঙ্গের যুবরাজ ? একবার তাদের স্মরণ কর।

"স্মরণ মাত্রেই যে ভগবান উপস্থিত হ'বেন, এ কথা তোমারও স্মরণ করা উচিত ছিল সয়তান।" বলিয়াই কে পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া রত্নসিংহের উত্থিত হস্ত সবলে ধারণ করিল। সভয়ে কম্পিত কলেবরে পশ্চাতে ফিরিয়া রত্নসিংহ দেখিল, যথার্থই বঙ্গের যুবরাজ বীরগর্ব্বে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান আছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কি সম্ভব! এ কি বিশ্বাসযোগ্য! যে বঙ্গের যুবরাজকে সে স্বহস্তে বন্দী করিয়া স্বয়ং কারাগারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—যাহার সতর্ক পাহারায় উপযুক্ত সহস্র রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছে, স্বহস্তে কারা-কক্ষের দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সেই বন্দী কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া এ অসময়ে এমনভাবে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। রত্নসিংহ বুঝিল, ভ্রম—ভ্রম—সে স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্ন দেখিতেছে সত্য কিন্তু তাহার উত্থিত হস্ত এত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইয়াছে, যেন অস্থি মজ্জা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে—তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, কে তুমি—হাত ছাড়—ভেঙ্গে গেল।

বঙ্গের যুবরাজ রত্নসিংহের হাতের ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। রত্নসিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যুবরাজের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি—সেই সন্ন্যাসীর বেশ!

মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে এই লোককেই ত সে স্বহস্তে কারাগারে বন্দী করিয়া আসিয়াছে। তবে বন্দী কি প্রকারে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আসিল। রত্নসিংহ বুঝিল, বঙ্গের যুবরাজ হয় দেবতা—না হয়, পিশাচ-সিদ্ধ—সে বিষয়ে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, যুবরাজ! আপনি এখানে?

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আর একবার তোমার হাতখানা ধরে' বিশ্বাস জন্মায়ে দিতে ইচ্ছা করি। বলিয়া তিনি বাহু বিস্তার করিলেন—রত্নসিংহ সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

"আপনাকে ত এইমাত্র কারাগারে বন্দী করে' রেখে এসেছি?"

"সে কথাও সত্য এবং আমি সেখান থেকে তোমার পশ্চাতে ছুটে এসেছি, এ কথাও সত্য।"

"দুর্ভেদ্য কারাকক্ষ হ'তে মুক্তিলাভ কর্‌বার কোন উপায় ছিল না। তাহ'লে আপনি পিশাচ-সিদ্ধ—ভৌতিক কলেবরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত?"

"আমার কলেবরটা যে ভৌতিক নয়, যথার্থই রক্ত মাংস অস্থি দ্বারা গঠিত, তা কি স্পর্শের দ্বারাও জ্ঞাত হ'তে পারনি?"

সভয়ে রত্নসিংহ বলিল, বেশ পেরেছি। আপনি কারাগারের কক্ষদ্বার ভঙ্গ করে' এসেছেন?"

"সেটা ফিরে গিয়েই চোখে দেখ্‌তে পাবে।"

"শত শত রক্ষী ছিল সেখানে।"

"তারা সেখানে সেইভাবেই পাহারায় আছে।"

"তবে এখানে এলেন কি করে'?"

যুবরাজ বলিলেন, কি করে’ এসেছি—আবার কি করে’ যে সেখানে ফিরে যাব, সে তথ্য তোমাকে শেখাবার উদ্দেশ্যে ত এখানে আসিনি ?

“এটা ইন্দ্রজাল বলে’ বোধ হচ্ছে।”

“হ’তেও পারে—সেটাও ত একটা বিদ্যে।”

“কিন্তু নিজের হাতে যে আপনাকে বন্দী করেছি ?”

তাহ’লে ইন্দ্রজালের ভাবনা ঘুচে গেল।”

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে রত্নসিংহ বলিল, তবে কি করে’ এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হ’ল ?

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, রত্নসিংহ ! ভেবে খুন হচ্ছ কেন ? কিছুই অসম্ভব নয়। তুমি যা ভাব্ছ, তাও নয়—তুমি যা ভাব্তে পার না, তাও নয়। আমিও সত্য, তুমিও সত্য, তোমার চোখের উপর যা ঘটেছে বা ঘট্ছে, তাও সত্য।

“তবে মিথ্যা কি ?”

“মিথ্যা তোমার অহঙ্কার—মিথ্যা তোমার অভিমান—মিথ্যা তোমার অজ্ঞতা। রত্নসিংহ ! সূর্য্যকে উদয় হ’তে দেখি—অস্তে যেতেও দেখি। শুদ্ধ দেখ্তে পাই না কোন্টা জান ? সূর্য্য অস্তাচল হ’তে আবার পূর্ব্বের আকাশে ফিরে গেলেন কি করে’ ? অইখানেই আমাদের ভেল্কি লাগে ! অথচ এটা বড় সত্য কথা, সূর্য্য যেখানকার সেখানেই স্থির হ’য়ে আছেন, আমরাই কেবল খানিকটা ঘুর খেয়ে এসেছি। এই ঘুর খাওয়াটার নাম ভেল্কী বল—ইন্দ্রজাল বল—ভৌতিক বল আর যা ইচ্ছা হয়, বল্তে পার।”

“আপনি স্থির ?”

"হ্যা! আমিই স্থির—তোমরাই কেবল খানিকটা ঘোরা ফেরা করে' এসেছ।"

মাথা নীচু করিয়া রত্নসিংহ বলিল, তাহ'লে আমার বিশ্বাস, আপনি বন্দী হ'ন নি—আমরা ভ্রমক্রমে অপর একজনকে বন্দী করেছি।

"আমার হ'য়ে অপর একজন বন্দী হ'বে, এমন আহম্মুখ সংসারে আছে নাকি? এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আমার এমন কোন হিতৈষী বন্ধু নাই, যে আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হতে পারে। বন্দী আমিই হয়েছি—মুক্তি আমিই পেয়েছি। আবার যদি তুমি এখনই কারাগারে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে আমাকেই বন্দী অবস্থায় দেখ্‌তে পাবে।"

রত্নসিংহ বলিল, প্রত্যক্ষ না কর্‌লে বিশ্বাস হচ্ছে না।

যুবরাজ বলিলেন, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যতক্ষণ ফিরে না আসবে, আমি এইখানেই অপেক্ষা কর্‌বো। যাও, এখনই কারাগারে গিয়ে আমাকে দেখে এস।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রত্নসিংহ দ্রুতপদে কারাগার অভিমুখে ধাবিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এতক্ষণ কমলা অত্যন্ত বিস্মিতভাবে নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। রত্নসিংহ প্রস্থান করিলে সে হর্ষভরে কুমারের সম্মুখীন হইয়া বলিল, যুবরাজ! একই সময়ে আপনি এখানে—আপনি রাজ-কারাগারে বন্দী। এ যে বড় সমস্যার কথা!

যুবরাজ হাস্য সহকারে বলিলেন, কমলা! আমার সকল কার্য্যইত সমস্যাময়—রহস্য পূর্ণ।

কমলা বলিল, কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? আমি বিশেষ জানি, এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আপনার হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক একটী পুরুষও নাই। বঙ্গদেশ হ'তে আপনি একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বলে এ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। রাজসৈন্য যদি ভ্রমক্রমে অপর লোককে বন্দী করে' থাকে, সে ত আত্মপরিচয় প্রদান করেই মুক্তিলাভ করতে পারতো। ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছি না?

যুবরাজ বলিলেন, ব্যাপার যে কি, আজ না হয় কাল প্রকাশ হ'য়ে যাবে—তুমি চিন্তিত হয়ো না বা আমার জন্য বিন্দুমাত্র ভীত হয়ো না।

সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া কমলা বলিল, 'কুমার! সত্য বলুন, আপনি কি কোন অমানুষিক বা অতি মানুষিক শক্তি সম্পন্ন ?

কুমার বলিলেন, বিন্দুমাত্র না। যা মানুষে পারে বা মানুষে করে, এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এসে আমি তার বেশী কিছুই কর্‌ছি না। তবে আমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে যথেষ্ট—শক্তি আছে প্রচুর। তাই আমার কার্য্যগুলি তোমাদের পক্ষে অসাধারণ বলে' বোধ হচ্ছে। কমলা! এতদিনের পর আমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এখন একটা কথা তোমাকে বল্‌তে চাই, এই সয়তানের আশ্রয়ে আর কি তুমি থাক্‌তে চাও ?

উদাসভাবে কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া কমলা বলিল, এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আমি আর কোথায় আশ্রয় পাব, যে সেখানে গিয়ে নিরাপদ হ'ব ?

কুমার বলিলেন, এই সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পারি, যেখানে রত্নসিংহ কেন স্বয়ং রাজা বিক্রমসিংহেরও প্রবেশের অধিকার নাই। যাবে তুমি সেখানে ?

কমলা বলিল, নিজের প্রাণের মমতা আমার বিন্দুমাত্র নাই। তবে আমার গর্ভের সন্তানের মঙ্গল কামনায় এখনও আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

"তাহ'লে তোমাকে বাঁচ্‌তেই হ'বে। শোন কমলা! রত্নসিংহ বীরপুরুষ হ'লেও নরাধম। আমি শত চেষ্টা করেও তার চরিত্র সংশোধন কর্‌তে পার্‌লাম না। অচিরে এ রাজ্যমধ্যে আমার লীলা খেলা সাঙ্গ হ'বে—প্রতিজ্ঞা পালন করে' আমাকে দেশে চলে যেতে

হ'বে। তোমাকে রত্নসিংহের আশ্রয়ে রেখে' গেলে আমার অবর্ত্তমানে তোমার অমঙ্গলের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সেইজন্য আজ তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। তাই কৌশলে রত্নসিংহকে এইমাত্র দূরে সরায়ে দিয়েছি। তুমি এখনই প্রস্তুত হও।"

কমলা বলিল, প্রস্তুত আমি সর্ব্বক্ষণই আছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে যদি আপনার কোন অমঙ্গল ঘটে—পবিত্র চরিত্রে যদি লোকে অপবাদ দেয়।

যুবরাজ বলিলেন, আমার অমঙ্গলের ভয় এখনও তোমার আছে? সামান্য লোকাপবাদের ভয় আমি কোন কালেই করি না। তা যদি কর্‌তাম, রাজার সন্তান হয়ে সামান্য তস্করবৃত্তি নিয়ে আমি এ রাজ্যে উপস্থিত হতাম না। কমলা! তুমি বিলম্ব করো না। আমি জানি, তুমি অশ্বারোহন কর্‌তে নিপুণ। অট্টালিকার দ্বারে আমার অশ্ব সুসজ্জিত আছে। তুমি সেই অশ্বে আরোহন করে' এখনই এ গৃহ ত্যাগ কর।

"আপনি?"

"রত্নসিংহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যতক্ষণ সে ফিরে না আসে, আমাকে এখানেই থাক্‌তে হ'বে।"

"যদি সে বহু রক্ষী সঙ্গে করে' এনে আপনাকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করে?"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, বন্দী ত আমি হয়েই আছি। আবার বন্দী কর্‌বার আবশ্যক হবে না। আবশ্যক হ'লেও সমগ্র সপ্তদ্বীপবাসী একত্র হ'য়ে এলেও আমাকে বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্থান কর।

কমলা বলিল, একাকী কোথায় যাব ?

কুমার বলিলেন, সমুদ্রকূলে সর্ব্বপ্রথমে যে স্থানে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, অশ্বারোহনে সেইখানে উপস্থিত হ'বে। সেইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই তোমার পথ প্রদর্শক প্রাপ্ত হ'বে।

"কে সে লোক ?"

"যে লোকই হ'ক, তাকে দেখ্‌লেই তোমার আশঙ্কার কারণ থাকবে না। যাও, আর বিলম্ব করো না।"

কুমারের আদেশে কমলা অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অবিলম্বে রত্নসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল কিন্তু সে একাকী নহে—তাহার সঙ্গে রঙ্গলাল। উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিতভাবে কুমার বিজয়সিংহের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সহাস্যবদনে কুমার বলিলেন, রত্নসিংহ! অবাক্ হ'য়ে আছ কেন? এখন আমার উক্তি বিশ্বাস কর্‌তে পেরেছ কি?

রত্নসিংহ বলিল, হ্যাঁ—স্বচক্ষে দেখে এসেছি, কারাগারে বন্দী উপস্থিত আছে।

"আবার সেই বন্দী তোমার আবাসেও উপস্থিত।"

"উভয়েরই মূর্ত্তি একরূপ—পোষাক পরিচ্ছেদ একরূপ। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এই দুইজনের মধ্যে কে প্রকৃত তস্কর—বঙ্গের যুবরাজ বিজয় সিংহ। কিন্তু যেই প্রকৃত তস্কর হ'ন, আপনাকে স্বীকার কর্‌তেই হ'বে, বঙ্গের যুবরাজের তস্কর লীলায় অপর একজন সাহায্যকারী আছে।

"মিথ্যা—কেউ সাহায্যকারী নাই। বঙ্গের যুবরাজের প্রতিজ্ঞা ছিল, একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বলে সপ্তদ্বীপ রাজ্যে উপস্থিত হ'বে। সে প্রতিজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালিত হয়েছে এবং হ'বে। তোমাদের দৃষ্টিভ্রমেই হয়ত

একজন লোককে দুইজন দেখ্‌ছ। শুনেছি, কাল প্রভাতেই বন্দীর বিচার হ'বে—বিচারে তার উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হ'বে। ভ্রম তোমাদের—বন্দীকে শাস্তি দেবার শক্তি তোমাদের নাই। কাল প্রকাশ্য দরবারে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

হতাশভাবে রত্নসিংহ বলিল, সমস্যা বেশ জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আপনার লীলা অদ্ভুত!

যুবরাজ হাস্য সহকারে বলিলেন, আমাকে শাস্তি দেবার বাসনা তোমার যথেষ্ট ছিল কিন্তু রত্নসিংহ। সব পণ্ডশ্রম হ'ল। এখন তুমি কি করে' আত্মরক্ষা কর্‌বে বল দেখি? বার বার তোমাকে ক্ষমা করেছি—প্রচুর অর্থ সাহায্য করে' তোমাকে ঋণমুক্ত করেছি কিন্তু তুমি এমন অকৃতজ্ঞ নরাধম, তোমার বিবাহিতা পত্নীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছ—পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানের উপরও মায়া মমতা-শূন্য হয়েছ—এবং আমার কাছে উপকার প্রাপ্ত হয়ে আমাকেই বিপন্ন কর্‌বার চেষ্টায় আছ। রত্নসিংহ! ক্ষত্রিয় কুলে তোমার মত পাষণ্ড দ্বিতীয় আছে, আমার বিশ্বাস নাই। তুমি বীর বলে' পরিচিত কিন্তু ধিক্ তোমার বীরত্বে। রত্নসিংহ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না—সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গলাল এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন—অগ্রসর হইয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া রঙ্গলাল বঙ্গের যুবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, যুবরাজ! রত্নসিংহের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেছি—তাই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে ছুটে এসেছি। আপনি মহৎ—আপনার লীলা অদ্ভুত। প্রার্থনা কর্‌ছি, যত সত্বর পারেন, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করে' লীলা সমাপ্ত করুন।

কুমার বলিলেন, বন্দীর বিচার পর্য্যন্ত আমাকে এ রাজ্যে অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে, আমার এ লীলা সমাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু এ দেশ ত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বেই আমি তোমার এই বন্ধুবর রত্নসিংহকে শাস্তি দিতে চাই।

রত্নসিংহের মুখ শুকাইয়া গেল—সে কুমারের দিকে কাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কুমার পুনরায় বলিলেন, রত্নসিংহ! অন্ধ তুমি। বুঝ্‌তে পার নাই, তুমি হেলায় কি রত্ন হারায়েছ। কমলার মত সাধ্বী রমণী সংসারে বিরল। আজ হ'তে তুমি সেই পতিব্রতা সতী স্ত্রীকে হারালে—তার গর্ভের সন্তানকেও হারালে।

চমকিতভাবে রত্নসিংহ বলিল, কমলা কোথায়?

"সে যেখানে থা'ক, তার উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার কর্‌বার শক্তি আর তোমার নাই। এখন ইচ্ছা কর, সদাগর কন্যাকে বিবাহ করে' সুখী হ'তে পার—এ জীবনে তুমি কমলাকে আর চোখে দেখ্‌তে পাবে না।"

অমনি রত্নসিংহ ছুটিয়া গিয়া যুবরাজের পদতলে পতিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, যুবরাজ! শত অপরাধ ক্ষমা করেছেন. আর একবার আমাকে ক্ষমা করুন—আমার কমলাকে আমাকে ফিরিয়ে দিন। আমি চাই না, সদাগর কন্যা—চাই না তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি। আজ আমার সব মোহ ঘুচে গেছে।

যুবরাজ বলিলেন, কিন্তু বড় বিলম্বে। এতক্ষণে কমলা বহুদূরে চলে গেছে—আর ত তাকে ফিরে পাবে না?

কাতর কণ্ঠে রত্নসিংহ বলিল, পাব—পাব। করুণাময়! আপনি ইচ্ছা কর্‌লে নিশ্চয় তাকে পাব।

· যুবরাজ বলিলেন, এখন তাকে পেতে হ'লে অনেক সাধনার প্রয়োজন হ'বে। রত্নসিংহ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'বে।

"কি প্রায়শ্চিত্ত চাই?"

"পার্‌বে তুমি? অতি কঠোর।"

"আদেশ করুন।"

"ধন ঐশ্বর্য্যের মোহ ছাড়তে হ'বে—উচ্চ রাজপদ ত্যাগ কর্‌তে হ'বে। তারপর, পাঁচ বৎসর কাল সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে সাধু-সংসর্গ কর্‌তে হ'বে। পাঁচ বৎসর কাল এইভাবে অতিবাহিত করে' যদি সংসারে ফিরে এস, বঙ্গদেশে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, তোমার বনিতা ও সন্তানের সন্ধান বলে' দেব।"

ভূতল হইতে উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রত্নসিংহ বলিল, তাই কর্‌বো। আমি যথার্থই মহাপাপী—আমার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্‌বো। এখনই এই মুহূর্ত্তেই আমি সংসার ত্যাগ কর্‌বো। তাহার পর, রঙ্গলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রত্নসিংহ বলিল, ভাই রঙ্গলাল! আমার এই অট্টালিকা এবং ধন-সম্পত্তি যা কিছু র'ল—সব তোমার হস্তেই সমর্পণ করে' যাচ্ছি। যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পারি—যদি কখন কমলার উপযুক্ত স্বামী হবার দাবী কর্‌তে পারি, তা হলে দেশে ফিরে আস্‌বো—নতুবা চির-দিনের মত বিদায় হ'লাম। যদি কখনও আমার স্ত্রীর সন্ধান পাও, ভ্রাতার ভালবাসা তাকে দিয়ো—যদি আমার পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে, পিতার স্নেহে তাকে মানুষ করো। বলিয়াই রত্নসিংহ উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান করিল।

রঙ্গলাল বলিল, যুবরাজ! পাপীর উপরও আপনার এত করুণা!

আমি জানি, রত্নসিংহ অর্থলোলুপ পশু প্রকৃতির লোক ছিল। কি মোহিনী শক্তি আপনার! সেই নরাধমের অন্তরেও আত্মগ্লানি উপস্থিত করেছেন—মহাপাপীর সম্মুখেও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে’ দিয়েছেন। যুবরাজ! ধন্য আপনি—ধন্য আপনার শক্তি! আপনার শক্তির উপর আর আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনি সংসারে অজেয়।

যুবরাজ বলিলেন, ভুল তোমার রঙ্গলাল! আমি সামান্য মানব—আমার শক্তিও সামান্য। ভগবানের মহাশক্তিই সংসারে অজেয়—সেই শক্তির নামই বিদ্যা। এ সংসারে যে যত বিদ্যার্জ্জন, জ্ঞানার্জ্জন করবে, তত শক্তি-সম্পন্ন হ’বে। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি দ্বারা মহাজ্ঞানের উপার্জ্জন হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিই শক্তিশালী, জগতে এই আমার শিক্ষা প্রদান। রত্নসিংহের চিত্ত স্থির নয়। এ আত্মগ্লানি যে স্থায়ী হ’বে, সে বিশ্বাস আমার নাই। যাও রঙ্গলাল! কাল বিচারালয়ে আবার এক অদ্ভুত অভিনয় দেখ্‌তে পাবে। এই অভিনয়ের অন্তেই অতি অদ্ভুতভাবে আমার—প্রতিজ্ঞা-পালন।

প্রতিজ্ঞা পালন

প্রতিজ্ঞা পালন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বধ্বংসকারী দুরন্ত তস্কর বন্দী হইয়াছে, এ সংবাদ যখন রাজ্য মধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন দেশের লোক মহাহ্লাদিত হইল—রাজ্য মধ্যে দেব-দেবীর পূজা এবং বহু প্রকার আমোদ উৎসব আরম্ভ হইল— স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে সেই আমোদ প্রমোদে যোগদান করিল। তমলুক সহরের সর্ব্বত্র সমারোহ চলিতে লাগিল।

মহারাজ বিক্রমসিংহ চোর ধৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহানন্দে বৃদ্ধ সেনাপতিকে আলিঙ্গন দান করিলেন। অবিলম্বে কারাগৃহে দরবার করিয়া চোরের বিচারকার্য্য সম্পাদিত হইবে, দিকে দিকে এ সংবাদ প্রচারিত হইল।

তমলুকের প্রান্তভাগে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে ভীষণ কারাগার। সেই সমুন্নত সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর একখানি

প্রতিজ্ঞা পালন

সুচারু কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপের নিম্নে রাজ-দরবার স্থাপিত হইয়াছে। সেই দরবার ক্ষেত্রে সমুচ্চ সিংহাসনের উপর মহারাজ বিক্রমসিংহ আসীন হইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে যথোপযুক্ত আসনে প্রধান মন্ত্রী আমাত্যবর্গ বৃদ্ধ সেনাপতি ও সভাপণ্ডিতগণ সমুপস্থিত। অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারিগণও উপস্থিত হইয়াছেন। দেশের প্রধান প্রধান ধনী জমিদারগণ তথায় বিরাজমান। তাহা ভিন্ন, সেই দুরন্ত তস্করের বিরুদ্ধে যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে রাজ-দরবারে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারাও কারাগৃহে সাক্ষ্য প্রদানে আহুত হইয়াছে। জন সাধারণকে তথায় উপস্থিত হইয়া বিচারকার্য্য দর্শনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

অগণিত রাজসৈন্য সশস্ত্র চারিদিকে দণ্ডায়মান। এমন সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী বহু রক্ষী পরিবৃত হইয়া বিচার-ক্ষেত্রে আনীত হইল। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে দূরবর্ত্তী স্থানে একটী উচ্চ মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই মঞ্চ লৌহ-দণ্ডের দ্বারা প্রাকার বেষ্টনে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। দুরন্ত তস্করকে রক্ষীবর্গ অনতিবিলম্বে সেই মঞ্চের উপর লইয়া গেল। কয়েকজন রক্ষী নিষ্কোষিত তরবারী হস্তে সর্ব্বদা সতর্কভাবে সেই মঞ্চের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

সকলের লক্ষ্যস্থল হইয়া তস্কর সেই মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। বন্দীর মুর্ত্তি স্থির ধীর গম্ভীর—তাহার বদন-মণ্ডল প্রফুল্ল হাস্যময়। সেই গম্ভীর-মুর্ত্তি শান্ত-দর্শন সন্ন্যাসীকে অবলোকন করিয়া মহারাজ চমকিত হইলেন। তিনি বিস্ময়ভরে বলিলেন, সেনাপতি! এই কি সেই দেশ-বিখ্যাত তস্কর?

সেনাপতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ মহারাজ! আমি স্বহস্তে একে বন্দী করেছি।

রাজা বলিলেন, আমি ত স্বয়ং স্বচক্ষে অনেক সময় তস্করকে দেখেছি। আমার বিশ্বাস, তস্করের এ মূর্ত্তি নয়।

বিনীতভাবে সেনাপতি বলিলেন, মহারাজ! এই ভণ্ড সন্ন্যাসী বেশধারী তস্কর এ রাজ্য মধ্যে কখন বালক, কখন যুবক, কখন বৃদ্ধ, কখন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আবার কখন ঘোরতর কৃষ্ণকায় কাফ্রী সদৃশ রূপ ধারণ করে। দুষ্টের এই মোহন-মন্ত্রে সপ্তদ্বীপবাসী এতকাল মুগ্ধ ছিল।

সেনাপতি উপবেশন করিলে সভাষদ শ্রীধর পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায় বিচার প্রার্থনীয়। স্বীকার করি, তস্কর রাজ্যধ্বংসকারী মহাপাপী। তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি বিধান সকলের প্রার্থনীয়। কিন্তু প্রথমে তস্করকে সনাক্ত করা আবশ্যক। সেনাপতি মহাশয় অনুচরগণের সহিত বহু পরিশ্রমে এই সন্ন্যাসীকে বন্দী করেছেন সত্য কিন্তু আমরা পণ্ডিতমণ্ডলী প্রথমে জান্‌তে ইচ্ছা করি, এই সন্ন্যাসী কে এবং এর অপরাধ কি?

সেনাপতি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, পণ্ডিত-মহাশয়কে তস্করের পক্ষপাতী বলে' বোধ হচ্ছে।

শ্রীধর পণ্ডিত দেশ-বিখ্যাত বিদ্বান ও তেজস্বী ব্যক্তি। তিনি সেনাপতির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, সেনাপতি মশায়! স্মরণ রাখ্‌বেন, আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান—রাজসভার পণ্ডিত—চির নিরপেক্ষ। রাজ্য মধ্যে ন্যায় বিচার সম্পন্ন হ'বে বলে' মহারাজ উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক রাজসভাতে আমাদের স্থান প্রদান করেছেন। আমরা দোষী নির্দ্দোষী সকলের পক্ষে থেকে শাস্ত্রানুমোদিত তর্ক বিতর্ক করে' থাকি। আমাদের তর্কে বিতর্কে লোকে দোষী বা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে রাজ-দরবারে সুবিচার প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে এই সন্ন্যাসী বিচারার্থে রাজসভায়

আনীত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ প্রথমে আমরা শ্রবণ করবো—সন্ন্যাসীর পক্ষাবলম্বন করে' তর্ক করবো। আপনি তর্কে আমাকে পরাজিত করুন।

মহারাজ বিক্রমসিংহও পণ্ডিতের বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মশায় যথার্থ কথাই বলছেন, আপনি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সন্ন্যাসীকে দোষী সাব্যস্ত করুন। নতুবা নিরপরাধে একজনকে শাস্তি প্রদান করা রাজধর্ম্ম নয়।

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি মহাশয় চিন্তিত হইলেন, কি প্রকারে তিনি এই সন্ন্যাসীকে দেশ বিখ্যাত তস্কর বলিয়া প্রমাণ করিবেন। সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী—তাহাকে সনাক্ত করিবার উপায় কি? মাথা নীচু করিয়া সেনাপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি মাথা তুলিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, আপনার প্রশ্ন কি?

পণ্ডিত বলিলেন, এই সন্ন্যাসী কে এবং এর অপরাধ কি?

সেনাপতি। এই সন্ন্যাসী ভণ্ড শঠ প্রতারক ছদ্মবেশী বঙ্গের রাজকুমার—সপ্তদ্বীপ রাজ্যধ্বংসকারী ভীষণ তস্কর। এই ব্যক্তি রাজ্য মধ্যে বহু ধনী ব্যক্তির ধন অর্থ অপহরণ করেছে—সতীর অপমান করেছে—

বাধা দিয়া সভাপণ্ডিত বলিলেন, সেনাপতি মশায়! আপনি স্বচক্ষে কখনও বঙ্গের রাজকুমারকে দেখেছেন কি?

সেনাপতি। না।

পণ্ডিত। তবে এই সন্ন্যাসীই যে বঙ্গের যুবরাজ কি করে' সনাক্ত করেছেন?

. সেনাপতি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পণ্ডিত। আপনি অভ্রান্ত না হ'তে পারেন। আমি কিন্তু এই মুহূর্ত্তে প্রমাণ কর্‌তে পারি, এ ব্যক্তি বঙ্গের যুবরাজ নয়।

সেনাপতি। কি করে' প্রমাণ কর্‌বেন? সম্ভবতঃ আপনিও স্বচক্ষে কখনও বঙ্গের যুবরাজকে দেখেন নাই?

পণ্ডিত। দেখি নাই বটে কিন্তু আপনি বোধ হয় জ্ঞাত আছেন, মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে বঙ্গরাজ্য হ'তে যুবরাজের প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট একখানি তৈলচিত্র ক্রয় করে' আনিয়েছিলেন, সে চিত্র এখানেই উপস্থিত আছে। আপনি দেখুন দেখি, এই চিত্রের সহিত সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতির কোন সাদৃশ্য আছে কি না। বলিয়াই পণ্ডিত মহাশয় চিত্রখানি সর্ব্বজন সমক্ষে স্থাপন করিলেন।

সেনাপতি বলিলেন, আমি পূর্ব্বে বলেছি, বঙ্গের যুবরাজ বহুরূপী—ছদ্মবেশ ধারণে অদ্বিতীয়।

পণ্ডিত। ছদ্মবেশী কখন চিরস্থায়ীভাবে আপনার রূপ বা মুর্ত্তি পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে না। বন্দীর স্বরূপ উদ্ধার করুন।

সেনাপতি। দ্রব্যগুণের দ্বারা শরীরের রূপান্তর হয়, আবার দ্রব্যগুণের দ্বারাই পুনরায় স্বমুর্ত্তি উদ্ধার করা যায়। যে দ্রব্যগুণের দ্বারা এ রূপান্তর ঘটেছে, হয়ত তাহা আমাদের জানা নাই।

পণ্ডিত। যে জানে এমন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনুসন্ধান করে' প্রথমে বন্দীর স্বরূপ উদ্ধার করুন। নতুবা নির্দ্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করে' হয়ত অবিচার ঘটে যেতে পারে। বলিয়াই সভাপণ্ডিত মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলেন।

সেনাপতি মহাশয় চিন্তিত হইলেন। সহসা সে প্রকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোথায় পাওয়া যাইবে, তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া

নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সেনাপতিকে নিরুত্তর দেখিয়া মহারাজও চিন্তিত হইলেন। সভাপণ্ডিতের যুক্তি তর্ক তিনি ন্যায়-সঙ্গত মনে করিলেন। যদি বাস্তবিক এই ব্যক্তি বঙ্গের যুবরাজ না হয়, তাহা হইলে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে, অথচ প্রকৃত দোষী অক্ষত অবস্থায় প্রস্থান করিবে।

তখন মহারাজ রাজসভাস্থ সর্ব্বজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এখানে চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সর্ব্বজনই উপস্থিত আছেন। আমি সকলকেই আহ্বান করছি, এই বন্দী সন্ন্যাসী যে আমার রাজ্যধ্বংসকারী বঙ্গের যুবরাজ, যে পারেন প্রমাণ করুন।

সভাস্থ সমস্ত লোক নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন মহারাজ পুনরায় বলিলেন, তা হ'লে দেখ্‌ছি আমাদের ভ্রম হয়েছে, আমরা সন্দেহ ক্রমে একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে বন্দী করেছি—প্রকৃত চোর পলায়ন করেছে।

সর্ব্বলোক অবাক হইয়া রহিল—সকলেরই হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সেনাপতি নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। তখন প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! বন্দীর যথার্থতা সম্বন্ধে বন্দীকে প্রশ্ন করা উচিত। সন্ন্যাসী কি আত্মপরিচয় প্রদান করে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

প্রধান মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মহারাজ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্য বলুন, আপনি কি বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ?

সন্ন্যাসী কোন উত্তর প্রদান না করিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। সন্ন্যাসী বন্দী হইবার পর হইতে এ যাবৎ কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে শ্রবণ করে নাই। মহারাজ পুনরায় বলিলেন, আপনি কোন উত্তর

দিচ্ছেন না কেন? যদি উত্তর না দেন, আপনাকেই বঙ্গের যুবরাজ ধারণা করে' নিতে আমরা বাধ্য হ'ব।

সন্ন্যাসী তথাপিও নীরব। তখন মহারাজ রুষ্টভাবে বলিলেন, তা হ'লে এ ব্যক্তি নিশ্চয় সেই অদ্ভুত তস্কর।

অমনি শ্রীধর পণ্ডিত উত্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! হয়ত সন্ন্যাসী বাক্‌শক্তি-বিরহিত।

মহারাজ বলিলেন, ইঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?

পণ্ডিত। অধিকাংশ মূক ব্যক্তি বধির হ'য়ে থাকে।

মহারাজ তখন হতাশ হইয়া নীরবে বসিয়া পড়িলেন। মহারাজকে নীরব দেখিয়া রাজসভাস্থ সর্ব্বলোক নীরব হইয়া সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া রহিল। এই সময় সন্ন্যাসী তাঁহার স্থায়ী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, মহারাজ! আমি মূকও নই—বধিরও নই। এতক্ষণ নীরবে সমস্ত ব্যাপার দর্শন কর্‌তেছিলাম। রাজ-দরবারের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হই নাই—কেহই আমাকে তস্কর বলে' প্রমাণ কর্‌তে পারে নাই। সভাপণ্ডিত মহাশয় আমার পক্ষ সমর্থন করে' যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করেছেন, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান কর্‌ছি। মহারাজ! এখন আমি মুক্তিলাভ কর্‌তে পারি?

মহারাজ। প্রথমে আত্মপরিচয় প্রদান করুন।

সন্ন্যাসী। স্বচক্ষেই দেখ্‌ছেন, আমি উদাসীন সন্ন্যাসী। ঘর নাই—দ্বার নাই—আত্মীয় স্বজন কেহ আছে বলে' আমার বিশ্বাস নাই। আমি শৈশব কাল হ'তে বনবাসী সন্ন্যাসী। ভিক্ষা আমার উপজীবিকা—ঈশ্বরাধনাই আমার একমাত্র কার্য্য।

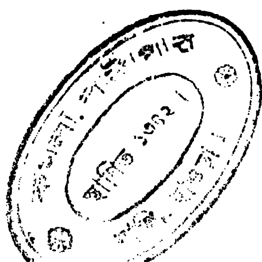
মহারাজ। সংসারে আপনার পরিচিত ব্যক্তি কেহ নাই?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করে' কখন কারো পরিচয় গ্রহণ করি না—স্বেচ্ছায় কখন কাহারও নিকট পরিচয় প্রদান করি না।

মহারাজ। আপনার নাম কি?

সন্ন্যাসী। এ যাবৎ কেহ কখনো আমাকে কোন নামে অভিহিত করেছে বলে' আমার স্মরণ হয় না।

তখন মহারাজ আদেশ করিলেন, ইনি উদাসীন যোগী সন্ন্যাসী। অতএব একে মুক্তি প্রদান কর। রাজাজ্ঞায় অনতিবিলম্বে কারাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীর শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহন করিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারাধ্যক্ষ শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইলে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী বাধা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, অপেক্ষা কর। কারাধ্যক্ষ স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশে আমি মুক্তিলাভ করেছি সত্য কিন্তু আমি আপনাকে আর প্রতারণা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আপনার সুবিচারের প্রশংসা করছি, কিন্তু সত্যের অপলাপ করা মহাপাপ। আমি সর্ব্বজন সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমি বঙ্গের যুবরাজ বিজয় সিংহ—আপনার রাজ্যধ্বংসকারী তস্কর। এখন আমাকে যে শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মনে করেন, প্রদান করুন—আমি অম্লানবদনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

সভাশুদ্ধ সর্ব্বজন সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল—সকলে অবাক হইয়া সেই প্রশান্ত গম্ভীর স্থির মূর্ত্তির প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

অমনি প্রধান সভাপণ্ডিত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আপনি যখন

নিজমুখে স্বীকার কর্‌ছেন, আপনি বঙ্গের রাজকুমার, তখন আমাদের আপত্তি কর্‌বার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা জানি, বঙ্গের যুবরাজের আকৃতির সহিত আপনার আকৃতির কোন সাদৃশ্য নাই।

সন্ন্যাসী। সেনাপতি মশায় সত্যই বলেছেন, আমি বহুরূপী। কল্য বনমধ্যে সহসা চারিদিক হ'তে আক্রান্ত হ'য়ে আমি আত্মগোপনের জন্য আকৃতি পরিবর্ত্তন করেছিলাম।

পণ্ডিত। আশা করি, আপনি পুনরায় স্বীয় আকৃতি ধারণ করে' আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌বার সুযোগ প্রদান কর্‌বেন।

সন্ন্যাসী। ততটা কষ্ট স্বীকারের কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি যখন নিজমুখে স্বীকার কর্‌ছি, আমিই সেই অপরাধী তস্কর, তখন আমার অনুকূলে কেন অনর্থক তর্ক কর্‌ছেন? এমন মূর্খ সংসারে কে আছে যে নিজের মৃত্যু নিজে বরণ করে নেয়?

পণ্ডিত। হয়ত আপনার কোন অভিসন্ধি আছে।

সন্ন্যাসী। যদি থাকে, রহস্য উদ্ধারের উপায় ত আপনাদের নাই?

পণ্ডিত। আমরা চাইনা যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হ'য়ে রাজার ন্যায় বিচারে আঘাত প্রদান করে।

সন্ন্যাসী। যখন সত্য উদ্ধারের উপায় আপনাদের নাই, তখন আমার স্বীকারোক্তিই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। আপনারা আমাকে শাস্তি প্রদান করুন।

এই সময় মহারাজ বলিলেন, সন্ন্যাসি! বঙ্গের যুবরাজের কণ্ঠস্বর আমার পরিচত। আপনার স্বর বিভিন্ন বলে' বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। স্বরানুকরণে বা কণ্ঠস্বরের রূপান্তর সাধনে আমার যথেষ্ট শক্তি আছে। পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী বঙ্গের যুবরাজের কণ্ঠস্বরে বলিলেন, মহারাজ! আমি বঙ্গের রাজকুমার। মহারাজ চমকিত হইলেন। কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কথাগুলি উচ্চারণ করিল। তিনি বিস্ময়ভরে বলিলেন, কি আশ্চার্য্য! সত্য সত্যই ত বঙ্গের যুবরাজের কণ্ঠস্বর কিন্তু আমার পশ্চাৎ হ'তে কে কথাগুলি উচ্চারণ করলে?

সন্ন্যাসী হাস্যসহকারে বলিলেন, আমি উচ্চারণ করেছি—এরই নাম পঞ্চস্বরী বিদ্যা—বহু পরিশ্রমে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট এ অদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষালাভ করতে হয়। এই বিদ্যাবলে যে কোন স্বর মুহূর্ত্ত্য মধ্যে অনুকরণ করা যায়—যতদূর ইচ্ছা পরিচালিত করা যায়—যেখান হ'তে ইচ্ছা উত্থিত করা যায়।

মহারাজ। সন্ন্যাসি! স্বর সাধনায় আপনাব অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেলাম, কিন্তু আপনিই যে বঙ্গের যুবরাজ এ সম্বন্ধে এখনও আমাদের সন্দেহ আছে।

সন্ন্যাসী। বৃথা সন্দেহ করছেন। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি, কেন আপনাদের অবিশ্বাস?

মহারাজ। আপনাকে ত মুক্তিদান করেছি, তবে কেন স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছেন?

সন্ন্যাসী। বড় অপমানের বিষয় যে সেনাপতি জয়সিংহ আমাকে বন্দী করেছেন। আমি সেনাপতিকে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করি। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি ছলে বলে কৌশলে কেউ আমাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়, তা হ'লে মিথ্যা প্রতারণার দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবো না। মহারাজ! আমি অপরাধী—আমাকে শাস্তি প্রদান করুন।

মহারাজ বলিলেন, ভাল—তাই হ'বে। বন্দীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত

স্বরূপ কোন প্রকাশ্য স্থানে তার শিরচ্ছেদ হ'বে। পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

সন্ন্যাসী। বিন্দুমাত্র না—এ পোড়ামুখ আর কাকেও দেখাতে ইচ্ছা করি না। আপনি শীঘ্র আমার শাস্তি বিধান করুন। মহারাজ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার একটী নিবেদন আছে, শুন্‌বেন কি?

মহারাজ। আপত্তি নাই।

সন্ন্যাসী। আপনি বোধ হয় আপনার প্রধান সেনাপতি জয়সিংহকে আপনার পরম হিতৈষী বলেই মনে করেন কিন্তু মহারাজ! আমার শেষ মুহূর্ত্তের অনুরোধ, অই বিশ্বাসঘাতক কপট সেনাপতিকে আপনি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস কর্‌বেন না।

মহারাজ। বল কি বন্দি! সেনাপতি আমার চিরহিতৈষী বন্ধু।

সন্ন্যাসী। যদি বন্ধু হ'বেন, তবে সঙ্গোপনে স্বীয় কন্যার সহিত আপনার একমাত্র পুত্র কুমার অমরসিংহের বিবাহ দিয়ে আপনার অতি পবিত্র মহৎ বংশে কলঙ্ক কালিমা ঢেলে দিয়েছেন কেন?

রোষভরে সেনাপতি বলিলেন, মিথ্যা কথা। মহারাজ! অই কপট ভণ্ড সন্ন্যাসীর বাক্য বিশ্বাস কর্‌বেন না।

সন্ন্যাসী। সত্য মিথ্যা তদন্ত কর্‌লেই মহারাজ সমস্ত ব্যাপার অবগত হ'বেন।

সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকে পদাঘাত করিলে কালসর্প যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, মহারাজ বিক্রমসিংহ তেমনই ক্রোধান্ধ ভাবে সেনাপতিকে বলিলেন, সেনাপতি! সত্য কি?

বিস্মিত ও ভীতভাবে সেনাপতি বলিলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

সন্ন্যাসী বলিলেন, মহারাজ! মরণকালেও মিথ্যা কথা বলে' জিহ্বাকে

কলঙ্কিত করতে চাই না। আপনি তদন্ত করুন। সম্ভবতঃ কুমার অমরসিংহ বিবাহ অস্বীকার করবেন না।

মহারাজ বলিলেন, বেশ, তাই হ'ক—আমি নিজেই এখনি উদ্যান বাটীতে গিয়ে তদন্ত করবো।

সন্ন্যাসী বলিলেন, আরও শুনুন মহারাজ! দুষ্ট সেনাপতি গোপনে কুমার অমরসিংহের সহিত তনয়ার বিবাহ দিয়েছে—কুমারকে একেবারে বাধ্য করে' ফেলেছে। দুরাত্মা কুমারের সহিত ষড়যন্ত্র করেছে, কোন কৌশলে আপনার প্রাণ হরণ করে' কুমারকে সপ্তদ্বীপের সিংহাসনে বসাবে।

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মহারাজ বলিলেন, সেনাপতি! যদি প্রমাণ হয়, তোমার তনয়ার সহিত গোপনে কুমারের বিবাহ হয়েছে, তাহ'লে বন্দীর সঙ্গে তোমারও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হ'বে। আমি এখনই তদন্ত শেষ করে' ফিরে আসবো—সকলে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।

বলিয়াই মহারাজ দরবার ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজকুমার অমরসিংহ ও সুধালতা উভয়েই আজ উদ্যানবাটীতে আশ্রয় লইয়াছেন। অমরসিংহ ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গের যুবরাজকে সেনাপতি জয়সিংহ কোন প্রকারেই বন্দী করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কন্যা সুধালতার উপর অত্যাচার করিতে পারেন। এই আশঙ্কায় যুবরাজ স্বীয় পত্নীকে রক্ষা করিতে চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন—তাহাই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানবাটীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবাহ ব্যাপার আর গোপন রাখিবেন না। তাহাতে ভাগ্যে যাহা থাকে, ঘটিবে।

রজনী প্রভাতে তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, বঙ্গের যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন—সে জন্য রাজ্যবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। সুধালতা এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইল—সে কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। কুমার তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, সুধা! অধীর হয়ো না—বঙ্গের যুবরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, এ কথা আমার

আদৌ বিশ্বাস হচ্ছে না। যদি হ'য়েই থাকেন, মনে রেখো, নিশ্চয় তাঁর কোন অভিসন্ধি আছে।

সুধালতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যদি সত্যই তিনি বন্দী হ'য়ে থাকেন, রাজদ্বারে তাঁকে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

অমরসিংহ বলিলেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, কেউ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

ঠিক সেই সময়ে রাজকুমারী সুবর্ণলতা ও মন্ত্রী-কন্যা শৈলজা উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এতকাল কুমার অমরসিংহ উদ্যানবাটীতে বন্দীভাবে কালযাপন করিতেছেন কিন্তু রাজকুমারী সুবর্ণলতা কখনও জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই—মহারাজেরও সে প্রকার অনুমতি ছিল না। আজ অতি সঙ্গোপনে রাজকুমারী মন্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে লইয়া কুমার অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজকুমারীকে দেখিয়া অমরসিংহ বিস্মিত হইলেন—তিনি তাঁহার উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, দাদা! শুনলাম, কল্য বঙ্গের যুবরাজ বন্দী হয়েছেন।

অমরসিংহ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, দেশের শত্রু বন্দী হয়ে থাকে, ভালই হয়েছে, তাতে দুঃখের কারণ কি আছে?

সুবর্ণলতা মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজ দেশের শত্রু হতে পারেন কিন্তু তিনি আপনার পরম মিত্র।

অমরসিংহ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজ আমার মিত্র? বল কি সুবর্ণ? মহারাজ শুনলে আমার মাথা কেটে ফেলবেন—দেশের লোক আমাকে বঙ্গোপসাগরের লোণা জলে ডুবিয়ে মারবে।

স্বর্ণলতা বলিলেন, কত দিন আর আত্মগোপন করে' থাক্‌বেন দাদা? তাহার পর, সুধালতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই যে রমণীরত্নটী এখানে বর্ত্তমান, এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি দাদা?

অমরসিংহ বলিলেন, ইনি সেনাপতি-তনয়া সুধালতা—একে তুমি চেন না স্বর্ণ?

স্বর্ণ বলিল, যথেষ্ট চেনা-শোনা আছে। ইনি এই নির্জ্জন উদ্যান-বাটীতে আপনার কাছে আগমন করেছেন কি জন্য?

অমর। কোন প্রয়োজন থাক্‌তে পারে না কি?

স্বর্ণ। আপনার মত যুবাপুরুষের সহিত এই পরমাসুন্দরী যুবতীর গোপন সাক্ষাৎ সাধু বলে ত আমাদের ধারণায় আস্‌ছে না?

সুধালতা সলজ্জভাবে মাথা নীচু করিয়াছিল—অমনি স্বর্ণলতা জোর করিয়া তাহার মুখখানি উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, কি লো সই! ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা হ'ল নাকি?

কুমার অমরসিংহ ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, স্বর্ণ! তুই বড় দুষ্ট হয়ে উঠেছিস্ দেখ্‌ছি।

স্বর্ণলতাও মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমার দাদাটীও কম দুষ্ট হয়ে উঠেন নি। দাদা আমার ডুব দিয়ে জল খান, শিবের বাবাও জান্‌তে পারে না।

হাস্য সহকারে অমরসিংহ বলিলেন, কি বল্‌ছিস্ স্বর্ণ?

স্বর্ণলতা বলিলেন, বল্‌ছি এই, ছেলের কাছে বাপের হার হয়ে গেল।

অমর। কেন?

স্বর্ণ। গোপন করে' কত দিন থাক্‌বেন দাদা? আমি শৈলজার

মুখে সব শুনেছি। এই যে সুন্দরী সখী আমার, বর্তমানে আমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ—কাজেই প্রণম্যা।

বলিয়াই সুবর্ণলতা প্রথমে রাজকুমারকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর, যেইমাত্র সুধালতাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সুধালতা সুবর্ণলতাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল।

অমরসিংহ বলিলেন, আমাদের গোপন-বিবাহের কথা শৈলজা কার কাছে শুনেছে ?

সুবর্ণ হাসিয়া বলিলেন, যিনি ঘট্‌কালী করেছিলেন, তাঁরই কাছে। শোনেন নি, বঙ্গের যুবরাজ একদিন মন্ত্রীভবনে গোপনে শৈলজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনিই ওর কাছে বিবাহের রহস্য প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বঙ্গের যুবরাজ দেশের শত্রু হ'লেও আপনাদের মিত্র। এখন, আপনার এই মিত্রবরকে রক্ষা কর্‌বার কি উপায় আছে দাদা ? সেইজন্যই আমরা আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

অমনি সুধালতা মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, শত্রুর জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন সই ?

সুবর্ণলতা লজ্জিত হইলেন—মন্ত্রীতনয়া শৈলজা উত্তর করিলেন, শত্রুর জন্য মাথা ব্যথা অনেকেরই দেখা যায়—শত্রুর জন্য একদিন ননদিনী সুধালতা মহারাজের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মুখে মাথা পেতে দিয়েছিলেন।

সুধালতাও হাস্য সহকারে বলিলেন, আর আমার সতী সাধ্বী ভ্রাতৃজায়াটী সবার চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি শত্রুর জন্য কলঙ্কের ভরা অম্লানবদনে মাথায় পেতে নিয়েছিলেন।

রাজকুমার বাধা দিয়া বলিলেন, থা'ক—থা'ক, আর তোমাদের পরস্পরের গুণপনার পরিচয় দিতে হ'বে না। তিনি সুবর্ণলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সুবর্ণ! তুমি যোগ্য পাত্রে আত্মদান করেছ দেখে আমি বড় সুখী হয়েছি। বঙ্গের যুবরাজের জন্য তোমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। যে মুহূর্ত্তে আমি বিজয়সিংহের বন্দীর সংবাদ পেয়েছি, সেই মুহূর্ত্তে আমি রামপালকে দিয়ে প্রধান সভাসদ শ্রীধর পণ্ডিতকে অনুরোধ করে' পাঠায়েছি, তিনি যেন বন্দীকে মুক্তিদানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মশায় আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখেন—তিনি নিশ্চয় আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। রাজসভায় বিচার ব্যতীত বন্দীর শাস্তির আদেশ হ'বে না। শ্রীধর পণ্ডিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি—তিনি যুক্তি তর্কে অদ্বিতীয় সুতরাং বন্দীর মুক্তির আশা যথেষ্ট।

রাজকুমারের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সুবর্ণলতা ও শৈলজা উদ্যানবাটী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনতিবিলম্বে রক্ষী পরিবৃত হইয়া মহারাজ বিক্রমসিংহ উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। কুমার অমরসিংহ ও সুধালতা পাশাপাশি বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন—রাজা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা চমকিত হইলেন। মহারাজ বিক্রমসিংহের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, বন্দীর উক্তি বিন্দুমাত্র মিথ্যা নহে। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি নবীন দম্পতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রোষভরে কুমারকে বলিলেন, কে এই রমণী ?

নতমস্তকে অমরসিংহ বলিলেন, আমার বিবাহিতা স্ত্রী—সেনাপতি-তনয়া সুধালতা।

মহারাজ বিক্রমসিংহ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা এত সতর্কতা সমস্তই বৃথা হইয়াছে—তাঁহার কুলগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া কুমার অমরসিংহ প্রণয়পাত্রীকে সঙ্গোপনে বিবাহ করিয়াছেন। কুমারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহারাজ বলিলেন, নরাধম পুত্র! পিতৃ-দ্রোহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছ—তোমার মুখদর্শন উচিত নয়। প্রকাশ কর, কে ষড়যন্ত্র করে' এ বিবাহ ব্যাপার সম্পাদন করেছে ?

বঙ্গের যুবরাজের নাম উচ্চারণ করিতে কুমারের সাহস হইল না।—তিনি মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা বৃদ্ধ সেনাপতির কার্য্য—সেনাপতির অমঙ্গলের আশঙ্কায় কুমার নীরব রহিয়াছেন। রাজা সে সম্বন্ধে অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না—তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, কোথায় গেল সে উদ্যানরক্ষক রামপাল?

অবিলম্বে চিরবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রামপাল মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বিক্রমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, রামপাল! এই উদ্যানবাটীতে সঙ্গোপনে কুমারের বিবাহ হয়েছে, তুমি অবগত আছ?

বিন্দুমাত্র আত্মগোপন না করিয়া রামপাল নতমস্তকে বলিল, আছি।

"তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?"

রামপাল বলিল, অপরাধ করেছি, শাস্তি দিন।

ক্রোধ-কর্কশ কণ্ঠে রাজা বলিলেন, তোমার শাস্তি ভয়ঙ্কর। রাজ-দ্রোহী কর্ম্মচারীর কি শাস্তি হয়, তোমার জানা আছে?

রামপাল বলিল, আপনি সশস্ত্র—আমি নিরস্ত্র দাস। আপনি শক্তিমান—আমি দুর্ব্বল। যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পারেন।

"তুমি প্রাণের ভয় রাখো না?"

"তা যদি থাক্‌তো, এ বিদ্রোহিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হ'তাম না।"

"কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রকাশ কর।"

রামপাল নির্ভয়চিত্তে বলিল, দাস আজ্ঞাপালনে অক্ষম।

"বটে! আমার বৃত্তভোগী কর্ম্মচারী হ'য়ে তুমি আমার আজ্ঞাপালনে অক্ষম?"

স্পর্দ্ধার সহিত রামপাল বলিল, বৃত্তভোগী ভৃত্য বলে' বিবেকের

বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌বার মত দুর্ব্বলতা আমার নাই। আমি জানি, কুমার সেনাপতি-তনয়াকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং সে ভালবাসার মিলনে বাধা প্রদান করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করি।

লগুড়াহত শার্দ্দুলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বিক্রমসিংহ বলিলেন, এতদূর বিবেক-বুদ্ধি তোমার হয়েছে রামপাল? বিশ্বাসঘাতক! জান, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌তে পারি?

রামপাল বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া বলিল, আপনি পরাক্রমশালী রাজা আর আমি সামান্য নগণ্য কর্ম্মচারী; আপনি অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত—আমি নিরস্ত্র। ইচ্ছা কর্‌লে আপনি আমার প্রাণ বিনাশ কর্‌তে পারেন বই কি! কিন্তু মহারাজ! আপনি উচ্ছৃঙ্খল দাম্ভিক নরপতি—আপনার রাজ্যে কোন প্রজার প্রাণ নিরাপদ নয়। আপনিও মনে রাখ্‌বেন, রামপাল প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে কোন কালে কর্ত্তব্যচ্যুত হ'বে না।

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মহারাজ অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক রামপালের শিরশ্ছেদ করিতে অস্ত্র উত্তোলন করিলেন। অমনি কুমার অমরসিংহ মধ্যস্থ হইয়া পিতার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! রামপালের অপরাধের চেয়ে আমার অপরাধ সহস্র গুণ অধিক। যদি শাস্তি দিতে হয়, অগ্রে আমার শিরচ্ছেদ করুন।

রাজা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া কালসর্পের ন্যায় ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি একবার রামপাল একবার কুমার অমরসিংহের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেনাপতি-তনয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রাজার চরণতলে পতিত হইয়া সজলনয়নে বলিল, মহারাজ! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী

আমি। কুক্ষণে আমি রূপবতী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম—কুক্ষণে আমি সপ্তদ্বীপের রাজকুমারের পবিত্র প্রণয়ের অধিকারী হয়েছিলাম। আমি পরাক্রমশালী সপ্তদ্বীপের রাজার কুলবধু হয়েও অদৃষ্টদোষে চির-লাঞ্ছিতা। মহারাজ! আমার প্রাণ বিনাশ করুন। আমিই আপনার সকল অনর্থের মূল। আমার মৃত্যু হ'লে আমার পিতার লাঞ্ছনা—স্বামীর লাঞ্ছনা সম্ভবতঃ সপ্তদ্বীপ রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে। মহারাজ! আমি অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি, আর সহ্য করতে পারি না। দয়া করে' আমার সকল দুঃখের অবসান করুন।

রাজা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুধালতার কাতর উক্তিতে আজ যেন তাঁহার অন্তরে বিষম বেদনা উপস্থিত হইল। রাজা অবনত-কায় হইয়া সুধালতার হাত ধরিয়া বলিলেন, ওঠ মা!

সুধালতা না উঠিয়া রাজার চরণ যুগল সুদৃঢ়ভাবে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া বলিল, ক্ষমা করুন আমার স্বামীকে—ক্ষমা করুন রামপালকে।

রাজা বলিলেন, সেনাপতি তনয়া! বিদ্রোহীদের উপর ক্ষমা প্রকাশ করা দুর্ব্বলতার পরিচয়। দুর্ব্বলতা রাজ-ধর্ম্ম নয়। তোমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি—রাজবধূর ন্যায় গৌরবে তোমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু কুমার অমরসিংহ, রামপাল এবং অন্য যে যে ব্যক্তি এ বিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, আমি তাদের মধ্যে একজনকেও ক্ষমা করতে পারবো না। যদি তুমি নিজে রাজপুরীতে যেতে চাও, এখনই উপযুক্ত যান বাহনাদি উপস্থিত হ'বে—সেখানে রাজবধূর উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হ'বে। কিন্তু কুমারকে শাস্তি নিতে হ'বে।

ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া সুধালতা বলিল, তবে আমাকে রাজ-পুরীতে যেতে হ'বে কি জন্য?

গম্ভীরভাবে রাজা বলিলেন, রাজবধূর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য।

সুধালতা বলিল, যে রাজবধূ আপনার গৃহে উপস্থিত হ'লেই আপনার বংশমর্য্যাদা হানির আশঙ্কা আছে, সে বধূটী না হয় রাজপথে ধূলায়ই পড়ে' থাক্‌বে। নিজে আমি বিন্দুমাত্র সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা মান-সম্ভ্রমের প্রত্যাশী নই। যদি রাজবধূর সম্ভ্রম আমাকে দিতে চান, আপনি কুমার ও রামপালকে ক্ষমা করুন।

রাজা বলিলেন, রাজবধূকে আমি সম্ভ্রম দিতে প্রস্তুত কিন্তু অপরাধীকে অযথা ক্ষমা করে' রাজধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছা করি না। তোমার ইচ্ছায় আমি কুমার অমরসিংহ ও রামপালের জীবন বিনাশে নিরস্ত হ'লাম কিন্তু তাদের উপর আমার দণ্ডাদেশ—রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন। বলিয়াই রাজা রক্ষীগণের সহিত উদ্যানবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন রাজা বিচারালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার বদনমণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের মত। রাজা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, সেনাপতি! বিশ্বাসঘাতক তুমি!

সম্মুখে বজ্রপতনের ন্যায় সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতির মুখমণ্ডল বিষন্ন বটে কিন্তু তিনি ভয়শূন্য। দণ্ডায়মান হইয়া সেনাপতি বলিলেন, কিসে প্রমাণ পেলেন?

রাজা বলিলেন, তোমার কার্য্যে। কুমার অমরসিংহ ও তোমার তনয়া সুধালতা যথার্থই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তারা বর্ত্তমানে একত্র উদ্যানবাটীতে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করছে। এখন বুঝতে পারছি, তস্করের বাক্য মিথ্যা নয়—এ ষড়যন্ত্রের মূল তুমি।

অমনি প্রধান সভাপণ্ডিত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, সেনাপতি মশায় আপনার চিরবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—প্রাণপাতেও এ যাবৎ রাজকার্য্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি যে এই ষড়যন্ত্রের মূল, বিশ্বাস হচ্ছে না মহারাজ!

. রাজা বলিলেন, অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

পণ্ডিত বলিলেন, শুদ্ধ তস্করের বাক্যের উপর নির্ভর করে' এ ধারণা করা অন্যায় হচ্ছে। কুমার অমরসিংহের মুখে কি আপনি এ কথা শ্রবণ করেছেন?

রাজা বলিলেন, শত চেষ্টা করেও কুমারের মুখ হ'তে সত্য কথা বা'র কর্‌তে সক্ষম হই নাই।

পণ্ডিত বলিলেন, তবে কি অসত্যের উপর নির্ভর করে' রাজভক্ত প্রবীণ কর্ম্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে' শাস্তি প্রদান কর্‌বেন? চোরের বাক্য আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

রাজা বলিলেন, পণ্ডিত মশায়! আর আমি ন্যায় অন্যায় বিচার কর্‌তে প্রস্তুত নই। যে জাত্যাভিমান বুকে পূরে আমি রাজ্যের সর্ব্বনাশ বরণ করেছি—যে জন্য আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি, প্রাণসম পুত্রকে এ যাবৎ কারারুদ্ধ করেছি, সয়তানের চক্রান্তে সে অভিমান আজ চূর্ণ হয়ে গেছে, সূর্য্যবংশীয় নৃপতির গৃহে আজ একটা সামান্য লোকের কন্যা কুলবধূরূপে প্রবেশ করেছে।

সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া সেনাপতি জয়সিংহ বলিলেন, মহারাজ! এত অহঙ্কারী—এত দাম্ভিক আপনি? রাজবংশে আমার জন্ম না হ'লেও আমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান—উচ্চকুলে আমার জন্ম। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল বুকের রক্তদানে সপ্তদ্বীপ রাজ্যের গৌরব রক্ষা করে' গেছেন—আমি আজীবন প্রাণপাতে এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেছি। আপনি আমাকে এত হীন মনে করেন যে আমার কন্যা আপনার কুলবধূ হ'য়ে রাজবংশের সম্মান নষ্ট করেছে? দাম্ভিক ভূপতি! কার অনুগ্রহে এখনও আপনার শিরে মুকুট শোভা পাচ্ছে, সংবাদ রাখেন কি?

ক্রোধভরে রাজা বলিলেন, নিজের ক্ষমতায় নিজের মস্তকে মুকুট ধারণ করেছি, কারো অনুগ্রহের ধার ধারি না।

সেনাপতি বলিলেন, বটে! তবে কি জন্য গভীর অরণ্যবাসী এ বৃদ্ধ সেনাপতিকে আহ্বান করে' রাজ্যে এনেছিলেন?

রাজা বলিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মান-মর্য্যাদা হারাতে হয়েছে—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে—ষড়যন্ত্র করে' তোমার কন্যাকে রাজবধূ কর্‌বার সুযোগ পেয়েছিলে।

জয়সিংহ বলিলেন, এত হীন যে নরপতি—এত অকৃতজ্ঞ যে রাজা আমার কন্যা তার কুলবধূ হয়েছে শুনে, হৃদয়ে গৌরব অনুভব করা দূরে থা'ক, ঘৃণার উদয় হচ্ছে।

ক্রোধভরে রাজা বলিলেন, সাবধান সয়তান!

উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য করিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, আমাকে সতর্ক কর্‌বার পূর্ব্বে আপনি নিজে সাবধান হ'ন। মহারাজ! দেশের সমস্ত ধনবান জমিদার এমন কি প্রজাগণ পর্য্যন্ত আপনার দাম্ভিকতায় অধীর হ'য়ে উঠেছে, সংবাদ রাখেন কি? কবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌তো, শুদ্ধ অকৃত্রিম রাজভক্তির খাতিরে আমি এতকাল সকলকে নিরস্ত করে' রেখেছি—রাজ্যের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনার ন্যায় অযোগ্য নৃপতির সেবা করে' এসেছি কিন্তু আর আপনার উপায় নাই—ধ্বংসই আপনার অনিবার্য্য পরিণাম।

রাজা বলিলেন, বুঝেছি, তুমিই সকল ষড়যন্ত্রের মূল—আজ বিষ-বৃক্ষের মূলোৎপাটন কর্‌বো।

ক্রোধভরে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেনাপতি বলিলেন, কি কর্‌বেন রাজা?

রাজা বলিলেন, কল্য প্রভাতে তস্করের শিরচ্ছেদ—পরদিন তোমার শূলদণ্ডের ব্যবস্থা।

হাসিয়া সেনাপতি বলিলেন, আমার প্রতি শূলদণ্ডের ব্যবস্থা সম্ভবপর হ'বে কি?

রাজা বলিলেন, বুঝেছি সয়তান! তুমি পলায়নের ব্যবস্থা কর্‌ছ। অমনি রাজা আদেশ করিলেন, রক্ষিগণ! বন্দী কর এই দুষ্ট সেনাপতিকে।

কোন রক্ষী অগ্রসর হইল না—সকলেই মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রাজা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, রঙ্গলাল! আমার আদেশ পালন কর।

রঙ্গলাল নতমস্তকে রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, মহারাজ! পদত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছি—আদেশ পালনে অক্ষম।

বিচলিত ভাবে রাজা বলিলেন, বটে! তোমারও দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে? সূর্য্যসিংহ!—

রাজা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, ক্ষণকাল পূর্ব্বেই সহকারী সেনাপতি রাজ-দরবার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধীরভাবে রাজা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি সপ্তদ্বীপের পরাক্রমশালী রাজা—আমার কি কোন শক্তি নাই—আমার কি কেহই নাই—সকলেই বিদ্রোহীর দলে?

জয়সিংহ বলিলেন, মহারাজ। দাম্ভিকতার ফলে আপনার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে, বুঝ্‌তে পেরেছেন কি? কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, এত অপমানেও সেনাপতি জয়সিংহ বিশ্বাসঘাতক নয়। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, রাজশক্তির অবমাননা হ'তে দিব না। অমনি বৃদ্ধ

সেনাপতি রঙ্গলাল ও রক্ষিগণকে আদেশ করিলেন, রঙ্গলাল! রক্ষীবর্গ! রাজদ্রোহিতা মহাপাপ—নতমস্তকে রাজার আদেশ পালন কর।

অমনি রক্ষীবর্গ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে সেনাপতি জয়সিংহকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার বাহুযুগলে সুদৃঢ় শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। রাজা দ্রুতপদে দরবার-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তমলুকের ভীষণ কারাগারের অন্ধকারময় প্রদেশে একটী সুরক্ষিত প্রকোষ্ঠে দেশ-বিখ্যাত তস্কর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। কারাদুর্গের মধ্যে রাজ-দরবারে চোরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে—প্রভাতে জল্লাদের হস্তে তাহার শিরচ্ছেদ হইবে। দেশের শত্রু বন্দী হইয়াছে—আনন্দের সীমা নাই। কারারক্ষীগণ নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতেছে।

জনৈক প্রহরী তস্করকে আহার্য্য প্রদান করিবার জন্য নিশীথ সময়ে পাচক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার কক্ষের সম্মুখে আগমন করিল। কক্ষ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে ব্রাহ্মণ তস্করের সম্মুখে খাদ্য রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিল। স্থানটী তখন একেবারে নির্জ্জন হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে প্রহরী ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, রঘুবীর! তুমি এখানে বন্দী?

তস্কর চমকিত হইয়া প্রহরীর মুখের দিকে তাকাইয়া হর্ষ-বিস্ময়ে বলিল, কুমার! আপনি প্রহরী বেশে আমার সম্মুখে?

প্রহরীবেশী বঙ্গের যুবরাজ বলিলেন, বাধ্য হ'য়েই তোমার উদ্ধার

আনসে এই নিশীথ সময়ে আমাকে কারাগারে প্রবেশ কর্‌তে হয়েছে। রঘুবীর! ইচ্ছা করে' কেন তুমি বন্দী হয়েছ? কেন তুমি বঙ্গভূমি ত্যাগ করে' সপ্তদ্বীপে এসেছ?

তস্করবেশী রঘুবীর বলিল, কুমার! যে দিন আপনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করে' এ দেশে এসেছেন, সে দিন আমি গুপ্তভাবে আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে এসেছি। এ যাবৎ আপনি যখন যেখানে অবস্থান করেছেন, আমিও ছদ্মবেশে আপনার সন্নিকটে বাস করেছি। নগরে গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বত-শিখরে আমি সর্ব্বত্র আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রমণ করেছি—এ রাজ্যে আপনি যখন যে কার্য্য করেছেন, সব অবগত আছি। আপনাকে বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেখে আমি আপনার দেহরক্ষক ভৃত্য হ'য়ে কি করে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকি?

যুবরাজ বলিলেন, তোমার অসামান্য প্রভুভক্তি দেখে সন্তুষ্ট হ'লাম কিন্তু তুমি বন্দী হ'লে কেন? তোমাকে বন্দী কর্‌তে পারে এমন লোক সপ্তদ্বীপে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। কেন স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছ?

রঘুবীর বলিল, আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য। সেনাপতি-ভবন হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে যখন আপনি অশ্বারোহণে পলায়ন কর্‌লেন, তখন আপনার সমূহ বিপদ বুঝ্‌তে পেরে আপনার অগ্রে অতি দ্রুতপদে গমন কর্‌তে লাগ্‌লাম। বনের সন্নিকটে এসেই আমি কাঠুরিয়া বেশে বনমধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। অবিলম্বে রঙ্গলাল, রত্নসিংহ প্রভৃতি সেনানীগণও সসৈন্যে সেই বনমধ্যে অন্ধকারে লুক্কাইত হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আপনি সূর্য্যসিংহের সংজ্ঞাশূন্য দেহ বক্ষে ধারণ করে'

অশ্বারোহণে সেই বনমধ্যেই উপস্থিত হ'লেন। শত্রুপক্ষ বনমধ্যে লুক্কাইত—আপনি তাদের কবলে পতিত হ'লেন। বুঝ্তে পার্লাম, আপনার বিপদ সম্মুখে। অনতিবিলম্বে আপনি সূর্য্যসিংহের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর্লেন সত্য কিন্তু সেই পোষাকে যে আপনি সুচতুর প্রধান সেনাপতির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কর্তে পার্বেন, বিশ্বাস কর্তে পারি নাই। তাই কালবিলম্ব না করে' আপনার পরিত্যক্ত সন্ন্যাসীর পোষাক পরিধান করে' আমি রাজসৈন্যের সম্মুখীন হ'লাম। অবিলম্বে সেনাপতি জয়সিংহ উপস্থিত হ'লেন—তস্কর জ্ঞানে সকলে আমাকেই বন্দী কর্লে—আপনি নিস্কৃতি পেলেন।

বিরক্তভাবে কুমার বলিলেন, রঘুবীর! তুমি মূর্খতার পরিচয় দিয়েছ। আমার যে শক্তি কত, এ সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এসে সব ত চোখে দেখেছ? সে দিন সমগ্র সপ্তদ্বীপবাসী একত্র হ'য়েও আমাকে বন্দী কর্তে সক্ষম হ'ত না। তুমি স্বইচ্ছায় বন্দী হ'য়ে নিজে বিপন্ন হয়েছ—আমাকেও সমস্যার মধ্যে ফেলেছ। অনেক চেষ্টায় জনৈক কারারক্ষীকে প্রতারণায় বন্দী করে' আমি রক্ষীবেশে তোমাকে উদ্ধার কর্তে এসেছি।

রঘুবীর বলিল, কি করে' উদ্ধার কর্বেন?

কুমার বলিলেন, আমার প্রহরীর পোষাক তোমাকে প্রদান কর্ছি, তোমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ আমাকে দাও। প্রহরীবেশে তুমি অনায়াসে কারাগার ত্যাগ কর্তে পার্বে।

রঘুবীর। আমি মুক্তি পাব বটে কিন্তু আপনাকে বন্দী হ'তে হ'বে। আপনার মুক্তির উপায়?

কুমার। আমার উপায় আমি করবো—তুমি কেন আমার জন্য প্রাণ দেবে?

রঘুবীর হাসিয়া বলিল, কুমার! আমি যদি মুক্তির ভিখারী হ'তাম, রাজ-দরবার হ'তেই মুক্তিলাভ করতে পারতাম—বন্দী হ'তে হত না। আমি বন্দী হয়েছি স্বেচ্ছায়—উদ্দেশ্য, আপনি নিরাপদে অভীষ্ট সিদ্ধি করে' দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

কুমার। আর তুমি একটা গণ্ডমূর্খের মত জল্লাদের হাতে প্রাণ হারাবে। রঘুবীর! নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। তোমার সহায়তা নিয়ে যদি আমাকে উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়, তা হ'লে আমার প্রতিজ্ঞা পালন হয় কই? তুমি রাজ-দরবারে মিথ্যা উক্তির দ্বারা বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিপন্ন করেছ কেন বলত? নিতান্ত কাপুরুষের মত কাজ করেছ।

রঘুবীর। আর যে ব্যক্তি আশ্রিত শরণাগত পরমোপকারী বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করতে উদ্যত হয়, তার পুরুষত্বের পরিচয়টা যথেষ্ট! কুমার! প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমার আরও উদ্দেশ্য, দুষ্ট জয়সিংহকে বিপন্ন না করলে আপনার অভীষ্ট সাধনে প্রবল অন্তরায় থেকে যাবে।

কুমার। সেটা তোমার ভুল ধারণা। এখনও সময় পূর্ণ হয় নাই বলে' আমি সপ্তদ্বীপে অপেক্ষা করছি, নতুবা যখন ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারি, সেনাপতি জয়সিংহের কোন সাধ্য নাই, আমাকে বাধা দিতে পারে। রঘুবীর! তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও—মুক্তিলাভ করে প্রস্থান কর।

রঘুবীর বলিল, আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনার অমূল্য জীবন

'বিপন্ন করে' প্রস্থান কর্‌বো, কেন আপনি বার বার এ প্রস্তাব কর্‌ছেন? আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। আপনি প্রস্থান করুন।

প্রভুভক্ত রঘুবীরকে কিছুতেই সম্মত করিতে না পারিয়া কুমার হতাশভাবে কারাগার ত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুমার অমরসিংহ ও রামপালের উপর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের দণ্ডাদেশ হইল। মহারাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র—কয়েক বৎসর কারাবন্দীভাবেই কালযাপন করিতেছেন। আজ সেই পুত্রের উপর এত বড় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গেল। রাজার মতি-পরিবর্ত্তনের জন্য রাণী যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন—পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজকুমারী স্বর্ণলতার অনুরোধও রক্ষা হইল না। প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুমারের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, রাজা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মহারাজের উপর প্রজাসাধারণ, এমন কি, রাজকর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। মহারাণী সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের সন্নিকটে গিয়া ভীতভাবে বলিলেন, মহারাজ! সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলে উঠ্‌বার উপক্রম হচ্ছে, রাজ্যরক্ষার উপায় কি?

মহারাজ বলিলেন, রাণি! যদি রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যায় তাতেও আপত্তি নাই, তথাপি আমি জগতে কারো কাছে মাথা নীচু কর্‌তে পার্‌বো না।

রাণী বলিলেন, প্রজা, রাজকর্ম্মচারী সকলেই বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেনাপতি জয়সিংহকে বন্দী করেছেন—রাজকুমারকে নির্ব্বাসিত কর্‌ছেন—রাজ্যের সমস্ত লোক যে বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে?

মহারাজ বলিলেন, কারো উপর আর আমি ভরসা রাখ্‌বো না—রাণি! এ বিশাল সপ্তদ্বীপ রাজ্য আমার পিতৃপুরুষগণের বাহুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নিজ ভুজবলের দ্বারা গৌরব রক্ষা করবো—নতুবা আভিজাত্যের অভিমান বুকে পূরে' আমি বনে জঙ্গলে প্রস্থান কর্‌বো। প্রকাশ্য দরবারে রক্ষিগণ, সেনানীগণ আমার আজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করেছে—বড় অপমানের কথা। রাণি! এ রাজ্য ধ্বংস করাই বাঞ্ছনীয়! আমার চির-অনুগত বিশ্বস্ত রাজ-সৈন্য আছে। তারা কখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে না। যদি রাজ্য মধ্যে প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আমি তাদের সহায়তা নিয়ে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করবো। জয়সিংহ, সূর্য্যসিংহ, রঙ্গলাল প্রভৃতি সেনানীগণের উপর আর বিন্দুমাত্র ভরসা রাখ্‌বো না। আমি প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রদান করছি, অমরসিংহ তার বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে যে দেশে ইচ্ছা চলে যেতে পারে, তার সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখ্‌বো না।

অত্যন্ত দুঃখভরে রাণী বলিলেন, মহারাজ! আপনার বুকে ক্ষমা নাই?

রাজা বলিলেন, যে পুত্র আমার অনুগত নয়, আমি তার মুখ দর্শন.

করতে প্রস্তুত নই। রাণি! যদি পুত্রের উপর মমতা অধিক হয়, তুমিও আমাকে ত্যাগ করতে পার।

সতী-শিরোমণি মহারাণী চক্ষে বসনাঞ্চল প্রদান করিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, মহারাজ! আপনার হৃদয় এত কঠোর। সে ভালবাসা—সে মায়া মমতা আপনার হৃদয় হ'তে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল? যে একমাত্র পুত্রকে কখনও চক্ষের অন্তরাল করেন নাই, আজ তাকে নির্ব্বাসিত করছেন। যে একমাত্র তনয়া স্বর্ণলতাকে বুক ছাড়া করেন নাই, আজ তার মুখের দিকেও ফিরে তাকাচ্ছেন না। আমাকে চির জীবনের সঙ্গিনী করেছেন, আমার উপরও মমতা রাখছেন না। মহারাজ! এক অভিমানের আগুনে সব ভস্মীভূত করে' ফেলবেন?

মহারাজ বলিলেন, রাণি! রাজার সন্তান হ'য়ে সামান্য প্রজা বা কর্ম্মচারীর কাছে দীনতা স্বীকার করে' বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল। বঙ্গদেশের রাজপুত্র একদিন আমার কন্যার পানিগ্রহণ প্রার্থনা করেছিল। সামান্য রাজবংশে তার জন্ম বলে' আমি ঘৃণাভরে সে প্রার্থনা উপেক্ষা করেছিলাম। সে আমার রাজ্যে অত্যাচারের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে' আজ বন্দী হয়েছে—কাল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে—জল্লাদে তার শিরশ্ছেদ করবে। শক্তি-সম্পন্ন একটা রাজপুত্রকে যে এমনভাবে কীটের মত পদদলিত করতে পারে, সে আজ বশ্যতা স্বীকার করবে, সেনাপতি জয়সিংহের কাছে—সেনানীগণের কাছে—সপ্তদ্বীপের প্রজাগণের কাছে? ধিক্ আমার জীবনে!

রাণী বলিলেন, মহারাজ! সেনাপতি জয়সিংহ ও সেনানীগণের চেষ্টায় আপনি বিদেশী রাজপুত্রকে বন্দী করতে সক্ষম হ'য়েছেন নতুবা

নিজের কি এত শক্তি ছিল, সেই দিগ্বিজয়ী রাজকুমারকে বন্দী করেন? যাদের চেষ্টায় আজ আপনি বিপদমুক্ত হয়েছেন, তাদেরই আপনি অবজ্ঞা কর্‌ছেন?

রাজা বলিলেন, তারা বৃত্তভোগী কর্ম্মচারী—কর্ত্তব্য পালন করেছে। তার জন্য তাদের শ্লাঘার বিষয় কি আছে? অথচ কাল প্রকাশ্য দরবারে বৃদ্ধ সেনাপতির ইঙ্গিতে রক্ষিগণ আজ্ঞাপালন করে নাই—সেনানীরা ইতস্ততঃ করেছে। যে জয়সিংহ ষড়যন্ত্র করে' কুমারকে কন্যাদান করে' আমার উচু মাথা নীচু করেছে, সেই বৃত্তভোগী কর্ম্মচারীর কাছে হতমান হ'য়ে বেঁচে থাকৃতে হ'বে? তার চেয়ে রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যা'ক, আমার কোন দুঃখ নাই।

রাণী বলিলেন, মহারাজ! নিতান্ত ভ্রম আপনার। বৃদ্ধ সেনাপতি ষড়যন্ত্র করে' যে নিজের কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ দিয়েছেন, এ কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।

রাজা বলিলেন, অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ নাই। বৃদ্ধ সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক—কপট প্রতারক।

মহারাণী বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! যে বৃদ্ধ সেনাপতি আপনার অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করে' বনবাসে অতি কষ্টে কালযাপন করেছেন; রাজ্যের অতি দুর্দ্দিনে আপনার আহ্বান মাত্র সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন—প্রাণপাতে প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে' তাকে বন্দী কর্‌তে সক্ষম হয়েছেন, চিরবিশ্বস্ত রাজানুরক্ত সেই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে আপনি এতদুর ঘৃণা কর্‌তে পেরেছেন মহারাজ? আভিজাত্যের অভিমান আপনাকে এতদুর পাগল করে' তুলেছে, যে আপনি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে পড়েছেন?

রাজা বিরক্তভাবে বলিলেন, রাণি! তোমার সঙ্গে আমি অনর্থক বাক্য-যুদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছা করি না। যদি ধ্বংসই আমার অনিবার্য্য পরিণাম হয়, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হ'ব না, তথাপি বংশমর্য্যাদা হারায়ে একজন সামান্য কর্ম্মচারীকে আমি বৈবাহিক বলে' স্বীকার কর্‌তে পার্‌বো না।

বলিয়াই রাজা রাণীর নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। মদগর্ব্বী রাজাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া মহারাণী চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অদ্য সপ্তদ্বীপ রাজ্যধ্বংসকারী দেশ-বিখ্যাত তস্করের শিরচ্ছেদ হইবে। সহরের মধ্যস্থলে একখানি বিস্তৃত ক্ষেত্র বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেলা এক প্রহরের পর হইতে বধ্যভূমিতে লোক সমাগম হইতে লাগিল—অল্পকালের মধ্যেই লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সপ্তদ্বীপ রাজ্যের বাল বৃদ্ধ যুবা দলে দলে বধ্যভূমিতে আগমন করিল—কুলনারীরাও আগমন করিয়া যবনিকার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেশের শত্রু বিনষ্ট হইবে—সকলের মনে হর্ষ—সকলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত দর্শন করিতে লালায়িত হইল।

বধ্যভূমির ঠিক্ মধ্যস্থলে বংশদণ্ডের দ্বারা উচ্চ মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরের পর কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাবৃত বহু প্রহরী-পরিবেষ্টিত তস্করবেশী রঘুবীর বধ্যভূমিতে আনীত হইল। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। রক্ষীগণ তস্করকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিল। সর্ব্বদৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইয়া উন্নতমস্তকে বীরগর্ব্বে রঘুবীর মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইল।

বধ্যভূমি জনসাধারণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু এ লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিতে দেশের ধনী জমিদার বা অভিজাত সম্প্রদায় উপস্থিত হয় নাই—উচ্চপদস্থ সেনানীগণও উপস্থিত হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে বধ্যভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। সেনানীগণ ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের এপ্রকার উদাসীনতায় রাজার হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি কল্পনা করিয়াছেন, তস্করের শাস্তি বিধানের পরেই বিদ্রোহী দেশবাসী-দের রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

অবিলম্বে রাজজল্লাদ একখানি ভীষণ খড়্গ স্কন্ধে লইয়া ধীরপদে বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল। জল্লাদের সে ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ সভয়ে পশ্চাৎপদ হইল। জল্লাদ জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের সমীপবর্ত্তী হইল। তাহার পর, বীরের ন্যায় একলম্ফে মঞ্চোপরি আরোহণ করিল। জল্লাদ খড়্গ স্কন্ধে ধারণ করিয়া তস্করের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে ইঙ্গিতে রক্ষীগণকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিল—রক্ষিগণ মঞ্চ হইতে নিম্নে অবতরণ করিল।

বন্দী রঘুবীর আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিল। রঘুবীর করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিল, ভগবান্! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। প্রভুর মঙ্গল কামনায় আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মাহুতি প্রদান কর্‌ছি, নতুবা কার সাধ্য আছে, রঘুবীরের কেশাগ্র স্পর্শ করে? জল্লাদের হাতে আমার মৃত্যু হ'লে আমার প্রভু নিরাপদ হ'বেন—প্রতিজ্ঞা পালন করে' দেশে ফিরে যাবেন—তাতেই আমার সান্ত্বনা। দয়াময়! আমার প্রভুর মঙ্গল করুন।

সহসা পশ্চাতে গুরুগম্ভীর স্বরে জল্লাদ বলিল, রঘুবীর!

রঘুবীর চমকিত হইল। এ যে প্রভুর কণ্ঠস্বর! বিস্মিতভাবে বন্দী জল্লাদের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। জল্লাদবেশী কুমার বিজয়সিংহ সহাস্যবদনে বলিলেন, প্রভুভক্ত রঘুবীর! ভগবান তোমার কথায় কর্ণপাত করেছেন—তোমার প্রভুর মঙ্গল সাধনের আর বিলম্ব নাই। অচিরে সপ্তদ্বীপের অভিজাত-সম্প্রদায় ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীগণ একযোগে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে—এ রাজ্য ছারখার হ'বে—কাজেই শীঘ্র তোমার প্রভুর বাসনা পূর্ণ হ'বে। রঘুবীর! অধিক বল্‌বার অবসর নাই। আমি উৎকোচ প্রদানে

রাজজল্লাদকে বশীভূত করে' স্বয়ং জল্লাদ বেশে তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছি। কালবিলম্ব করো না—আমি তোমাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করে' দিচ্ছি। বলিয়াই কুমার ক্ষিপ্রহস্তে রঘুবীরের বন্ধন মোচন করিলেন এবং বস্ত্র মধ্যে লুক্কাইত একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর, উভয়ে কটাক্ষমধ্যে মঞ্চ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই অভাবনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। অমনি চারিদিক হইতে 'চোর পলায়ন করিল' বলিয়া চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। রক্ষীগণ ছুটিয়া আসিল, রঘুবীর ও কুমার হস্তস্থিত অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক তীরবেগে জনতার দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জনতা পলায়ন পর হইল—কটাক্ষমধ্যে সেই নীরব নিস্পন্দ জন-সমুদ্রের মধ্যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল—জন সাধারণ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুবীর ও কুমার বিকট ভৈরব শব্দ করিয়া জনতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রক্ষীবর্গও ত্বরিতপদে 'মার মার' শব্দে পলায়িত বন্দীর প্রতি ধাবিত হইল। রাজাও অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া জনতার দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

চারিদিকে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল—বহুলোক সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পদদলিত হইতে লাগিল। ইত্যবসারে রঘুবীর ও কুমার জনতা-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—উভয়ে ক্ষিপ্রহস্তে নিজ নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব হইতে সংগৃহিত বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া জন সাধারণের সহিত মিশ্রিত হইলেন। কেহই আর তাঁহাদের সন্ধান পাইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দী পলায়ন করিয়াছে, এ সংবাদ যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল—তখন লোকের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। রাজাও অন্তরে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে প্রধান মন্ত্রী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আশঙ্কিত ভাবে বলিলেন, মহারাজ! ব্যাপার বড় গুরুতর। ধনী জমিদারগণ, ব্যবসায়ীগণ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে প্রধান সেনাপতিকে মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য।

রাজা বিদ্রূপের হাস্য করিয়া বলিলেন, আপনার পরমাত্মীয় বৈবাহিকের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, কাল প্রভাতেই স্থির হ'য়ে যাবে।

মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার মন্ত্রী—বিপদ আপদে মন্ত্রণা প্রদানই আমার কর্ত্তব্য। বৈবাহিকের মঙ্গল কামনায় আমি প্রস্তাব করি নাই—আপনার মঙ্গলের জন্যই বলেছি।

রাজা বলিলেন, আমি রাজা—আমার মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা কর্‌বার শক্তি আমার আছে। কারো কাছে আর আমি সুমন্ত্রণা গ্রহণ

করতে ইচ্ছা করি না। আপনার বয়স অধিক হয়েছে—এখন আপনি অবসর গ্রহণ করতে পারেন।

মন্ত্রী মস্তক নত করিলেন—মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, রাজার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে—দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—সপ্তদ্বীপ রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রীর চক্ষে জল আসিল। রাজা পুনরায় বলিলেন, মন্ত্রীবর! জানি, আপনি আমার চিরহিতৈষী কিন্তু বর্ত্তমানে রাজ্যের যে অবস্থা উপস্থিত হয়েছে, তাতে আমি কারো উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। বৃদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহ যদি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে, সূর্য্যসিংহ, রঙ্গলাল প্রভৃতি সেনানীরা যদি আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হ'তে পারে, নিজের একমাত্র পুত্র যদি অবাধ্য হ'য়ে আমার উচ্চশির অবনত করতে পারে, তা হ'লে রাজ্যশাসনের সুখ কি আছে মন্ত্রীবর? আমি এ রাজ্য ধ্বংস করতে চাই।

মাথা তুলিয়া মন্ত্রী বলিলেন, আর ত বাঁকি নাই মহারাজ! একটী মাত্র তস্করের অত্যাচারে সোনার সপ্তদ্বীপ ধ্বংস হ'তে চলেছে। অভিজাত-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়েছে—সেনাপতি জয়সিংহকে বারম্বার লাঞ্ছিত করার জন্য সেনানীরা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে—বহুসৈন্য বিদ্রোহী হ'বার উদ্যোগ করেছে। এ অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করা কি কর্ত্তব্য নয়?

রাজা বলিলেন, বিদ্রোহী সেনাপতিকে মুক্তিদান করতে হ'বে, চোরকে কন্যা সম্প্রদান করতে হ'বে, অভিজাত সম্প্রদায়ের পায়ের তলায় মাথা নীচু করতে হ'বে, এই ত ধৈর্য্যধারণের ফল হ'বে? চাইনা রাজ্য—চাইনা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ। আমি চাই, প্রাণপাতে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা।

মন্ত্রী বলিলেন, রাজ্য মধ্যে যদি বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে?

রাজা বলিলেন, সে আগুন নিভাইবার শক্তি এখনও আমার আছে। রাজা বিক্রমসিংহ দুর্ব্বল নয়—এখনও তার অনুগত বহু সৈন্য আছে—তার ধনভাণ্ডারে প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে।

সেই সময়ে জনৈক রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া রাজার সম্মুখে একখানি পত্রিকা রক্ষা করিল। রাজা বলিলেন, কিসের পত্রিকা ?

কর্ম্মচারী নতমস্তকে বলিল, অভিজাত-সম্প্রদায়ের আবেদন-পত্র।

রাজা কর্ম্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, পত্রিকায় কি লেখা আছে ?

কর্ম্মচারী বলিল, প্রধান সেনাপতিকে মুক্তিদান করিতে হইবে, কুমার বাহাদুর ও রামপালের প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে হইবে, পরিশেষে বঙ্গের রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। নতুবা—

বাধা প্রদান করিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া রাজা বলিলেন, নতুবা অভিজাত-সম্প্রদায়ের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। যাও, তাদের পত্রিকার এই উত্তর প্রদান কর গে।

কর্ম্মচারী অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাজা মন্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, মন্ত্রীবর ! আপনিও ত অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন—আপনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন কর্‌বেন ?

মন্ত্রী করযোড়ে সজলনয়নে বলিলেন, মহারাজ ! ক্ষান্ত হ'ন—প্রজা সন্তানের তুল্য—তাদের রক্তে বসুন্ধরা সিক্ত কর্‌বেন না।

রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, নিমন্ত্রণের পত্র দিয়েছে, তারা আমার রক্ত চায় ! সহসা বুকের রক্ত ঢেলে দেবার মত বদান্যতা আমার নাই।

মন্ত্রী বলিলেন, অভিজাত-সম্প্রদায়ের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে, তাই আজ তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হ'লে প্রবল শত্রু

তস্কররাজ অনায়াসে অভীষ্ট সাধন করবে—রাজকুমারীকে হরণ করে' নিয়ে যাবে।

রাজা বলিলেন, মন্ত্রীবর! বঙ্গের রাজকুমার যত শক্তি-সম্পন্ন হ'ক না কেন, রাজকুমারীর কেশাগ্র স্পর্শ করবার শক্তি তার নাই। মনে রাখ্‌বেন, সপ্তদ্বীপের রাজান্তঃপুর দুর্ভেদ্য। মন্ত্রী! যখন নিমন্ত্রণের পত্র পেয়েছি, তখন অভিজাত-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা-হানি করবো না। আমি নিজেই কল্য প্রভাতে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করবো—যতদিন তাদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করতে না পারি, ততদিন বৃদ্ধ সেনাপতিকে কারাগারেই বাস করতে হ'বে। বলিয়াই রাজা দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কারাদুর্গে সেনাপতি জয়সিংহ বন্দী। বৃদ্ধ সেনাপতি যে স্বেচ্ছায় বন্দী, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। রাজভক্ত কর্ম্মচারী রাজার হস্তে অকারণে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াও তাঁহার প্রতি সম্মান হারান নাই।

সহসা সেনাপতি শ্রবণ করিলেন, রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেই বিদ্রোহীদের নেতা পরাক্রমশালী জমিদার বীরবল সিংহ। সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, বন্দী ব্যক্তি যথার্থই বঙ্গের যুবরাজ নহে, তাঁহারই কোন অনুগত ব্যক্তি। বধ্যভুমি হইতে বন্দী পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। একে তস্করের অত্যাচারে রাজ্যবাসী অস্থির—তাহার উপরে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি চিন্তিতভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা কক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ। যুবরাজ সবলে কারাকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, সেনাপতি মশায়! চিন্‌তে পারেন কি?

সেনাপতি যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, যুবরাজ! আপনার শক্তি অদ্ভুত—চরিত্র অদ্ভুত। এ লীলা আর কতদিন চল্‌বে?

যুবরাজ বলিলেন, লীলা সমাপ্ত হ'বার সময় উপস্থিত হয়েছে, তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। সেনাপতি! আশ্রিত শরণাগতের উপর একদিন যথেষ্ট আতিথ্য সৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভয় হচ্ছে, যদি আজ আবার কোন হাঙ্গামা উপস্থিত করেন।

সেনাপতি বলিলেন, না যুবরাজ! আমি বারম্বার আপনার কাছে পরাজিত। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কখনও আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌বো না। সে দিন অতিথির উপর আমি অত্যাচার করেছিলাম সত্য কিন্তু তার প্রতিফলও আমি যথেষ্ট পেয়েছি—আপনার অনুচরের মিথ্যা উক্তিতে রাজার বিচারে ষড়যন্ত্রকারী সাব্যস্ত হ'য়ে কারাগারে বন্দী হয়েছি।

যুবরাজ সেনাপতির নিকটে তাঁহার অনুগত ভৃত্য রঘুবীরের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, হিংসার বশে রঘুবীর আপনাকে বিপন্ন করেছে, সে জন্য আমি অনুতপ্ত। কুমার অমরসিংহের সহিত সুধালতার বিবাহ-ব্যাপারে রাজা আপনাকেই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু রাজার ভ্রম। এ বিবাহে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী কে জানেন? স্বয়ং আমি—বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ।

চমকিত ভাবে সেনাপতি বলিলেন, আপনার কৌশলে কুমার ও সুধালতা বিবাহিত হয়েছেন? অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

যুবরাজ বলিলেন, আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করুন, আপনার পুত্র সমরসিংহ আমার অভেদাত্মা বন্ধু—আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজনীয়। সেই কারণেই গভীর অরণ্যের মধ্যে আমি আপনাদের পিতা-পুত্রীকে যথাসাধ্য সেবা করেছিলাম।

সেনাপতি বলিলেন, আপনি সমরসিংহের বন্ধু? সে কোথায় আছে?

যুবরাজ বলিলেন, বঙ্গরাজ্যে মহাকালের মন্দিরে বর্ত্তমানে সেবায়েত ভাবে বাস করছেন। আমি যখন ছদ্মবেশে সপ্তদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন সমরসিংহ আমার হস্তে দুইখানি পত্রিকা প্রদান করেছিলেন। একখানি আপনার নামে—অপর খানি তাঁর বিবাহিতা পত্নী শৈলজা সুন্দরীর নামে। একদিন জামাতা সেজে মন্ত্রীভবনে প্রবেশ করে' গুপ্তভাবে শৈলজাসুন্দরীকে পত্রিকা খানি প্রদান করেছিলাম—অপর পত্রিকা খানি অদ্য আপনাকে প্রদান কর্‌বার জন্য এসেছি। বলিয়াই যুবরাজ সেনাপতির হস্তে পত্রিকা অর্পণ করিলেন। পত্রিকায় লেখা ছিলঃ—

পিতৃদেব! আমার কুশল জানিবেন। পত্রবাহক আমার অভেদাত্মা বন্ধু বঙ্গের রাজকুমার বিজয়সিংহ। আমার পত্নী শৈলজার নামেও একখানি পত্রিকা যুবরাজের হস্তে প্রদান করিয়াছি। যদি কোন সময় যুবরাজ ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, আপনি তাঁহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। যুবরাজের চরিত্র মহৎ—তিনি আমার ইচ্ছাক্রমেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে যুবরাজের উপর নির্ভর করিতে পারি। যদি আপনাদের সহিত যুবরাজের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট হইতেই আমি সর্ব্বদাই আপনাদের সংবাদ প্রাপ্ত হইব। আপনার স্নেহের সমরসিংহ

পত্রিকা পাঠ করিয়া যুবরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, যুবরাজ! অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন—আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল, তাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম।

যুবরাজ বলিলেন, সে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাইবার কর্ত্তাই যখন আমি, তখন আপনার উপর অসন্তুষ্ট হ'বার অধিকার আমার নাই। এখন

আপনার কাছে অনুরোধ কর্‌ছি, আপনি মুক্তিলাভ করে' কারাগার ত্যাগ করুন।

সেনাপতি বলিলেন, রাজার অনুমতি ব্যতীত এ কারাদুর্গ ত্যাগ কর্‌বার অধিকার আমার নাই।

যুবরাজ বলিলেন, রাজা অত্যাচারী—দাম্ভিক—তিনি অন্যায়ভাবে বারম্বার আপনার উপর অত্যাচার করেছেন। সেই অত্যাচারের ফলে, আজ সপ্তদ্বীপের নানাস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। আপনি রাজভক্ত বিশ্বস্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারী কিন্তু রাজার কাছে লাঞ্ছনা ভিন্ন কখনো পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন নাই। সেনাপতি মশায়! আমার অনুরোধ, আপনি এ কারাগার ত্যাগ করে' চিরদিনের জন্য দেশান্তরে গমন করুন। আপনার ন্যায় ভারত-বিখ্যাত মহাবীর যে দেশে গমন কর্‌বেন, সেখানেই পরম সমদার প্রাপ্ত হ'বেন।

সেনাপতি বলিলেন, কুমার! এ সপ্তদ্বীপ রাজ্য আমার জন্মভূমি—পিতৃপুরুষগণের আবাস স্থল। এ স্থান ত্যাগ করে' দেশান্তরে কেন, স্বর্গরাজ্যে গেলেও আমি সুখী হ'তে পার্‌বো না। যে দেশের তৃণটী পর্য্যন্ত মমতার পদার্থ, বৃদ্ধ বয়সে সে দেশ ত্যাগ করা আমার সাধ্যাতীত। তারপর, কাপুরুষের মত কারাগার থেকে পলায়ন কি সপ্তদ্বীপের প্রধান সেনাপতির পক্ষে শোভনীয় হ'তে পারে?

যুবরাজ বলিলেন, দুর্দ্দান্ত রাজা হয়ত আপনার উপর আরও অত্যাচার কর্‌তে পারেন।

সেনাপতি বলিলেন, আমার উপর শূলদণ্ডের আদেশ হয়েছে। রাজ্যের অশান্তির জন্য সম্ভবতঃ সে আদেশ প্রতি পালিত হ'তে বিলম্ব হচ্ছে। রাজার আদেশ নতমস্তকে পালন কর্‌তে নিতে হ'বে।

চমকিতভাবে সেনাপতির মুখের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! আপনি স্বেচ্ছায় এ মৃত্যুদণ্ড মাথায় পেতে নেবেন? আপনি অপরাধী নন্—অন্যায়ভাবে আপনার উপর এ কঠোর শাস্তির আদেশ হয়েছে। সুযোগ সত্বেও আপনি মুক্তিলাভের চেষ্টা কর্‌বেন না?

সেনাপতি বলিলেন, না। ন্যায় হ'ক—অন্যায় হ'ক, রাজশক্তির অবমাননা আমি কখনও করি নাই—কোন কালেও কর্‌বো না। কুমার! আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করে' দেশে প্রস্থান করুন—আমার মুক্তিলাভের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা কর্‌বেন না।

যুবরাজ বলিলেন, তা হ'লে আপনি মুক্তিলাভ কর্‌বেন না?

সেনাপতি বলিলেন, যে রাজার আদেশে আমি বন্দী, সেই রাজা যদি স্বয়ং আমাকে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে কর্‌বো—নতুবা এ কারাগারের বাহিরে একপদও অগ্রসর হ'ব না।

যুবরাজ বলিলেন, ধন্য আপনার রাজভক্তি! কিন্তু মনে রাখ্‌বেন সেনাপতি মশায়! আমি স্বয়ং রাজাকে বাধ্য কর্‌বো, আপনাকে মুক্তিদান কর্‌তে।

সেনাপতি বলিলেন, আপনার শক্তি অদ্ভুত—প্রকৃতি অদ্ভুত—জগতে আপনি আদর্শ পুরুষ। সেনাপতি সসম্ভ্রমে কুমারের সম্মুখে মস্তক নত করিলেন।

কুমার সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। রাজা বিক্রমসিংহ মহাবীর বলিয়া খ্যাত—তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনীও অজেয়। রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাজা অন্তঃপুরে মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। আজ রাণীর হৃদয়ে বিষম বেদনা উপস্থিত হইল। সুবিখ্যাত সেনানায়কগণ বর্ত্তমান থাকিতে, উপযুক্ত বীর পুত্রের পিতা হইয়াও, পরিনত বয়সে রাজাকে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতে হইতেছে দেখিয়া মহারাণী ও রাজকুমারী সুবর্ণলতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজকন্যা রাজার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন, বাবা? এই হতভাগিনীই আপনার সকল অনর্থের মূল—আমারই জন্য রাজ্যে এ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আপনার তীক্ষ্ণধার তরবারীর দ্বারা আমাকে দ্বিখণ্ড করে' সকল অনর্থের মুলোৎপাটন করুন।

কন্যার হাত ধরিয়া তুলিয়া অত্যন্ত স্নেহভরে বক্ষে ধারণ করিয়া রাজা বলিলেন, আমার পুত্রসন্তান অবাধ্য কিন্তু তুমি আমার চিরবাধ্য বড় আদরের কন্যা—তুমি এমন কথা মুখে এনো না। স্বীকার করছি,

তোমার জন্যই রাজ্যে অনর্থের সূত্রপাত হয়েছে, কিন্তু সে অনর্থের মূলোৎপাটন আজ আমি স্বয়ং অসি চালনার দ্বারা করবো। তাহার পর, রাজা মহারাণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, রাণি! ভীত হচ্ছ কেন? আমার বাহুতে কতটা শক্তি আছে, আজ তার পরিচয় দেবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। রাজা বিক্রমসিংহ শুদ্ধ সেনানী ও কর্ম্মচারীগণের ভরসায় এ বিশাল সপ্তদ্বীপ রাজ্য শাসন করে না—প্রয়োজন হ'লে কারও উপর ভরসা না রেখে শত্রুজয় করতে পারে, আজ তার পরীক্ষা হ'বে। যাও রাণি! স্বামীর ও রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় মঙ্গলময়ী শিবানীর পূজা কর গে—আমি অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করবো। রাণি! রাজপুরী ও রাজকন্যার রক্ষার ভার তোমার হস্তে অর্পণ করে' আমি প্রস্থান করছি। বলিয়া মহারাজ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিলে সুবর্ণলতা বাহুবেষ্টনে মহারাণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সরোদনে বলিলেন, মা! কুক্ষণে আমরা দুটী ভাই ভগিনী তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পিতার অবাধ্য হ'য়ে দাদা নির্ব্বাসিত—আমার জন্য রাজ্য ধ্বংসপ্রায়। পিতা রণক্ষেত্রে চলেছেন—সমস্ত দেশবাসী তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে—যদি অমঙ্গল ঘটে?

চোখের জল মুছিয়া কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া সান্ত্বনার স্বরে মহারাণী বলিলেন, ভয় কি মা! সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী শিবানী রাজার মঙ্গল করবেন।

সুবর্ণলতা দুঃখভরে বলিলেন, এ রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় নাই। মা! বংশ মর্য্যাদার গরিমায় আমার পিতা সব ধ্বংস করবেন দেখছি। দাদা সেনাপতি কন্যাকে ভালবাসেন। সুধালতা সর্ব্বগুণময়ী—রাজকুলের বধূ হ'বার উপযুক্ত। তাকে বিবাহ করে দাদা নির্ব্বাসিত হ'লেন।

তস্কর হ'লেও বঙ্গের যুবরাজের চরিত্র মহৎ—হীনবংশীয় বলে' রাজা তাঁকে উপেক্ষা করে' রাজ্যের এ অমঙ্গল সৃষ্টি করেছেন। চারিদিকে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠেছে, রাজ্যের প্রাণ স্বরূপ বৃদ্ধ সেনাপতি বারম্বার নিগ্রহ ভোগ করছেন, আর কি রাজ্য রক্ষার উপায় আছে ?

মহারাণী কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, সুবর্ণ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে' বঙ্গের যুবরাজ তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করেছেন—সতীলক্ষ্মী মন্ত্রীকন্যা শৈলজার অসম্মান করেছেন—সপ্তদ্বীপের বহু ধনবানের যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছেন। এ গুলি কি মহত্বের পরিচয় ?

সুবর্ণলতা বলিলেন, সব কথা ভুলে যাচ্ছ কেন মা ? তস্কর-বৃত্তির দ্বারা বঙ্গের যুবরাজ জীবিকা উপার্জ্জন করেন না। রাজকুমার একদিন তোমাদের কন্যার পাণি-গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন—তোমরা তাঁকে ঘৃণিত তস্কর বলে' অপমান করেছিলে। সেই অপমানের ফলেই ত আজ রাজ্যে এ আগুণ জ্বলে' উঠেছে। একটী মাত্র লোক তিনি—সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এসে লক্ষ লক্ষ লোকের চক্ষের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সপ্তদ্বীপবাসীর যথা-সর্ব্বস্ব অপরহণ করছেন, অথচ তোমরা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পার না। কি লজ্জার কথা! তারপর, মন্ত্রীকন্যা শৈলজার অসম্মান করেছেন বলে' তোমারা তাঁকে অপরাধ দিচ্ছ কিন্তু তোমরা জান না, সেনাপতি পুত্র সমরসিংহ বঙ্গের রাজকুমারের অভেদাত্মা বন্ধু। বন্ধুর অনুরোধে তিনি ছদ্মবেশে মন্ত্রী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন মাত্র। তিনি যে মন্ত্রীকন্যার সম্ভ্রমের হানি করেছেন, এমন কোন প্রমাণ তোমরা পেয়েছ কি ?

মহারাণী বলিলেন, সুবর্ণ! তোমার কথার ভাবে তোমাকে বঙ্গের যুবরাজের পক্ষপাতী বলে' বোধ হচ্ছে।

ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীতনয়া শৈলজা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, শুদ্ধ পক্ষপাতী নয়—রাজকুমারী বঙ্গের যুবরাজের অনুরাগিণী।

সুবর্ণলতা লজ্জায় মাথা নীচু করিলেন। মহারাণী চমকিত ভাবে বলিলেন, বল কি শৈলজা? সুবর্ণলতার এমন প্রবৃত্তি হয়েছে?

শৈলজা বলিল, বংশ মর্য্যাদার তুলাদণ্ডে ওজন করে' আপনারা রাজকুমারীর প্রবৃত্তি হীন সাব্যস্ত করতে পারেন, কিন্তু মা! আপনি যদি একবার বঙ্গের রাজকুমারকে চক্ষে দেখ্‌তেন, যদি তাঁর দেবোপম চরিত্রের পরিচয় পেতেন, তা হ'লে বুঝ্‌তেন, আপনার কন্যা ভাগ্যবতী, তাই এমন সুপাত্রে অনুরাগিণী হয়েছেন।

মহারাণী বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজের চরিত্র অদ্ভুত—কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না মা!

শৈলজা বলিল, যথার্থ ই তিনি অদ্ভুত প্রকৃতি নিয়ে নরলোকে আগমন করেছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি শত্রুভাবে সপ্তদ্বীপে আগমন করেছেন—রাজ্যবাসীর প্রচুর ধন-সম্পত্তি অপহরণ করেছেন, কিন্তু তবুও দেখুন, নিজের চরিত্র-বলে প্রায় সমস্ত লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। আমার নামে একটা অপবাদের কথা জন-সমাজে রটনা হয়েছে, কিন্তু সেটা একেবারে মিথ্যা। রহস্যের চূড়ামণি তিনি—জামাতা সেজে বন্ধুর শ্বশুরালয়ে গমন করেছিলেন, শুদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গোপনে সাক্ষাতের জন্য, পত্রবাহক রূপে। যদি প্রমাণ চান, এই পত্রখানি দর্শন করুন। বলিয়া পত্র বাহির করিয়া শৈলজা মহারাণীর হস্তে অর্পণ করিল।

পত্র পাঠ করিয়া মহারাণী বলিলেন, বঙ্গের যুবরাজ তোমার স্বামীর বন্ধু?

শৈলজা বলিল, সেই পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

মহারাণী। তোমার স্বামী তস্করের পৃষ্ঠপোষক হয়ে' রাজ্যের সর্ব্বনাশ করেছেন?

শৈলজা। আমার স্বামীর সহায়তার প্রয়োজন হয় নি, যুবরাজ নিজের শক্তিতেই রাজ্য ছারখার করেছেন। এখন রাজকন্যাকে অপহরণ করে' তিনি প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বেন।

মহারাণী গর্ব্বভরে বলিলেন, রাজ্যধ্বংসকারী তস্করের সাধ্য হবে না, রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে' রাজকুমারীর কেশাগ্র স্পর্শ করে। রাজান্তঃপুরের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা আমার লক্ষ্য আছে—আমার অজ্ঞাতে এখানে মক্ষিকারও প্রবেশ কর্‌বার অধিকার নাই।

শৈলজা বলিল, যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন, আপনি রাজকুমারীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না।

মহারাণী। তোমাদের মুখে শুন্‌ছি, রাজকুমারী বঙ্গের যুবরাজের অনুরাগিণী—অনুমানেও তাই বোধ হচ্ছে। তাতেই ভয় হচ্ছে, হয়ত রাজকুমারীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু শোন শৈলজা! যদি রাজকুমারের মত রাজকুমারী পিতা মাতার অবাধ্য না হয়, যত শক্তি সম্পন্ন হ'ক না কেন, আমি স্পর্দ্ধা করে' বল্‌ছি, তস্কর রাজকন্যার ছায়া স্পর্শ কর্‌তেও সক্ষম হ'বে না।

শৈলজা হাসিয়া বলিল, এ স্পর্দ্ধা থাক্‌বে না মা!

মহারাণী বলিলেন, যদি তোমাদের রাজকুমারী অবাধ্য না হয়।

অমনি রাজকুমারী রুষ্টভাবে বলিলেন, মা! সত্য কথা প্রকাশ কর্‌তে বিন্দুমাত্র ভয় কর্‌বো না—যথার্থই আমি বঙ্গের যুবরাজের রূপ গুণে মুগ্ধ হয়েছি—আমি তাঁর অনুরাগিণী। তবে এ কথা মনে রেখো, দাদার

মত আমি কখনও পিতা মাতার অবাধ্য হ'ব না—তোমরা অনুমতি না দিলে, জীবনে কখনও বঙ্গের যুবরাজের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করবো না।

মহারাণী বলিলেন, তা যদি সত্য হয়, শৈলজা! তোমার স্বামীর বন্ধুবরকে মানে মানে দেশে ফিরে যেতে বল—তার অভীষ্ট পূর্ণ হ'বে না।

শৈলজা বলিল, এ রাজ্যের শত শত শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি এ যাবৎ কুমারের গতিরোধ করতে সক্ষম হয় নাই—আপনি পারবেন?

মহারাণী বলিলেন, কেন পারবো না? রাজান্তঃপুর বোকামির রাজ্য নয়—এখানে পবিত্রতা আছে—ধর্ম্মভয় আছে। যদি তোমাদের মহৎ রাজপুত্র স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ না করেন—নারীর সম্মান রক্ষা করে' চলেন, তা হ'লে রাজকুমারীর অপহরণের উপায় কি আছে?

শৈলজা বলিল, উপায় তিনি জানেন—আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে' ত কোন কার্য্য করেন না?

মহারাণী বলিলেন, বেশ—এইবার তোমাদের বন্ধুবরের কত শক্তি—কত বুদ্ধি আছে, পরীক্ষা করা যাবে। শৈলজা! যদি বঙ্গের যুবরাজ নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করে' কৌশলে রাজকন্যাকে দুর্ভেদ্য রাজান্তঃপুর হ'তে অপহরণ করতে পারেন, তা হ'লে বুঝবো, তিনি যথার্থই অদ্বিতীয় শক্তিমান পুরুষ। তখন তাঁর করে কন্যা সম্প্রদান করা শ্লাঘার বিষয় মনে করবো।

বলিয়াই মহারাণী অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। সহসা জননীর সম্মুখে অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া রাজকুমারী লজ্জিত হইয়াছিলেন। মহারাণী চলিয়া গেলে সুবর্ণলতা বলিলেন, শৈলজা! মার সম্মুখে নিজের মুখে মনের ভাবটা প্রকাশ করা ভাল কাজ হয় নি ভাই!

শৈলজা বলিল, কত কাল আর আত্মগোপন করে' থাকবে। মনের

কথা প্রকাশ করে' বরং ভালই হয়েছে। মহারাণীর কাছে তোমার মনের ভাব জান্‌তে পার্‌লে হয়ত মহারাজেরও মতি পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

সুবর্ণলতা বলিল, পিতার প্রকৃতি বড় কঠোর ভাই! হয়ত হিতে বিপরীত ঘট্‌বে। সুধালতাকে ভালবেসে দাদা যেমন নিগ্রহ ভোগ করেছেন, বঙ্গের যুবরাজের উপর আমার অনুরাগের কথা শুন্‌লে হয়ত আমাকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হ'বে।

শৈলজা বলিল, রাজার প্রকৃতির সমালোচনা করা অন্যায়, কিন্তু ভাই! এমন কঠোর প্রকৃতির পিতা বোধ হয় সংসারে দ্বিতীয় নাই। -বলিয়া শৈলজা রাজবাটী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজকুমারী আজ সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতার কঠোর আদেশে মর্ম্মাহত হইয়া কুমার অমরসিংহ বনিতা ও বিশ্বস্ত অনুচর রামপালের সহিত অর্ণবযানে দেশত্যাগ করিলেন। তিনি যে সহসা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহার সন্ধান পাইল না। মহারাণী ও রাজকুমারী সংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন—দেশশুদ্ধ লোক নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত ভূপতি বিক্রমসিংহ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া শত্রুপক্ষের সহিত প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

ঘরের শত্রু অভিজাত-সম্প্রদায়—বাহিরের শত্রু বঙ্গের যুবরাজ এককালে রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সূর্য্যসিংহ, রঙ্গলাল ও অন্যান্য সেনানীগণ যদিও ধনী জমিদারগণের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই, বৃদ্ধ সেনাপতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে কালযাপন করিতেছেন। রাজা কাহারও উপর ভরসা না রাখিয়া স্বয়ং সৈন্য চালনা করিতেছেন। শক্তিশালী বীরপুরুষ তিনি—বিদ্রোহের আগুন একস্থানে নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই অপর স্থানে জ্বলিয়া উঠিতেছে—রাজা ও রাজসৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। সাধারণ

প্রজা যদিও এখনও রাজার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় নাই, কিন্তু দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিদ্রোহী দলের নেতা হইয়াছেন, বীরবল সিংহ। বীরবলকে দমন করিবার জন্য রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—অনেক স্থানে যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয়ও করিয়াছেন কিন্তু সুচতুর জমিদার কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া স্থানান্তরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রাজা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন—হতাশও হইয়া পড়িয়াছেন। একাকী মন্ত্রণা-কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন, আর বুঝি মান রক্ষা করা গেল না।

ঠিক সেই সময়ে সন্ন্যাসীবেশী রত্নসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল। রাজা চমকিত হইয়া রত্নসিংহের মুখের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ভরে বলিলেন, রত্নসিংহ! কি কারণে জানি না, শুনেছি, তুমি দেশত্যাগ করেছিলে। তোমার এ বেশ কেন?

রত্নসিংহ বলিল, সংসারে বীতরাগ জন্মেছে। যথার্থই আমি সংসার ত্যাগ করে' সন্ন্যাসী হয়েছি।

রাজা। তবে আবার ফিরে এসেছ কেন?

রত্নসিংহ। পুনরায় সংসারী হ'তে ফিরে আসি নাই। আপনার অনেক নূন খেয়েছি। আজ আপনার চারিদিকে শত্রু—বিপন্ন হ'য়ে পড়েছেন শুনে মন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, তাই একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

রাজা। তোমার কৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হ'লাম। তুমি এখন যেতে পার।

রত্নসিংহ করযোড়ে বলিল, মহারাজ! আমার একটা প্রস্তাব আছে।

রাজা বলিলেন, কি?

রত্নসিংহ। মহাযোগী যোগানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে' আমি সন্ন্যাসী হয়েছি। আমার গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ—মহাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তার কাছে আমি আপনার বিপদের কথা বর্ণনা করেছি। তিনি আমাকে বললেন, বঙ্গের যুবরাজ পিশাচ-সিদ্ধ ব্যক্তি—পৈশাচিক শক্তিবলেই রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে এবং সেই যুবরাজের কৌশলেই অভিজাত-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গুরুদেব বলেন, ন চ দৈবাৎ পরং বলং। তিনি যোগবলে দৈবশক্তি আকর্ষণ করে' এ পিশাচ-লীলা ধ্বংস কর্‌তে পারেন।

রাজার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বিশেষতঃ তিনি বর্ত্তমানে বিশেষ বিপন্ন—রত্নসিংহও উচ্চপদস্থ সেনানী, কোন কালেও তাহার উপর রাজার অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। রাজা রত্নসিংহকে বলিলেন, তোমার গুরুদেব এতদুর শক্তি-সম্পন্ন তার প্রমাণ কি ?

রত্নসিংহ বলিল, যদি অনুমতি করেন, গুরুদেবকে এখানে আন্‌তে পারি। আপনি স্বয়ং তাঁকে পরীক্ষা করে' প্রমাণ গ্রহণ কর্‌তে পারেন।

দুর্ব্বল মস্তিষ্কে এ প্রস্তাব শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না—দৈববলের উপর রাজার যথেষ্ট বিশ্বাস ও ভরসা হইল। রাজা বলিলেন, বেশ! আজই সন্ধ্যার পরে তুমি স্বামীজিকে সঙ্গে করে' আমার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করবে।

রত্নসিংহ হৃষ্টমনে রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বধ্যভূমিতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বঙ্গের যুবরাজের সহিত রঘুবীর পলায়ন করিয়াছিল। নির্জ্জনে উপস্থিত হইয়া যুবরাজ রঘুবীরকে বলিলেন, রঘুবীর! তুমি এ রাজ্যে আর অপেক্ষা করো না—আমি অতি সত্বর প্রতিজ্ঞা পালন করে' দেশে ফিরে যাব। আমার অবাধ্য হ'য়ে আবার যেন আমাকে বিব্রত করে' ফেলো না। বলিয়াই কুমার প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রঘুবীর সে আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইল না। কুমারকে একাকী শত্রুর দেশে পরিত্যাগ করিয়া প্রভুভক্ত অনুচর দেশে ফিরিয়া যাইতে সাহস করিল না। সে কল্পনা করিল, যতক্ষণ কুমার সপ্তদ্বীপে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ ছদ্মবেশে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাস করিতেই হইবে।

রঘুবীর ভাবিয়াছিল, কুমার রাজকুমারীকে হরণ করা যত সহজ মনে করিতেছেন, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। লোকের ধন-ঐশ্বর্য্য অপহরণ করা যত সহজ, একটা মানুষকে হরণ করা তত সহজ ব্যাপার কিছুতেই হইতে পারে না। যদি কুমার বিপদে পড়েন, তাঁহাকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা ভিন্ন, রাজকন্যা-হরণ ব্যাপারে যদি সে কুমারকে কিছু সহায়তা করিতে পারে, তাহাতেই বা ত্রুটি করিবে কেন?

রঘুবীর শক্তি উপাসক মহাযোগী সাজিল—নগর প্রান্তে এক শৈল-শিখরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেবী দশভূজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া

যোগারাধনায় নিযুক্ত হইল। রঘুবীর দস্যু সর্দ্দার হইলেও নিরক্ষর ছিল না—সে বঙ্গের যুবরাজের নিকট শাস্ত্র পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিল—ইন্দ্রজাল রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যায়ও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। রঘুবীর এক্ষণে যোগানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শক্তির উপাসনা করিতে লাগিল। রত্নসিংহ সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্ত গৃহত্যাগ করিয়াছে। ঘটনাক্রমে সে একদিন যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। রঘুবীর তাহাকে চিনিতে পারিল কিন্তু রত্নসিংহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। রঘুবীর যখন বন্দী হইয়াছিল, তখন সামান্ত ক্ষণের জন্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু রত্নসিংহ রঘুবীরের সুপরিচিত।

যোগানন্দ স্বামীর উপর রত্নসিংহের যথেষ্ট ভক্তির উদয় হইল। সে স্বামীজিকে নির্জ্জনে জানাইল, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। রত্নসিংহ তাহার নিকট অকপটে আত্মপরিচয় প্রদান করিল। রঘুবীর মনে মনে কল্পনা করিল, এই সয়তানকে হস্তগত করিতে হইবে—ইহার দ্বারাই কার্যোদ্ধারের পথ করিয়া লইতে হইবে।

যোগানন্দ স্বামী তাহাকে বলিল, বঙ্গের যুবরাজ তোমার মত একটা বীরপুরুষকে কৌশলে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত করতে ইচ্ছা করেছে। তুমি এমন পাগল যে একটা তস্করের কথায় নিজের সুখ ঐশ্বর্য্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বনবাসী সন্ন্যাসী হ'তে চলেছ। আমি দেখ্‌ছি, তোমার কপালে রাজদণ্ডের চিহ্ন আছে—তুমি ত শীঘ্র রাজা হবে।

রত্নসিংহের হৃদয় তখন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ—সে বলিল, না স্বামীজি!

ধন-ঐশ্বর্য্যের মোহ আর আমার নাই—আমি সন্ন্যাসী হতে চাই—আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌বো।

যোগানন্দ বলিল, দীক্ষা দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু কপালের লেখা খণ্ডন কর্‌বে কি করে? তুমি শীঘ্র রাজা হ'বে—সুযোগও উপস্থিত হয়েছে। তবে যদি তুমি হেলায় হাতের রত্ন হারিয়ে ফেল, তাহ'লে আমার বল্‌বার কিছু নাই।

রত্নসিংহ বলিল, ঠাকুর! রাজ্য কোথায় যে আমি রাজা হ'ব?

যোগানন্দ হাসিয়া বলিল, বেটা! চোখের উপরে রয়েছে, খুঁজে পাচ্ছ না? শুদ্ধ রাজ্য নয়—রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ।

রত্নসিংহ বলিল, কি বল্‌ছেন আপনি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

যোগানন্দ। বুঝ্‌বে কি করে'? তুমি যে চোখ থাক্‌তে কাণা। বাঙ্গালা দেশের রাজপুত্র তোমাকে বেশ ভোগা দিয়ে তাড়িয়েছে। রাজার ছেলে রাজকুমারী সুবর্ণলতাকে বিয়ে কর্‌তে চায়, তুমি শুনেছ?

রত্নসিংহ। শুনেছি।

যোগানন্দ। কিন্তু তার মিলনের প্রতিবন্ধক হচ্ছ তুমি।

চমকিত হইয়া রত্নসিংহ বলিল, বলেন কি আপনি?

যোগানন্দ। সত্য কথাই বল্‌ছি। তুমি ত জ্যোতীষ শাস্ত্র কোন কালে পড়নি, তাই এ কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। যে নক্ষত্রের শুভদৃষ্টিতে পুরুষ স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে নক্ষত্রের প্রবল দৃষ্টি প্রথমে তোমার দিকে, তার পরে বঙ্গের যুবরাজের দিকে। জ্যোতীষ শাস্ত্রে বঙ্গের যুবরাজ সুপণ্ডিত। যুবরাজ গণনা করে' দেখেছে; তুমি রাজ্যে উপস্থিত থাক্‌লে কিছুতেই রাজকুমারীর সহিত তার

বিবাহ হ'তে পারবে না, তাই কৌশলে তোমাকে সরায়েছে। এখন অন্তরায় দূরে সরে গেল—যুবরাজ নির্ব্বিবাদে রাজকন্যাকে বিবাহ করবে।

"বিশ্বাস হচ্ছে না।"

যোগানন্দ। কি করে' হ'বে। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই শিখেছ—বিদ্যাশিক্ষাত কোন কালে করনি? আমি আরও গণনা করে' দেখ্‌ছি, তোমার স্ত্রী কমলার সহিত তোমার বিবাহের যোগাযোগ কোন কালেও ছিল না—নিজের সুবিধার জন্যই কুমার চক্রান্ত করে' তোমাদের বিবাহ ঘটায়েছে।

রত্নসিংহ চমকিত হইয়া বলিলেন, আপনি যে সব জানেন দেখ্‌ছি।

যোগানন্দ। না জান্‌লে জ্যোতীষ শেখা মিথ্যা হয়ে যাবে যে। জোর করে তোমাদের বিবাহ দিয়ে কুমারের সুবিধা হ'ল এই যে, তোমার শুভ নক্ষত্রের দৃষ্টি বক্র হ'ল। কিন্তু এখনও পথ আছে—নক্ষত্র একেবারে বিরূপ হয় নি।

আশায় উৎফুল্ল হইয়া ঐশ্বর্য্যলোভী রত্নসিংহ ব্যগ্রভাবে বলিল, কি পথ আছে?

যোগানন্দ। সুযোগ ঘটে গেছে। প্রথমে তোমাকেই রাজকন্যাকে হরণ করতে হবে।

আতঙ্কে কম্পিত হইয়া রত্নসিংহ বলিল, সর্ব্বনাশ! বলেন কি?

যোগানন্দ বলিল, হতভাগা! যদি রাজ্য চাও—রাজকন্যা চাও, আমার পরামর্শ শোন। রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে—বড় বড় সেনানীরা রাজাকে একরকম ত্যাগ করেই চলে গেছে। অভিজাত-সম্প্রদায় এমন কি প্রজারা পর্য্যন্ত রাজার বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়েছে। এ সময় যদি তুমি আমার পরামর্শ শোন, আমি তোমাকে রাজকন্যা হরণের পথ করে দেব। রাজকন্যাকে হরণ করে' যদি তুমি তাকে বিবাহ করতে পার, তাহ'লে এ রাজ্যত তোমারই হ'বে।

"কি করে' ?"

যোগানন্দ। রাজকুমার নির্ব্বাসিত হয়ে কোন্ দেশে চলে গেছেন, কেউ তাঁর সন্ধান জানে না—ফিরেও আর আসবেন না। রাজার অন্য কোন পুত্র কন্যা নাই। শীঘ্রই রাজার পতন ঘট্‌বে। তখন তুমি ছাড়া অন্য কে সপ্তদ্বীপের রাজা হ'বে বল ত ?

ব্যাপারটা খোলসা হইয়া গেল। মুগ্ধ সেনাপতি হর্ষভরে বলিল, সবই বুঝ্‌লাম কিন্তু রাজকুমারীকে হরণ করলেই কি আমাকে বিবাহ করবেন ?

যোগানন্দ। নিশ্চয় করবে—শুভ বিবাহের নক্ষত্রটা যে জল্ জল্ করে' তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমি রাজা হ'লে আপনার কি লাভ ?"

যোগানন্দ হাসিয়া বলিল, মূর্খ! আমি যে রাজ-গুরু হ'ব। চল, আজই তোমাকে দীক্ষা প্রদান করবো।

রঘুবীরের মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া হতভাগ্য রত্নসিংহ উদ্দেশ্য ভুলিয়া তাহার অনুসরণ করিল। উভয়ে সঙ্গোপনে অনেক পরামর্শ করিল। তাহার পর, রঘুবীর রত্নসিংহকে রাজার নিকট প্রেরণ করিল। ফল শুভ হইল।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যোগানন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাহার ভূত ভবিষ্যত অনেক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মহারাজ পরিতুষ্ট হইলেন—যোগীর যোগবলের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন দূর করিবার জন্য রাজা যোগীবরের শরণাপন্ন হইলেন। যোগানন্দ বলিল, কোন নির্জ্জন স্থানে শত্রু-নিপাত যজ্ঞ আরম্ভ কর্‌তে হইবে।

রাজা বলিলেন, আজই আরম্ভ করুন—কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই।

যোগানন্দ বলিল, এ যজ্ঞের বাধা বিঘ্ন অনেক। নিতান্ত নিভৃত স্থান ব্যতীত যজ্ঞ সম্পন্ন কর্‌বার উপায় নাই। সাত দিন সাত রাত্রি ধরে' হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখ্‌তে হ'বে—যোগবলে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে টেনে আন্‌তে হ'বে। এমন নিভৃত স্থান কোথায় আছে মহারাজ?

রাজা বলিলেন, প্রয়োজন হ'লে আমার অন্তঃপুরের কোন নিভৃত অংশ আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। রত্নসিংহ আপনার সেবক— যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হ'বে, সে আপনাকে সংগ্রহ করে দেবে।

আমি সর্ব্বদা আপনার কাছে উপস্থিত থাকতে পারবো না—বিদ্রোহ দমনের জন্য অধিক সময় আমাকে সসৈন্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হ'বে। যোগবলে যদি আপনি আমার শত্রু দমন করতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবো।

যোগীবরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল—অন্তঃপুরেই তাহার যজ্ঞস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং রত্নসিংহ তাহার পরিচারক নিযুক্ত হইল। রাজা সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সসৈন্যে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। অন্তঃপুরে যোগী সন্ন্যাসীর দ্বারা যজ্ঞের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া মহারাণী বিরক্তভাবে রাজাকে বলিলেন, অন্তঃপুরের মধ্যে আপনি এ আবার কি হাঙ্গামা উপস্থিত করলেন? যোগীটা যদি ছদ্মবেশী প্রতারক হয়?

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন, যোগীকে অবিশ্বাস করো না রাণি! আমি পরীক্ষা করে' দেখেছি, যোগীর যথেষ্ট শক্তি আছে। দৈববল মহাবল। কোন ভয়ের কারণ নাই—রত্নসিংহ সর্ব্বদা যোগীর পার্শ্বে থাকবে—সে বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তি।

রত্নসিংহের বিশ্বস্ততায় রাণীরও অবিশ্বাস ছিল না—কাজেই তিনি আর বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। তবে তিনি সঙ্গোপনে উভয়ের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দুই তিন দিন হইল, রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিবার অবসর ঘটে নাই—দূতের দ্বারাই রাজধানীতে মঙ্গলামঙ্গলের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। নিশীথ সময়ে যোগানন্দ রত্নসিংহের সহিত গোপনে পরামর্শ করিল, অদ্য রাত্রিতেই রাজকুমারীকে অপহরণ করিতে হইবে। রাজান্তঃপুরের

সকল স্থান রত্নসিংহের বিশেষ পরিচিত। সে গুপ্তভাবে রাজকুমারীর মহলে প্রবেশ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় তাঁহাকে বহন করিয়া পলায়ন করিবে। রত্নসিংহ রাজকুমারীর মহলের দিকে প্রস্থান করিল। যোগানন্দ বেশী রঘুবীর ভাবিল, সয়তানের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিবে। যেইমাত্র রাজকুমারীকে লইয়া রত্নসিংহ অন্তঃপুরের বাহিরে প্রস্থান করিবে, অমনি সিংহবিক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিয়া রাজকন্যাকে কাড়িয়া লইয়া রঘুবীর পলায়ন করিবে। প্রভুর কার্য্যে এইভাবে সহায়তা করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া রঘুবীরের হৃদয় আহ্লাদে ভরিয়া গেল।

রত্নসিংহ ধীরপদে অতি সন্তর্পনে রাজকন্যার মহলে প্রবেশ করিল। রাজকন্যার মহলের পার্শ্বেই অন্তঃপুর সংলগ্ন বিশাল উদ্যান। মহলের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। সয়তান রাজকন্যার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। যোগানন্দ স্বামী কক্ষদ্বার খুলিবার কৌশল পূর্ব্বেই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল এবং উপযুক্ত যন্ত্রও সংগৃহিত ছিল। রত্নসিংহ যন্ত্র-প্রয়োগে কক্ষদ্বার খুলিয়া ফেলিল।

রাজকুমারী রজত পালঙ্কের উপর দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন—কি সুন্দর মূর্ত্তি! রত্নসিংহের হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল—সে যেইমাত্র রাজকন্যার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল, আচম্বিতে রাজকন্যার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। রত্নসিংহ ছদ্মবেশী—তাহার মুখমণ্ডল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত। রাজকন্যার কক্ষে সামাদানে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল—সেই অস্পষ্টালোকে দুরাত্মার ভীষণ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজকন্যার প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল—অমনি রাজকুমারী "মাগো" বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সয়তান অগ্রসর হইল। অমনি কক্ষদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সপ্তদ্বীপের মহারাণী। রাণীর দুই চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। রত্নসিংহের বুক কাঁপিয়া উঠিল। অবিলম্বে রাজকুমারীর সখীগণও কক্ষান্তর হইতে ছুটিয়া অসিয়া মহারাণীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল।

ক্রোধকর্কশ কণ্ঠে মহারাণী বলিলেন, কে তুমি সয়তান?

কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া রত্নসিংহ উত্তর করিল, আমি যে হই, পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। আমি রাজকুমারীকে হরণ করবো। বলিয়া সে পুনরায় রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইল। অমনি মহারাণী ছুটীয়া গিয়া রাজকন্যাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, সয়তান! তোমার এত সাধ্য যে আমার বক্ষ হ'তে রাজকন্যাকে কেড়ে নিয়ে যাবে?

বিকৃতকণ্ঠে রত্নসিংহ বলিল, আমার সাধ্যের সীমা নাই। এখনও বল্‌ছি, রাজকুমারীকে ত্যাগ করুন—নতুবা আপনার মঙ্গল হ'বে না।

মহারাণী বলিলেন, সয়তান! তুমি কি ছদ্মবেশী বঙ্গের যুবরাজ?

রত্নসিংহ মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, হ্যাঁ!

মহারাণী বলিলেন, বিশ্বাস হয় না। বঙ্গের যুবরাজ এমন কাপুরুষ নয়, যে ভদ্র মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করে' সম্মান-হানি কর্‌বেন। তুমি দস্যু।

বিকৃত কণ্ঠে রত্নসিংহ বলিল, বেশ! কেড়ে নিয়ে যাব—দেখি, কার সাধ্য আছে, রক্ষা করে। মহারাণি! আত্মরক্ষা কর। বলিয়াই সয়তান বস্ত্র মধ্যে হইতে শাণিত অস্ত্র বাহির করিয়া রাণীর বক্ষ লক্ষ্য করিল। ইতিপূর্ব্বেই রাজকন্যার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল। বিপদ বুঝিয়া রাজকন্যা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—সখীগণও দূরে দাঁড়াইয়া "কে আছ রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া সিংহবিক্রমে রত্নসিংহের ঘাড়ের উপর পড়িল—সবলে তাহার হাতের ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া দুরাত্মাকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিল। ক্ষিপ্রকারিতায় প্রহরীর মাথার উষ্ণীষ পড়িয়া গেল—মুখের আবরণও খুলিয়া গেল। ভূপতিত রত্নসিংহ প্রহরীর মুখের দিকে তাকাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ! বঙ্গের যুবরাজ স্বয়ং এখানে উপস্থিত—প্রহরী বেশে!

মহারাণী, রাজকুমারী ও সখীগণ স্তম্ভিতভাবে যুবরাজের পরমসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গুরুগম্ভীর স্বরে যুবরাজ বলিলেন, রত্নসিংহ! তোমার এই কার্য্য? বিশ্বাসঘাতক নরাধম দস্যু তুমি—তোমার আর নিস্তার নাই।

পদানত রত্নসিংহ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, যুবরাজ! ক্ষমা করুন।

যুবরাজ বলিলেন, কতবার তোমাকে ক্ষমা কর্‌বো? তুমি না পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্‌বার জন্য সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেছ?

রত্নসিংহ বলিল, ভণ্ড যোগী যোগানন্দ স্বামীর প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে এ পাপ কার্য্য করেছি। যুবরাজ! ক্ষমা করুন। আর আমি এ দেশে থাক্‌বো না।

যুবরাজ বলিলেন, তবে দূর হও—তোমার মত একটা মূষিকের প্রাণ বিনাশ করে' হস্ত কলঙ্কিত কর্‌বো না। বলিয়াই তাহার পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত করিলেন—রত্নসিংহ কক্ষের সম্মুখে বারান্দার উপর নিপতিত হইল। দুরাত্মার কোটী দেশে বিষম বেদনা লাগিয়াছিল, সে উঠিয়া স্খলিত চরণে বিকৃত মুখে প্রস্থান করিল।

যুবরাজ বলিলেন, মহারাণি! সম্ভবতঃ আপনি অই দুরাত্মাকে বঙ্গের যুবরাজ বলে' ভ্রম ধারণা করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, আমি তস্কর সত্য কিন্তু দস্যু নই। রাজকুমারীকে হরণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে আমি আজ সাত দিবস প্রহরী বেশে রাজপুরীতে বাস কর্‌ছি। অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আপনারা রাজকুমারীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না। অতি শীঘ্র আমার প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বো।

যেইমাত্র যুবরাজ প্রস্থানোদ্যত হইলেন, অমনি একজন সখী অগ্রসর হইয়া বলিল, অপেক্ষা করুন।

যুবরাজ। কেন?

সখী। আপনি বন্দী।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, আমাকে বন্দী কর্‌বার মত শক্তি আপনাদের আছে কি?

সখী। কেন থাক্‌বে না? দুর্ব্বল অবলা বলে' অবজ্ঞা করে চলে যাবেন নাকি? এই আমরা কক্ষের দ্বারদেশে উপবেশন কর্‌লাম। আপনি আমাদের পদদলিত করে' চলে যেতে পারেন, নতুবা এইখানে বন্দী হ'তে হ'বে। বলিয়াই সখীগণ কক্ষদ্বারে বসিয়া পড়িল।

যুবরাজ চিন্তিতভাবে মস্তক নত করিলেন। তিনি একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মহারাণীর দিকে অগ্রসর হইয়া যুবরাজ বলিলেন, যথার্থই আজ আমি পরাজিত—আপনাদের হস্তে বন্দী।

পূর্ব্বোক্ত সখী বলিল, বলেন কি যুবরাজ! সহস্র সহস্র সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও আপনি কটাক্ষে আত্মরক্ষা কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন, আজ এই কয়জন দুর্ব্বল রমণীর কাছে পরাজিত হ'লেন?

যুবরাজ বলিলেন, কি করি, স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নষ্ট করে' আমি একপদও অগ্রসর হ'তে পার্‌বো না।

সখী। অথচ সেই স্ত্রীলোককে হরণ কর্‌তেই এ রাজ্যে আপনার শুভাগমন হয়েছে।

যুবরাজ। সম্ভ্রম রক্ষা করেও হয়ত রাজকুমারীকে হরণ করা যেতে পারে?

সখী। তা হ'লে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ত্রুটী কর্‌বো না।

মহারাণী বলিলেন, যুবরাজ! আজ আপনি দস্যুর হস্ত হ'তে প্রাণ মান রক্ষা করেছেন—শত্রু হয়েও পরম মিত্রের কার্য্য করেছেন, আমরা কৃতজ্ঞ।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ আমাকে বন্দী কর্‌তে ইচ্ছা করেছেন। মহারাণি! রত্নসিংহ বিশ্বাসঘাতক দস্যু—তার অসাধ্য কার্য্য নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে দুরাত্মার হস্ত হ'তে রাজকুমারীকে রক্ষা কর্‌তে পেরেছি।

পূর্ব্বোক্ত সখী মৃদুহাস্য করিয়া রহস্যের ছলে বলিল, তা না হ'লে আপনার ক্ষতিটাই সকলের চেয়ে বেশী হ'ত।

যুবরাজ বলিলেন, কেন?

সখী। চোরের উপর 'বাটপাড়ি' হ'য়ে যেত—আপনাকে শুদ্ধ চিরজীবনটা চোর অপবাদ ভোগ কর্‌তে হ'ত।

মহারণী বলিলেন, যুবরাজ! আপনার মহত্ব দর্শনে সুখী হয়েছি—আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে ইচ্ছা করি।

যুবরাজ বলিলেন, মহারাণি! এই সামান্য উপকারটা যদি ঋণ বলে' ধারণা করেন, আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। অনুমতি করুন, আমি প্রস্থান করি।

মহারাণী সখিগণকে ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল। যুবরাজ! মস্তক নত করিয়া মহারাণীকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাজনন্দিনীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যবদনে প্রস্থান করিলেন। রাজনন্দিনীও যুবরাজের প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। যুবরাজ মনে মনে বলিলেন, আজ আমি যথার্থই বিজয়ী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রঘুবীর রাজান্তঃপুর হইতে রত্নসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রাজবাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছিল। যে পথে বাহির হইয়া যাইবার কথা ছিল, সে পথে না গিয়া রত্নসিংহ অন্য পথে পলায়ন করিয়াছে, কাজেই গুরুশিষ্যের সম্মিলনে অন্তরায় ঘটিয়া গিয়াছে। একটা বৃহৎ বৃক্ষমূলে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রঘুবীর অস্থিরভাবে কালাতিপাত করিতেছিল—রত্নসিংহের বিলম্ব দেখিয়া রঘুবীর হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা কে অতি সন্তর্পণে পশ্চাতে আসিয়া রঘুবীরের স্কন্ধের উপর হস্তার্পণ করিল। রঘুবীর চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিল, আগন্তুক রত্নসিংহ হইলে এমন ভাবে তাহার স্কন্ধের উপর হস্তার্পণ করিত না। নিশ্চয়, এ ব্যক্তি রাজবাটীর কোন রক্ষী—তাহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে। হয়ত তাহাদের ভণ্ডামি ধরা পড়িয়াছে—রত্নসিংহ বন্দী হইয়াছে। রঘুবীর শক্তি-সম্পন্ন বীরপুরুষ—একজন ব্যক্তি দর্শন করিয়া সে বিন্দুমাত্র ভীত হইল না, বরং অবজ্ঞাভরে আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে বলিল, কে তুমি?

আগন্তুক কোন উত্তর প্রদান না করিয়া রঘুবীরকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া ফেলিল। রঘুবীর বলপ্রয়োগ করিল কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে অক্ষম হইল। সে আগন্তুকের বক্ষে অচল হইয়া রহিল। রঘুবীর ভাবিয়া পাইল না, সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এত বড় বীরপুরুষ কে আছে, যে

তাহার মত মহাকায় বীরপুরুষকে এমনভাবে হতবল করিতে পারে। মুক্তিলাভ করিবার জন্য রঘুবীর প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু আগন্তুক এমন কৌশলে তাহার উরুদেশে আঘাত প্রদান করিল, যে রঘুবীর একেবারে ভূতলশায়ী হইল। আগন্তুক সবলে তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিল। রঘুবীরের ন্যায় বীরপুরুষের সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম করিল। রঘুবীর হাফাইতে হাফাইতে বলিল, কুমার! চিনেছি আপনাকে। একমাত্র আপনি ব্যতীত এ সংসারে কার সাধ্য আছে, রঘুবীরকে এমনভাবে হতবল করতে পারে?

বঙ্গের যুবরাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, রঘুবীর! আবার অবাধ্য হয়েছ কেন? ভণ্ডামি করে' যোগী সেজে রত্নসিংহের ন্যায় সয়তানকে প্রশ্রয় দিয়েছ। সেই কুক্কুরের দ্বারা রাজকন্যা সুবর্ণলতাকে অপহরণের ব্যবস্থা করেছিলে। যদি ঠিক সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত না হ'তাম—সর্ব্বনাশ হ'ত—সয়তান রাজকুমারীর অঙ্গস্পর্শ করতো।

রঘুবীর কাতর কণ্ঠে বলিল, কুমার! যে মূহুর্ত্তে রত্নসিংহ রাজকুমারীকে বহন করে' রাজপুরীর বাহিরে নিয়ে আসতো, সেই মূহুর্ত্তে তাকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করে' রাজকুমারীকে অঙ্কে তুলে নিয়ে আমি পলায়ন করতাম—কেউ আমাকে বাধা দিতে পারত না।

যুবরাজ বলিলেন, এ প্রকার দস্যুগিরির প্রয়োজন হয়েছিল কি জন্য?

রঘুবীর বলিল, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য।

যুবরাজ। তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞা পালন করে' আমার গৌরবের বিষয় কি ছিল?

রঘুবীর। আমি আপনার আজ্ঞাবহ অনুচর। আপনার প্রত্যেক কার্য্যে সহায়তা করবার অধিকার আমার আছে।

যুবরাজ। তুমি এককালে দস্যুসর্দ্দার ছিলে কিনা, তাই তোমার প্রত্যেক কার্য্যেই দস্যুগিরির পরিচয় দিচ্ছ। রঘুবীর। দস্যু-গিরির দ্বারা যদি তুমি রাজকন্যাকে হরণ করতে সক্ষম হ'তে, তা'হ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'ত জান? রাজকুমারী আত্মহত্যা করতেন—তোমার প্রভুর এত পরিশ্রম পণ্ড হ'য়ে যেত—রাজকুমারীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দেহত্যাগ করতো।

অত্যন্ত অনুশোচনার স্বরে রঘুবীর বলিল, কুমার! আমার অপরাধ হয়েছে—আপনার শক্তির উপর সন্দেহ করেই আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

যুবরাজ বলিলেন, রঘুবীর! বার বার আমার অবাধ্য হ'য়ে তুমি আমার সহায়তা করা দূরে থা'ক, কেবল বিপন্ন করেই তুলেছ। বল, এই মুহূর্ত্তে তুমি সপ্তদ্বীপ-রাজ্য ত্যাগ করে' বঙ্গদেশে চলে যাবে?

রঘুবীর। যাব।

যুবরাজ। আমাকে সহায়তা করবার লালসায় ক্ষণকালও অপেক্ষা করবে না?

রঘুবীর। না।

যুবরাজ। তবে যাও, কিন্তু যদি আবার অবাধ্য হও, তোমাকে ক্ষমা করবো না। বলিয়াই যুবরাজ রঘুবীরকে ত্যাগ করিলেন। রঘুবীর উঠিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রত্নসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবিলম্বে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, সয়তানের রক্তদর্শন করিতেই হইবে। রাজার প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া রত্নসিংহ অত্যন্ত ভীত হইল। সে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়া রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া রাজা রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ দমনার্থ গমন করিলেন। সীমান্তে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই রাজার সম্মুখে পড়িল, বিশ্বাসঘাতক রত্নসিংহ। রাজা প্রবল বিক্রমে রত্নসিংহকে আক্রমণ করিলেন। রত্নসিংহও বীরপুরুষ—রাজার গতি রোধ করিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরাক্রমশালী বিক্রমসিংহের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ রত্নসিংহ সহ্য করিতে পারিল না—সে অশ্বারোহনে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। রাজাও তাহাকে সহজে পরিত্যাগ করিলেন না—বীর বিক্রমে রত্নসিংহের পশ্চাতে অশ্বচালনা করিলেন।

রত্নসিংহ দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল না—মহারাজ তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াই রত্নসিংহকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিলেন, পৃষ্ঠোপরি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রত্নসিংহ ধরাশায়ী হইল। রাজা তাহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে

অবতরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে বীরবলসিংহ বহু সৈন্য লইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন—বিক্রমসিংহ রত্নসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া বীরবলের দিকে অশ্বচালনা করিলেন। অশ্ব দ্রুত-বেগে ধাবিত হইল।

রত্নসিংহ সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া ভূপতিত হইল—পৃষ্ঠদেশ হইতে দর দর ধারায় রক্তস্রাব হইতে লাগিল—সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। অনতিকাল পরে একজন অশ্বারোহী সৈনিক তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। রত্নসিংহের দুরবস্থা দেখিয়া সৈনিক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রত্নসিংহের চৈতন্য হইল। সে শুশ্রূষাকারী সৈনিকের মুখের দিকে তাকাইয়া চমকিত হইল। রত্নসিংহ ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বলিল, বঙ্গের যুবরাজ! এত মহৎ আপনি! আমার ন্যায় মহাপাপীকেও আপনি স্বহস্তে সেবা করছেন?

যুবরাজ বলিলেন, রত্নসিংহ! পাপী হ'ক, পুণ্যবান হ'ক, বিপন্নকে সেবা করা বীর-ধর্ম্ম। তুমি বিচলিত হয়ো না—অতি কষ্টে তোমার আহত অঙ্গের রক্তস্রাব বন্ধ করেছি। এখন যদি তোমাকে কোন আশ্রমে বহন করে' নিয়ে যেতে পারি, বোধ হয়, তোমার জীবন রক্ষা হ'তে পারে।

রত্নসিংহ ক্ষীণ-কাতর কণ্ঠে বলিল, কুমার! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, এখন আমাকে মরতে দিন।

যুবরাজ বলিলেন, এখনও আশা আছে। যদি সেবা-শুশ্রূষায় তোমার জীবন রক্ষা হয়, হয়ত তোমার মতি পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

প্রতিজ্ঞা পালন

রত্নসিংহ বলিল, আমার মনকে আমি নিজেই বিশ্বাস করি না কুমার! বড় পিপাসা হয়েছে, একটু জল।

যুবরাজ ইতিপূর্ব্বে নিকটস্থ ঝরণা হইতে স্বাদু জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন—সেই জল পান করিয়া রত্নসিংহ পরিতৃপ্ত হইল। যুবরাজ দেখিলেন, নিকটে জনপ্রাণীর সন্ধান নাই। যদি একজন লোকেরও সহায়তা পাইতেন, তাহা হইলে রত্নসিংহের দুর্ব্বল দেহ বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে পারিতেন। রত্নসিংহের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু উত্থান শক্তি রহিত—বিশেষতঃ তাহার পৃষ্ঠের প্রবল ক্ষত হইতে পুনরায় রক্তস্রাব হইলে তাহার জীবন রক্ষার কোন উপায় থাকিবে না। যুবরাজ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কতক্ষণই বা বসিয়া থাকিবেন; থাকিলেও ত রত্নসিংহের জীবন রক্ষা হইবে না? তিনি অতি সন্তর্পণে রত্নসিংহের দেহ দুই বাহুবেষ্টনে ধরিয়া নিজের অঙ্কের উপর তুলিয়া লইলেন। সন্নিকটে যুবরাজের সুশিক্ষিত অশ্ব দণ্ডায়মান ছিল। ইঙ্গিত করিতেই অশ্ব ভূপৃষ্ঠে জানু পাতিয়া শুইয়া পড়িল। যুবরাজ অতি সতর্কভাবে রত্নসিংহকে বাহুর উপর লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্বের পৃষ্ঠের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন।

রত্নসিংহ বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করিল না। অশ্ব উত্থিত হইয়া ধীরপদে চলিতে আরম্ভ করিল। রত্নসিংহ বলিল, যুবরাজ! বীরপুরুষ আপনি—ভগবান আপনাকে অমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন করেছেন।

অশ্ব নিকটস্থ গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা সসৈন্যে বীরবলসিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বীরবলসিংহের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল—রাজার সৈন্যদল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল—তাহারা বহুদূরে গিয়া অদৃশ্য হইল।

রাজা সৈন্যগণের অনুগমন করেন নাই—সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়া তিনি একাকী দূরবর্ত্তী শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অপরাহ্ণ কাল। অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হওয়াতে রাজা পথিমধ্যে শৈলশ্রেণীর পার্শ্বে প্রবাহিতা নির্ঝরিণীর স্বাদু জল পান করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। স্থানটী ছায়া-সংযুক্ত ও অতি মনোরম। রাজা আকণ্ঠ জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলেন—শরীর জুড়াইয়া গেল। তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের উপর তিনি বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন—অশ্ব নিম্নভূমিতে বিচরণ পূর্ব্বক তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল।

সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল—অত্যন্ত শ্রমের পর শীতল বাতাস সেবন করিয়া রাজার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—তিনি

ভূতলেই দেহরক্ষা করিলেন। সহসা পার্শ্বস্থ শৈলশিখর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, প্রবল শত্রু বীরবল সিংহ। দুরন্ত জমিদার রাজার অলক্ষিতে পূর্ব্বে সেইখানে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া ছিল—উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বীরবল সিংহ রাজাকে আক্রমণ করিল—রাজা একাকী।

শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া রাজা উত্থান করিবার পূর্ব্বেই বীরবল সিংহ তাঁহার শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, অত্যাচারী দাম্ভিক ভূপতি! এইবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর। আতঙ্কে রাজার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আর আত্মরক্ষার উপায় নাই। রাজার মাথা ঘুরিয়া সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম করিল। যেইমাত্র বীরবল সিংহ রাজার শিরোপরি অসির আঘাত করিতে যাইবে, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে ছুটিয়া আসিয়া সবলে বীরবলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, নরাধম জমিদার! রাজা দেবতা তুল্য—তাঁর প্রাণ বিনাশে উদ্যত হয়েছ? ধিক্ তোমাকে! আগন্তুক সবলে বীরবলের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইল।

আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া বীরবল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয় রহিল। বীরবল তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এ সেই দেশের শত্রু তস্কররাজ বিজয়সিংহ। ভয়ে পাপাত্মার মুখ শুকাইয়া গেল। বঙ্গের যুবরাজ বলিলেন, বীরবল! এইবার তোমার দুষ্কৃতির ফল ভোগ কর। অসি উত্তোলন করিতেই বীরবল সভয়ে দশ হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ আবার বলিলেন, বিদ্রোহী জমিদার! রাজা বিক্রমসিংহ পরাক্রমে তোমাদের পরাজিত করেছেন—তোমার সৈন্যদল রাজসৈন্যের হস্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—আর মাথা তুলবার শক্তি

তোমাদের নাই। তুমি নিতান্ত কাপুরুষের মত অসহায় অবস্থায় রাজাকে হত্যা করছ? নরাধম তুমি—তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতেও ঘৃণা বোধ হয়। যাও, পলায়ন কর। বীরবল সিংহ কোন উত্তর না করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

রাজা বিক্রমসিংহ ভূতলে শায়িত অবস্থায় এতক্ষণ সমস্ত দর্শন করিতেছিলেন। বীরবল পলায়ন করিলে রাজা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বঙ্গের রাজকুমার! পরম শত্রু হ'লেও আপনি আমার জীবনদাতা—আমার কন্যা ও বনিতার মান-সম্ভ্রমের রক্ষাকর্ত্তা। আপনার বীরত্ব অতুলনীয়—আপনি অতি মহৎ। আজ আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে—আমার জাত্যাভিমান দূর হয়েছে। কুমার! আর কথা বল্‌তে পার্‌ছি না—আমার সংজ্ঞা লোপ হ'য়ে আস্‌ছে। বলিয়াই রাজা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন।

যুবরাজ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, এইবার আমার প্রতিজ্ঞা পালনের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত। রাজার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে—অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে—সপ্তদ্বীপ রাজ্যে আমারও কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গেছে।

বলিয়াই যুবরাজ মূর্চ্ছিত রাজার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—নক্ষত্রগতিতে রাজার অশ্ব রাজপথে ছুটিয়া চলিয়াছে—পথিপার্শ্বস্থ লোক সসম্ভ্রমে রাজাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। রাজাকে ভীত ও অত্যন্ত বিচলিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। যথাসময়ে অশ্ব রাজবাটীর সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। মহারাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। অশ্বরক্ষক অশ্বের বল্গা ধারণ করিল—দ্বাররক্ষকগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিল। নকিব রাজার জয়ধ্বনি করিল। রাজা অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। কুলপ্রথানুসারে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী পথপ্রদর্শক রূপে অগ্রগমন করিতে লাগিল।

রাজা অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে প্রধান পরিচারিকা ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মহারাণীর সুসজ্জিত কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রস্থান করিল। রাণী ও রাজকুমারী ছুটিয়া আসিতেই রাজা ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, রাণি! রাণি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত—বার বার পরাজিত হ'য়েও শেষে বিদ্রোহীরা জয়ী হয়েছে—আমার সমস্ত সৈন্য পরাজিত হয়েছে। শত্রুরা রাজবাটীর অভিমুখে ছুটে আস্‌ছে—আর আত্মরক্ষার উপায় নাই। চল, তোমাদের সঙ্গে করে' আমি পলায়ন করি।

আতঙ্কে মহারাণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—তিনি অত্যন্ত ভীতভাবে বলিলেন, কোথায় যাব মহারাজ?

রাজা বলিলেন, তোমার পিত্রালয় আরাকান রাজ্যে। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর্‌বার সময় নাই—সমুদ্রকূলে জাহাজ প্রস্তুত—তোমরা আমার

সঙ্গে এস—অতি সঙ্গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে হ'বে। রাণী ও সুবর্ণলতা দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষিপ্রকারিতায় যথাসম্ভব অলঙ্কারাদি সঙ্গে' লইয়া মহারাজের অনুগমন করিলেন।

রাজা দ্রুতপদে চলিয়াছেন—পশ্চাতে রাজকুমারী সুবর্ণলতা। স্থূলাঙ্গী বলিয়া রাণী একটু মৃদুগতি—তিনি উভয়ের অনেক পশ্চাতে। রাজ-অট্টালিকা সমুদ্রকূলেই অবস্থিত। তীরের সন্নিকটে একখানি সুসজ্জিত অর্ণবযান অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজ দ্রুতপদে জাহাজে আরোহণ করিলেন—সুবর্ণলতাও তাঁহার অনুসরণ করিয়া যেইমাত্র জাহাজে পদার্পণ করিল, জাহাজ তীর পরিত্যাগ করিয়া গভীর জলের দিকে প্রস্থান করিল।

অনতিবিলম্বে রাণী তীরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তখন জাহাজ তীর হইতে অনেক দূরে। রাণী ভীতভাবে ডাকিলেন, "মহারাজ! মহারাজ!" কিন্তু হায়! রাণী বুঝিতে পারেন নাই, তিনি মহারাজ নহেন, ছদ্মবেশী বঙ্গের যুবরাজ। রাজা শৈলপার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িলে তাঁহার জীবন রক্ষাকারী যুবরাজ তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ অপহরণ করিয়া পরিধান করিলেন—রাজার উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিলেন। যথাসম্ভব রাজার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজার অশ্বে আরোহন করিয়া তিনি রাজবাটীর দিকে ধাবিত হইলেন। তাহার পর কি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অবগত আছেন।

যুবরাজ জাহাজের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজবেশ ত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, মহারাণি! চিনতে পারেন আমাকে? আমি রাজা নই—বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ—রাজকুমারীকে হরণ করে' আপনাদের রাজ্য ত্যাগ করছি। আজ আমার প্রতিজ্ঞা পালন হ'য়ে গেল।

মহারাণী স্তম্ভিতভাবে যুবরাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! তস্কর! তুমি প্রতারণা করে' রাজকন্যাকে হরণ করেছ?

যুবরাজ বলিলেন, মা! তস্কর আমি—প্রতারণাই আমার ব্যবসা। আমি আমার প্রতিজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করেছি। রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করি নাই—সম্ভ্রম হানি হয় নাই। তিনি এখন বন্দিনী—আমার সঙ্গিনী। বলিয়াই যুবরাজ নাবিকগণকে ইঙ্গিত করিলেন—তাহারা পাল তুলিয়া দিল—কটাক্ষ মধ্যে অর্ণবযান চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেল। মহারাণী মূর্চ্ছিত হইয়া সমুদ্রকূলে পতিত হইলেন।

... ...

রাজা সংজ্ঞালাভ করিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ এমন কি রাজমুকুট পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে—অশ্বটীও অন্তর্হিত—তখন তিনি ভীত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি একাকী পদব্রজেই রাজবাটীর দিকে ধাবিত হইলেন। অনতিবিলম্বে বহু অনুচরের সহিত রাজা সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন যুবরাজের বজরা লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে। রাজা তীরে বসিয়া মহারাণীর সংজ্ঞাহীন দেহ স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টায় রাণীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল—তিনি মহারাজের মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মহারাজ! রাজ্য গেল—পুত্র গেল—কন্যা গেল। তবে কি নিয়ে আর আমরা সংসারে থাক্‌বো? আসুন, সাগরের জলে দেহ বিসর্জ্জন করে' আমরা কুলের গৌরব রক্ষা করি।

রাজা মহারাণীর অভিমান বুঝিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, মহারাণি! আমার সব গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেছে। বঙ্গের যুবরাজকে

একদিন হীন তস্কর বলে' গালি দিয়েছিলাম—তিনি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রাণি! বৃদ্ধ সেনাপতিকে মুক্তিদান ক'রে এইখানে ডেকে আন্‌বার জন্য লোক পাঠায়েছি—আজ সকল গর্ব্বের অবসান কর্‌বো।

ক্ষণকাল পরে সেনাপতি জয়সিংহ সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন—তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উপস্থিত হইতেই রাজা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, পরমাত্মীয় বৈবাহিক! আজ আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে—জাত্যাভিমান সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে। আমাকে ক্ষমা করুন—রক্ষা করুন।

বৃদ্ধ সেনাপতি বলিলেন, মহারাজ! ভয়ের কারণ কিছু নাই। বঙ্গের যুবরাজ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য রাজকুমারীকে হরণ করেছেন সত্য কিন্তু রাজকন্যার সম্ভ্রম নষ্ট হ'বে না। রাজকুমার চরিত্রবান—মহৎ—ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

মহারাজ বলিলেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি স্বয়ং মহত্বের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু আপনি একদিন এই যুবরাজের চরিত্রের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। যাহা হউক, আজ আমাদের সকলের ভ্রম দূর হয়ে গেল—রাজ্যের সকল অশান্তির অবসান হ'ল। এখন রাজকুমারীর উদ্ধারের উপায় করুন।

রাজাজ্ঞায় বৃদ্ধ মন্ত্রী, সূর্য্যসিংহ, রঙ্গলাল ও অন্যান্য পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত হইলেন—অভিজাত-সম্প্রদায়কেও আহ্বান করা হইল। সকলে রাজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রণাকক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পরামর্শ করিতে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিজ্ঞা পালন

. . . .

জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাজকুমারী স্বর্ণলতা নতমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। কুমার বিজয়সিংহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, রাজকুমারি! দুঃখিত হচ্ছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা পালন করেছি মাত্র। আপনার ব্যক্তিগত সম্ভ্রমের হানি হ'বে না। যদি ইচ্ছা করেন, এই মুহূর্ত্তে আপনাকে সপ্তদ্বীপে প্রেরণ করতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমারী বলিলেন, যুবরাজ! নিজের জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। আপনার অতুলনীয় গুণে ও দেবোপম চরিত্রে আমি মুগ্ধ। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমার জননী কন্যাশোকে অধীর হয়ে আত্মহত্যা করে' বসেন।

যুবরাজ বলিলেন, আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হ'বেন না। মহারাণী সমুদ্রকুলে মূর্চ্ছিত হয়েছেন সত্য কিন্তু অবিলম্বে মহারাজ ও অন্যান্য লোকজন উপস্থিত হয়েছেন। রাণীর কোন অমঙ্গল হ'বে না। এখন আপনি অনুগ্রহ করে' সম্মুখের ঐ প্রকোষ্ঠে গিয়ে বিশ্রাম করুন। শীঘ্রই আপনার জন্য উপযুক্ত দাস দাসীর ব্যবস্থা হ'বে। বলিয়াই যুবরাজ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া যেইমাত্র প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিলেন, অমনি তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ভরে দেখিলেন, একপার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুমার অমরসিংহ ও সুধালতা এবং অপর পার্শ্বে সমরসিংহ ও মন্ত্রীকন্যা শৈলজা সহাস্যবদনে উপবিষ্ঠ রহিয়াছেন। মহা হর্ষভরে রাজনন্দিনী ছুটিয়া গিয়া কুমার অমরসিংহের অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

উপসংহার

বহু লোক লস্কর হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত জাহাজ বোঝাই করি সপ্তদ্বীপের প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি বিক্রমসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থি হইলেন। যুদ্ধের আশঙ্কায় বঙ্গদেশবাসী এমন কি, বৃদ্ধ বঙ্গাধিপা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। সকলেই ভাবিল, সপ্তদ্বীপের রা প্রতিশোধ লইবার জন্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। কুমা বিজয়সিংহ সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, কোন অমঙ্গলে আশঙ্কা নাই। সপ্তদ্বীপের রাজা আমাদের দেশে অতিথি—তাঁ প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ আবশ্যক।

অবিলম্বে বঙ্গাধিপতি অজিতসিংহ প্রচুর অর্থ হস্তী অশ্ব ও বঙ্গদেশীয় বহুবিধ মূল্যবান শিল্প-দ্রব্য উপঢৌকন লইয়া সমুদ্রকূলে সপ্তাধিপতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজা সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলে বিক্রমসিংহ ছুটিয়া আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বঙ্গেশ্বর! আপনার কাছে আমি পরাজিত ও অবনত। আপনি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেছেন, তা সাদরে গ্রহণ করে' আপনাকে প্রত্যার্পণ করছি। অধিকন্তু, আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি নিজের দেশ থেকে সামান্য উপঢৌকন এনেছি, গ্রহণ করে' আমাকে কৃতার্থ করুন। পরিশেষে

আমার বক্তব্য, আপনার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে আমি বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়েছি।

বিস্ময়ভরে বৃদ্ধ রাজা বলিলেন, আমার কাছে ভিক্ষা! কি এমন ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি আমার আছে?

মহারাজ বিক্রমসিংহ বলিলেন, আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। আপনার পুত্ররত্নটি ত্রিদিব-দুর্লভ পদার্থ। দয়া করে' আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবেন কি?

হর্ষভরে বঙ্গ ভূপতি বলিলেন, আমার সৌভাগ্যের কথা। মহারাজ! যদি আপনি দয়া করে' আমাকে এ সৌভাগ্য প্রদান করলেন, তবে আমার আর কিছু উপঢৌকন আপনাকে গ্রহণ করতে হ'বে। কিন্তু এবার প্রত্যার্পণ চলবে না।

বিক্রমসিংহ বলিলেন, বেশ! সাদরে গ্রহণ করবো। পশ্চাতে অনুচরগণের প্রতি বঙ্গভূপতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবিলম্বে কুমার অমরসিংহ, সুধালতা, সমরসিংহ, শৈলজা এবং রাজকুমারী স্বর্ণলতাকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহ সপ্তদ্বীপাধিপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। সপ্তদ্বীপাধিপতি ও বঙ্গাধিপতির জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া গেল।

মহাসমারোহে বিজয়সিংহ ও স্বর্ণলতার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা বিক্রমসিংহ পুত্র ও কন্যার বিবাহ-উৎসব একসঙ্গে সমাপ্ত করিলেন। অনতিবিলম্বে কুমার অমরসিংহকে সপ্তদ্বীপ রাজ্যে এবং কুমার বিজয়সিংহকে বঙ্গরাজ্যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বিক্রমসিংহ ও অজিতসিংহ সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি

জয়সিংহও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সমরসিংহ সপ্তদ্বীপ ও বঙ্গ রাজ্যের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

রত্নসিংহ আহত হইলে যুবরাজ বিজয়সিংহ তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে লইয়া গেলেন। অরণ্যগর্ভে নিভৃত নিকেতনে যেখানে যুবরাজের অপহৃত ধন-ঐশ্বর্য্য লুক্কাইত ছিল, যুবরাজ পূর্ব্বে কমলাকে সেইখানে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহার জন্য বিশ্বস্ত দাস দাসীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আহত রত্নসিংহকেও সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার সেবার ভার কমলার হস্তে অর্পণ করিয়া কুমার প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সাধ্বী কমলা মুমূর্ষু স্বামীকে প্রাণপাতে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যাহার উপর এ যাবৎ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, সেই কমলা সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাহার সেবা করিতেছে। লজ্জায় ক্ষোভে রত্নসিংহের অন্তরে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া রত্নসিংহ বলিল, কমলা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—অনন্ত নরকে আমার ঠাঁই—শত চেষ্টা করেও তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। সতি! তুমি আমাকে পদধূলি দাও। বলিয়া রত্নসিংহ যথার্থই হাত বাড়াইয়া তাহার পদধূলি লইতে গেল। কমলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, ছিঃ! ছিঃ! কর কি—তুমি আমার স্বামী—গুরুজন।

রত্নসিংহ বলিল, তোমার স্বামী হ'বার যোগ্য ব্যক্তি আমি নই—তোমার পদধূলিরও আমি যোগ্য নই।

রত্নসিংহ আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। দিন দিন তাহার

ক্ষত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই ক্ষতে পচন আরম্ভ হইল—দুর্গন্ধে সংসার ভরিয়া গেল। কমলা বিন্দুমাত্র ঘৃণা না করিয়া একমাস কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবা করিল।

রত্নসিংহের জীবনের আশা রহিল না। মহাপাপীর সৌভাগ্য ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে পুত্র-মুখ দেখিয়া গেল। সেই অরণ্যগর্ভে কমলা একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। বনে জন্ম গ্রহণ করিয়া কমলা তাহার নাম প্রদান করিল—বনবিহারী।

রত্নসিংহের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সহসা একদিন কুমার বিজয়-সিংহ রজলালের সহিত অরণ্যগর্ভে সেই নিভৃত নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। কুমারের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুত্র বনবিহারীর মুখচুম্বন করিয়া কমলাকে বিধবা করিয়া রত্নসিংহ দেহত্যাগ করিল। অরণ্য-গর্ভেই রত্নসিংহের অন্তেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেল।

কমলা বিধবা হইলেও সৌভাগ্যবতী—কেননা, সে এখন যুবরাজ বিজয়সিংহের ভগিনী। ইতিপূর্ব্বে গিরিজায়াও পুত্রের জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বিধবা হইয়াছে। যুবরাজ এই দুই বিধবাকে লইয়া বঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন—মহাকালের সেবার ভার তাহাদেরই হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহাদের পুত্রদ্বয়ের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদের পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে পরম ধার্ম্মিক সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাতস্কর বঙ্গের যুবরাজের লীলা সমাপ্ত হইল।

সমাপ্ত।